Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৮তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মে ২০১৫

মাসিক
আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা মে ২০১৫

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

১লা বৈশাখ ও নারীর বস্ত্রহরণ

গত ১৪ই এপ্রিল মঙ্গলবার ১লা বৈশাখের সন্ধ্যায় ‘বর্ষবরণ’ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেইটে কয়েকজন নারী যৌন হামলার শিকার হয়েছেন। তারা তাদের বস্ত্র হারিয়েছেন ও সংস্কৃতিবাজ দুর্বৃত্তদের হামলায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। ঢাবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লিটন নন্দী তাদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের হাত ভেঙ্গেছেন। বর্তমানে যিনি হাসপাতালে আছেন। শাড়ী-ব্লাউজ হারানো একটি মেয়েকে উদ্ধার করে তিনি রিকশায় তুলে দিয়েছেন ও নিজের গায়ের জামাটি খুলে মেয়েটির গায়ে ছুঁড়ে মেরে তার লজ্জা নিবারণে সাহায্য করেছেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন, ‘ভাই, মেয়েটো মারা যাচ্ছে ওকে বাঁচতে দিন’ *(প্রথম আলো ২০ এপ্রিল, শিরোনাম)*। আমরা তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে আমরা উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।

১৩১টি ভিডিও ক্যামেরার ফুটেজে ঐসব দুর্বৃত্তের ছবি এসেছে। অথচ তিন স্তরের নিশ্ছিদ্র পুলিশী নিরাপত্তার কোন নমুনা সেদিন দেখা যায়নি। গত এক সপ্তাহেও পুলিশ তাদের কাউকে ধরতে পারেনি। কারণ সরকারের মুখপাত্র বলেছেন, ‘এ রকম কোন ঘটনার প্রমাণ আমরা পাইনি’। এমতাবস্থায় পুলিশ কিভাবে বলবে যে, আমরা প্রমাণ পেয়েছি? অতএব এখন তারা গণরোষ থেকে বাঁচার জন্য কয়েকদিন দৌড়ঝাঁপ করবে ও ‘তদন্ত চলছে’ বলে লোকদের সান্ত্বনা দিবে। তারপর একদিন সবাই ভুলে যাবে। যেমন প্রতি বছরের এরূপ ঘটনাগুলি মানুষ ভুলে গেছে।

বিগত ২০০০ সালের থার্টি-ফার্স্ট নাইট (৩১শে ডিসেম্বর) উদযাপনের সময় একই টিএসসি চত্বরে গভীর রাতে ‘বাঁধন’ নামে এক তরুণীকে বিবস্ত্র করা হয়। তৎকালীন সরকারী দলের বহু আলোচিত এমপি জয়নাল হাজারী এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং নারীকে পর্দার প্রচলিত সামাজিক প্রথা মেনে চলার পরামর্শ দেন। সাথে সাথে তিনি এই বেলেল্লাপনা সংস্কৃতি বন্ধের দাবী জানান। তিনি সংস্কৃতির নামে এই উলঙ্গপনার বিরুদ্ধে বই লিখে মানুষের মধ্যে ফ্রি বিতরণ করে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। ফলে কথিত নারীনেত্রী ও সংস্কৃতিকর্মীরা হাজারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তারা বাঁধনের বস্ত্রহরণের বিষয়টিকে ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ বলে প্রচার করে নিজেদের প্রগতিশীলতা যাহির করেন। হ্যাঁ, ১৫ বছর আগের সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনাই এবার সর্বসমক্ষে এক ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে তারা ‘অবিচ্ছিন্ন ঘটনা’য় পরিণত করল। অন্যান্য শহরেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে

বলে পত্রিকায় এসেছে। সেদিনের মত এদিনও চিহ্নিত এইসব নেতা-নেত্রীরা চুপ আছেন। যেন কিছুই হয়নি এমন একটা গা ছাড়া ভাব। যখন উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করার দাবী উঠেছে সর্বত্র, তখন যারা নারীর অধিকার নিয়ে নিত্যদিন গলাবাজী করেন এবং কথায় কথায় আলেম-ওলামাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, সেই সব এনজিও নেত্রী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা আজ নীরব কেন?

একজন সুপরিচিত প্রবীণ কথাসাহিত্যিক লিখেছেন, বহুদিন আগে ২৫ বছরের একজন তরুণী আমাকে বলেছিলেন, আপনারা, পুরুষেরা কখনোই আমাদের বেদনাটা বুঝবেন না। একটা ছোট উদাহরণ দিই। চৈত্রের রাত ১১টায় ধরুন বিদ্যুৎ নেই, গরমে ছটফট করতে করতে আপনি ভাবলেন, যাই, ঘর থেকে বেরিয়ে একটু রাস্তায় যাই, হাওয়া খেয়ে আসি। আপনি চাইলে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে এটা করতে পারবেন, কিন্তু আমি কি সেটা পারব? এটা কি এই দেশে হওয়ার জো আছে? আমি উত্তর দিতে পারিনি। সেই সামান্য না পারার অসামান্য বেদনাটা বুঝে চলার চেষ্টা করছি আজও। একদিন আমার ছোট্ট মেয়েটি, আমার হাত ধরে রিকশায় করে ফিরছিল স্কুল থেকে। ধানমন্ডি ৮ নম্বরের খেলার মাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা, কত ছেলে ক্রিকেট খেলছে, ফুটবল খেলছে, এর মধ্যে একজনও মেয়ে নেই কেন? আমার বুক বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এই প্রশ্নের কী জবাব আমি দেব আমার চার-পাঁচ বছর বয়সী মেয়েকে?

হ্যাঁ। এর জবাব তিনি পাবেন নিজের বাড়ীতে গিয়েই। যদি তিনি তার ২৫ বছরের মেয়েকে রাত ১১-টার সময় তীব্র গরমে তারই সাথে একটি হাফ প্যান্ট ও স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে খোলা রাস্তায় হাটতে বলেন। অথবা তার যুবক ছেলেকে তার যুবতী মেয়ের সাথে একই রূপ অর্ধনগ্ন পোষাকে লোক সমক্ষে ফুটবল খেলতে বলেন। নিঃসন্দেহে তারা রাযী হবে না তাদের স্বভাবজাত লজ্জাশীলতার কারণে। এটাই হ'ল সংস্কৃতি। যা মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপ। আর এটাই হ'ল তাওহীদী সংস্কৃতি। যার বিপরীত হ'ল শিরকী অপসংস্কৃতি। যা করতে গিয়েই আজকে ঘটছে যত বিকৃতি। ফলে লেখকের 'অসামান্য বেদনাটা' হ'ল মূলতঃ শয়তানী বেদনা। সেখান থেকে তওবা করলেই তিনি খুঁজে পাবেন নিষ্কলুষ মানবীয় চেতনা এবং ফিরে পাবেন এক আলোকময় ইলাহী সংস্কৃতি। আমরা সেদিকেই তাঁকে আহ্বান জানাই।

আরেকজন বৃদ্ধ জাতীয় অধ্যাপক একটি দৈনিকে লিখেছেন, ইংরেজদের নিউ ইয়ার্স ডে পালনের দেখাদেখি শিক্ষিত নাগরিক সমাজে নববর্ষ পালন শুরু হয় উনিশ শতকের শেষভাগে। নৃত্যগীতবাদ্য দিয়ে দিনটিকে সুশোভিত ও আমোদিত করার কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর তা ছড়িয়ে গিয়েছিল সবখানে। বাংলাদেশ-অঞ্চলে নববর্ষ উৎসব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ছায়ানটের উদ্যোগে। পাকিস্তান সরকার নববর্ষ পালনে আপত্তি করে জেনে আমাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। এখন তো ছায়ানটের পাশাপাশি চারুকলা ইনস্টিটিউট বা অনুষদের মঙ্গল শোভাযাত্রা, বাংলা একাডেমির বক্তৃতা ও কবিতা পাঠের আসর, ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর সংগীতানুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। রবীন্দ্র-সরোবরে বসছে গানের আসর'। একটু পরে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সমাজে কিছু মানুষ সবক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনেন এবং শিরক ও বেদাতের সন্ধান করেন।... মেয়েদের কপালে টিপ পরা থেকে শুরু করে পিচ-ঢালা পথে আলপনা আঁকাকে তাঁরা বিধর্মীয় আচার বলে সাব্যস্ত করেন এবং তা দমন করতে তৎপর হন। এসব প্রয়াসে তাঁরা যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন, তা নয়। মেয়েদের সাম্প্রতিক পোশাক-আশাক দেখলে তা বোঝা যাবে। কেউ তার পছন্দমতো খাওয়া-পরা চলাফেরা করতেই পারে। গোলমাল লাগে যখন কেউ অপরের পছন্দ-অপছন্দে হস্তক্ষেপ করে, তখন'।

লেখকের কথাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে 'বর্ষবরণ' উনিশ শতকের শেষভাগে আবিস্কৃত একটি নতুন অনুষ্ঠান, যা আগে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যা পরে ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। অতএব নববর্ষ অনুষ্ঠানটি যে 'ইসলামী' নয়, সেটা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ। সমস্যা হ'ল এই যে, এঁরা নামে মুসলিম হ'লেও ইসলাম সম্পর্কে কোনই জ্ঞান রাখেন না। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ প্রেরিত একটি অভ্রান্ত জীবন বিধানের নাম। মুসলিম জীবনের কোন অংশই ইসলামী বিধানের বাইরে যাওয়ার অবকাশ নেই। যতটুকু যাবেন, ততটুকু হবে শয়তানের দাসত্ব। আর সেটাই হ'ল শিরক-বিদ'আত। শয়তান সর্বদা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে জাহান্নামের পথে নিয়ে যেতে চায়। পক্ষান্তরে প্রকৃত মুসলমানেরা যেকোন মূল্যে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়। কথিত সংস্কৃতিজীবীগণ এদেশের ৯০ শতাংশ মুসলমানের এই মনের কথা শুনতে পান কি? আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন- আমীন! *(স.স.)*। এই সাথে পাঠ করুন : সম্পাদকীয় 'নববর্ষ সংস্কৃতি' ২/৮ম সংখ্যা মে'৯৯ এবং 'নষ্ট সংস্কৃতি' ১৪/৮ম সংখ্যা মে'১১।

সংশোধনী : এপ্রিল'১৫ সংখ্যার সম্পাদকীয়ের ৪র্থ প্যারায় 'শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত মুসলমানরা' স্থলে 'নানাবিধ পাপকর্মে নিমজ্জিত মুসলমানরা' পড়তে হবে। *(স.স.)*।

Contents

১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি

[২০০৫ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৬ সালের ৮ই জুলাই। ১ বছর ৪ মাস ১৪ দিন]

*অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

আমীরে জামা'আতের নওগাঁ জেলখানায় আগমন :

২৫শে মার্চ'০৫ শুক্রবার ভোরের সোনালী সূর্য তার স্বকীয় রূপ নিয়ে পূর্বাকাশে প্রভা ছড়াচ্ছে। ফজরের ছালাত শেষে আমরা বসে তাসবীহ-তাহলীল করছি। সাথী আযীযুল্লাহ মন খারাপ করে মাঝে-মধ্যে সকালে শুয়ে থাকত। সালাফী ছাহেব আযীযুল্লাহকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মাঝে-মধ্যে হাদীছের গল্প শোনাতেন। সেদিন শে'আবে আবী তালেবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বন্দী জীবনের মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। হঠাৎ লকআপ খোলার ঘণ্টা পড়ে গেল। ম্যাট এসে লকআপ খুলে দিয়ে কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু পিছনে কারারক্ষী বাবুকে দেখে চুপ হয়ে গেল। কেমন জানি এক অব্যক্ত আনন্দের কথা চোখে চাহনিতে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেল থেকে বের হয়েই দেখি আজকের আয়োজন ভিন্ন। সেলের গেইটে অতিরিক্ত রক্ষী পুলিশ। জেলখানার বেষ্টনীর ষোল ফুট উঁচু প্রাচীরের ভিতরে প্রতি একশ' ফুট অন্তর অন্তর একজন করে পাহারাদার নিয়োজিত থাকে। কিন্তু আজকে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রাচীরের বাইরে তিন তলা বিল্ডিং-এর ছাদে রাইফেলধারী নিরাপত্তা বাহিনী নিযুক্ত। এত সব আয়োজন দেখে বুঝতে পারলাম আজকে কিছু একটা হবে। সূর্য যত উর্ধ্বাকাশে উঠছে, আমাদের সেলের প্রতি বিশেষ নযর ততই বাড়ছে। এক সময় ম্যাট কয়েকজন কয়েদীকে নিয়ে এসে আমাদের পাশের রুমটি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করল। ফ্যান টাঙানো হ'ল। মেইন গেইটের সাথে আমাদের দু'টি কক্ষের বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেওয়া হ'ল। জিজ্ঞেস করলাম, কেন এই তোড়-জোড়? উত্তর আসলো, জানি না। সুবেদার এসে চেক করে বললেন, পরিষ্কার হয়নি, দেওয়ালগুলি ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দাও। আরেক দফা অভিযান চলল। পুরাতন ছাদে লেগে থাকা কালো দাগগুলি ধুয়ে-মুছে ছাফ করে গোলাপ পানি ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল। যেন কোনরূপ গন্ধ না থাকে। ইতিমধ্যে জেলার ছাহেব এসে পরিদর্শন করে গেলেন। সুবেদারের কাছে কারণ জানতে চাইলে তিনি মুচকি হেসে জানার আগ্রহে আরও উত্তাপ ছড়ালেন।

আযীযুল্লাহ আঙ্গিনায় ঘুরছিল। হঠাৎ সে উৎফুল্লচিত্তে হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বলল, আমীরে জামা'আত আসছেন। সালাফী ছাহেব তখন বিছানায় শুয়ে আছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে খুশীর খবর জানালাম। আনন্দে আপ্লুত হয়ে তিনি তিনবার *আলহামদুলিল্লাহ* বলে দ্রুত বাইরে আসলেন। আমরা তিনজন সেলের আঙ্গিনার গেইটে দাঁড়িয়ে আমীরে জামা'আতের অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে সমস্ত জেলখানায় তাঁর আগমনের খবর প্রকাশ হয়ে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি ওয়ার্ডগুলির বারান্দায় ও গেইটে কয়েদীরা মেইন গেইটের দিকে আমীরে জামা'আতকে এক নযর দেখার জন্য উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুবেদার দ্রুত এসে রুমটি পুনরায় চেক করে আমাদের খবর দিলেন আমীরে জামা'আত আসছেন। আমরা নিশ্চিত খবর পেয়ে আনন্দে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম সুবেদার, জমাদার ও কিছু কয়েদী আমীরে জামা'আতকে সাথে নিয়ে আমাদের সেলের দিকে আসছেন। আশে পাশে কয়েদীরা সালাম দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। আমাদের সেলের প্রবেশ পথে সালাফী ছাহেব দাঁড়িয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের সাথী আমীরে জামা'আতকে কাছে পেয়ে তিনি হারানো মানিক ফিরে পাওয়ার আনন্দে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। প্রায় একমাস অনিশ্চিত এক জগতে নানা শংকার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে পথের দিশারী পাঞ্জেরীকে কাছে পেয়ে আনন্দে আমি আর আযীযুল্লাহ বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।... সুবেদার ছাহেব সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে রুমে নিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দীর্ঘ দিন পর একসাথে চারজন বসে খেলাম। রিম্যাণ্ডের স্মৃতিময় দিনগুলির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। দিনটি যে আমাদের জন্য কত আনন্দের ছিল, সত্যিই তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে আমীরে জামা'আত একটা থলের মধ্য থেকে পুরানো একটা বেডশীট বের করে আমাকে বললেন, এটা আমার গোপালগঞ্জ কারাগারের সাথীদের উপহার। এটা বিছিয়ে দাও। তারপর থলির মধ্য থেকে চিড়া, বিস্কুটের প্যাকেট ও কেক বের করে বললেন, এগুলিও আমার চার দিনের বন্ধুদের উপহার। এগুলি তোমরা খাও।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত ২য় দফা ১০ দিনের জেআইসি রিম্যাণ্ড শেষে ১৯শে মার্চ'০৫ ঢাকা থেকে গাইবান্ধা কারাগারে এসে পরদিন ২০শে মার্চ বিকেলে গাইবান্ধা থেকে রওয়ানা হয়ে দিবাগত রাত ১২-টা ২০ মিনিটে গোপালগঞ্জ কারাগারে পৌঁছেন। অতঃপর সেখানে চারদিন থাকার পর ২৫শে মার্চ দুপুরে নওগাঁ কারাগারে আসেন।

এদিন ছিল শুক্রবার। আমীরে জামা'আত আমাদের বললেন, জেল গেইটে নামার সাথে সাথে জেলার ছাহেবের সাথে দেখা। তিনি বললেন, স্যার এসেছেন। থাকবেন তো ১৫ দিন। ইনশাআল্লাহ কোন সমস্যা হবে না। পরক্ষণেই সুপার এলেন। কুশল বিনিময়ের পর বললেন, স্যার থাকবেন তো বেশীর বেশী ২৫ দিন। এখন আপনার নামে পত্রিকায় বড় বড় হেডিং হচ্ছে। কিন্তু যখন বের হবেন, তখন এক কোণে ছোট্ট করে একটু খবর দিবে। আপনার আসার সংবাদ ঢাকা থেকে আমাকে আগেই জানানো হয়েছিল। স্যার ভিতরে যান। রাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। বলেই তারা উভয়ে জুম'আ পড়তে গেলেন।

* *সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।*

অতঃপর খাওয়া-দাওয়ার সময় আযীযুল্লাহ বলল, স্যার কালকে 'ডায়েট'। স্যার বললেন, সেটা কি? আযীযুল্লাহ বলল, স্যার সপ্তাহে একদিন গরুর গোশত বা মাছ বা ডিম দেওয়া হয়। আর একেই বলা হয় 'ডায়েট'। যা পাওয়ার জন্য সব কয়েদী উন্মুখ হয়ে থাকে। তাছাড়া কালকে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। তাই উন্নত মানের খাবার দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, আযীযুল্লাহ কাজলা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' বিল্ডিংয়ে অবস্থানকালে সংগঠন থেকে বহিস্কৃত সেই নিকৃষ্ট প্রফেসরের ষড়যন্ত্রে ইতিপূর্বে রাজশাহী কারাগারে ১৭দিন ছিল। ফলে আমাদের সবার চাইতে তার কিছুটা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল।

বিকালে আমরা ২২শে ফেব্রুয়ারী'০৫ দিবাগত রাত থেকে ২৫শে মার্চ'০৫ দুপুর পর্যন্ত ৩১ দিনের জমানো কাহিনী বর্ণনা শুরু করলাম। তার মধ্যে স্যারের ও আমাদের জেআইসি রিম্যাণ্ডের কিছু কাহিনী ইতিপূর্বে বলেছি। বাকী স্যারের কিছু কথা এখন বলছি।-

২৩শে ফেব্রুয়ারী'০৫ বুধবার বিকালে রাজশাহী কারাগারে প্রবেশ করার পর ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিকালে পৃথক পুলিশ ভ্যানে স্যারকে বগুড়া যেলা কারাগারে নেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে যে পুলিশ এসকর্ট ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গাইবান্ধা সাঘাটার জনৈক আহলেহাদীছ পুলিশ। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন, স্যার আপনাদের বিরুদ্ধে সবকিছু ষড়যন্ত্রের মূলে হ'ল আমাদের এলাকার কুলাঙ্গার এক প্রফেসর (প্রভাষক)। আপনি আমাদের এলাকায় যেসব উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজ করেছেন তার তুলনা নেই। দেশ স্বাধীনের পর থেকে কোন এমপি, মন্ত্রী আপনার কাজের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না। কিন্তু ঈর্ষাকাতর ঐ ব্যক্তি, যে আগে 'জামায়াত' করত। পরে সেখান থেকে বেরিয়ে আপনার সংগঠনে প্রবেশ করে। তারপর আপনার বিশ্বস্ত হয়ে বড় পদের অধিকারী হয়। আপনি বিশ্বাস করে তাকে দিয়ে আমাদের যেলায় বহু জনসেবামূলক কাজ করিয়েছেন। অথচ সে নিজেই সবকিছুর ক্রেডিট দাবী করে। সে কলেজের সামান্য বেতনের প্রভাষক হয়েও ইয়াতীমের টাকা মেরে বগুড়া শহরে জমি কিনে চার কামরা বিশিষ্ট পাকা বাড়ী করেছে। তার মাধ্যমে আপনি বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, নীলফামারী, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট সহ উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি যেলায় বহু মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা ও ওযূখানা ইত্যাদি জনসেবামূলক কাজ করেছেন। আমাদের শিমুলবাড়ী মাদরাসার দোতলা বিশাল বিল্ডিং করে দিয়েছেন। এছাড়া মাদরাসার জন্য ২৮ বিঘা জমি কিনে দিয়েছেন। এলাকার গরীব রোগীদের ফ্রি চিকিৎসার জন্য নূরা জাহিম হাসপাতাল করে দিয়েছেন। বন্যার সময় হাযার হাযার টাকা ও ত্রাণ সামগ্রী গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। অনেকের ঘর-বাড়ী করে দিয়েছেন। অথচ সে বলে সবকিছু সে নিজেই করেছে। আমরা তাকে ভালভাবেই চিনি। অবশেষে তার দুর্নীতি আপনার নযরে আসে এবং আপনি তাকে সংগঠন থেকে বের করে দেন। এতে আমরা খুবই খুশী হয়েছি এবং আপনার সততার ব্যাপারে এলাকাবাসী নিশ্চিত হয়ে গেছে। ঐ প্রফেসর (?) এখন সরকারের সঙ্গে লাইন করে আপনাদের জেল খাটাচ্ছে'।

সন্ধ্যা ৭-টার পর স্যার বগুড়া কারাগারে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে ১২১ বছরের পুরানা ১০×৬ ফুট জানালা ও ফ্যান বিহীন ফাঁসির সেলের ৫নং কক্ষে একাকী রাখা হয়। যার ফাটা সিমেন্টের মধ্যে পিঁপড়ার সারি। সে সময় শীতের মধ্যে তাঁকে স্রেফ একটি কম্বলের উপরে শুয়ে থাকতে দেখে কারারক্ষী এক পর্যায়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আমীরে জামা'আত কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, স্যার আমার বাড়ী চাঁপাই নবাবগঞ্জের বারোরশিয়ায়। আমাদের গ্রামে আপনি দোতলা মসজিদ করে দিয়েছেন। গত বন্যার সময় ঐ মসজিদের দো'তলায় গ্রামের নারী-শিশুরা আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যায়। অথচ আজ আপনার আশ্রয় কারাগারে। এই শীতের মধ্যে আপনার একটি বালিশ-কাঁথাও নেই। মশার কামড়ে আপনি ঘুমাতে পারছেন না। অথচ আমার কিছুই করার নেই'। স্যার তাকে সান্ত্বনা দেন। তিন ঘণ্টা ডিউটি শেষে যাওয়ার সময় রক্ষীটি বলে যান, আমার ভাই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পি.এস। আমি তাকে বলব, যেন তিনি দ্রুত আপনাকে মুক্ত করে দেন'। এরপর আর কোনদিন তার সাথে দেখা হয়নি। তবে তার কান্নার শব্দ যেন এখনও শুনতে পাচ্ছি।

পরদিন ২৭/০২/০৫ সকালে স্যারকে গাবতলীতে বোমা বিস্ফোরণ ও লক্ষ্মীকোলায় হত্যা মামলায় ১০ দিনের জেআইসি রিম্যাণ্ডে ঢাকায় নেওয়া হয়। এটাই ছিল স্যারের ১ম রিম্যাণ্ড। সেখানে আমাদের সঙ্গে অদৃশ্য সাক্ষাতের বিবরণ গত সংখ্যায় বিবৃত হয়েছে। অতঃপর জেআইসি রিম্যাণ্ড শেষে স্যারকে ঢাকা থেকে পুনরায় বগুড়া কারাগারে আনা হয়।

সেখান থেকে পরদিন ০৯/০৩/০৫ তারিখে বগুড়া যেলা আদালতে হাযিরা দিয়ে বিকালে গাইবান্ধা (পুরাতন) কারাগারে নেওয়া হয়। বিকেল ৫-টায় লকআপ-এর পর রাত সাড়ে ৭-টায় পৌঁছানোর কারণে স্যারকে সাধারণ একটি কারাকক্ষে রাখা হয়। যেখানে ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ কয়েদী ছিল। ফলে স্যারকে সারা রাত দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়। অন্য কয়েদীরা কেউ চিৎ হয়ে, কেউ কাত হয়ে ঠাসাঠাসি করে কোন মতে শুয়ে ছিল। জেলখানার ভাষায় কাত হয়ে শুলে তাকে 'রুই ফাইল' চিৎ হয়ে শুলে তাকে 'কাতলা ফাইল' বলা হয়। ম্যাটদের চাহিদা মত টাকা দিতে না পারলে সেই হতভাগাদের সারারাত চার ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রচণ্ড মশার কামড়। কয়েদীদের কেউ কেউ নিজেরা দাঁড়িয়ে স্যারকে শোওয়ার কথা বললেও স্যার তাদের কষ্ট দিতে চাননি। তিনি ইশারায় রুকু-সিজদার মাধ্যমে সারা রাত ছালাতে ও তাসবীহ তেলাওয়াতে অতিবাহিত করেন। ফজরের আযানের পর কয়েদীরা উঠলে তিনি তাদেরকে সংক্ষিপ্ত দরসের মাধ্যমে ছবর ও ছালাতের উপদেশ দেন।

এ সময় তিনি তাদের কারু কারু জীবনের করুণ কাহিনী শুনে অভিভূত হন। যেমন একজন যুবক তার চারদিনের সন্তান ফেলে গ্রাম্য কোন্দলে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢুকেছে। গত

পাঁচ বছরেও কোন বিচার হয়নি। স্ত্রীর বাপেরা সন্তান সহ তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে চায়। এখন যুবকটি দিন-রাত কেঁদে বুক ভাসায়। হতদরিদ্র এই যুবকটির দেখার কেউ নেই। এমনিতর মিথ্যা মামলার ঘটনা প্রায় সবারই।

পরদিন সকালে স্যারকে টিনশেড কারা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি একজন কয়েদীকে পান। সাড়ে চার বছর অপেক্ষা করেও মামলার কোন অগ্রগতি না হওয়ায় তিন সন্তান ফেলে যার স্ত্রী সংসার ছেড়ে চলে গেছে। আরেকজন দল নিরপেক্ষ বি.এ পাশ ছেলে সরকারী দল করতে রাযী না হওয়ায় দলীয় ক্যাডারদের ইঙ্গিতে গভীর রাতে পুলিশ গিয়ে তাকে থানায় ধরে আনে। অতঃপর পিটিয়ে হাড়-হাড্ডি ভেঙ্গে জাল টাকার মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠায়। অথচ তার মা লোকদের কাছে চেয়ে-চিন্তে খায়। তদবীর না হওয়ায় গোবিন্দগঞ্জের এই শিক্ষিত ছেলেটি আড়াই বছরের অধিক কারাগারে পড়ে আছে ডাণ্ডাবেড়ী পরা অবস্থায়।

এই সময় জমাদার ছাহেব এসে লম্বা সালাম দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, স্যার! আপনি জেলে আসায় আমরা ব্যথিত হ'লেও এখন খুব আনন্দিত। কেননা দেশী-বিদেশী সকল টিভি চ্যানেলে আপনাকে দেখানো হচ্ছে। সেই সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামটা প্রচার হচ্ছে। এতে আমাদের সাহস বেড়েছে। আমি এখন মসজিদে গিয়ে প্রকাশ্যে বুকে হাত বেঁধে, রাফউল ইয়াদায়েন করে ও জোরে আমীন বলে ছালাত আদায় করি। কিন্তু এ যাবত সাহস হয়নি। বগুড়াবাসী এই জমাদারের মন্তব্য শুনে আমি হেসে ফেললাম।

পরদিন ১০/০৩/০৫ তারিখ সকালে স্যারকে পলাশবাড়ী থানার তোকিয়ার বাজার গানের প্যাণ্ডেলে বোমা হামলা এবং মহিমাগঞ্জ ব্র্যাক অফিসে ডাকাতির মামলায় গাইবান্ধা যেলা আদালতে হাযির করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণে হাযার হাযার মানুষের সমাগম হয়। এদিন স্যারের হাতে বার হাত লম্বা দড়ি বাঁধা অবস্থায় খালি মাথায় হাঁটতে থাকা দৃশ্য টেলিভিশনে দেখে বহু মানুষ কেঁদে বুক ভাসায় বলে পরবর্তীতে জানা যায়। কড়া নিরাপত্তায় ঠাসা আদালত কক্ষের মধ্যে স্যারের ২য় পুত্র ছোট্ট নাজীব সবাইকে ঠেলে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো স্যারের কাছে গিয়ে জোরালো কণ্ঠে বলে ওঠে, আব্বা আপনার মাথায় টুপী নেই কেন?' বিচারক ও উকিল সহ সকলের দৃষ্টি তখন বাপ-বেটার দিকে। স্যার ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দিলেন, যে দেশে টুপির মর্যাদা নেই সে দেশে টুপী মাথায় দিয়ে কি লাভ!

স্যারের ঐদিন জ্বর ও লুজ মোশন ছিল। তাই সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, আমি অসুস্থ। আমার একদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। ম্যাজিস্ট্রেট সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আদেশ লিখলেন। পরে আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে কারাগারে গেলেন। অতঃপর আধা ঘণ্টার মধ্যেই জেলার খবর দিলেন, প্রস্তুত হওয়ার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই জমাদার ও কারারক্ষীরা তাঁকে নিয়ে গেইটে এলেন। তখনও তিনি জানতেন না কোথায় তাঁকে নেওয়া হবে।

কারা ফটকে এসে নাজীবকে দেখে তিনি বিস্মিত হ'লেন। নাজীব স্যারকে এক সেট জামা-পায়জামা ও লুঙ্গি-গামছা দিল। ওখানে দাঁড়িয়েই স্যার পরনের লুঙ্গি ও জামা খুলে পাল্টে নিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে গত ১৭দিন যাবৎ যা তিনি একটানা পরিহিত ছিলেন। জীবনে কখনই যা তাঁর অভ্যাস নয়। হঠাৎ নাজীবের চোখ স্যারের পায়ের দিকে পড়ে। ওদিকে জেলারের তাড়া। নাজীব মাথা ঝুঁকিয়ে লোহার শিকের দরজার ফাঁক গলিয়ে পায়ে হাত দিয়ে বলে, আব্বা শীঘ্র স্যাণ্ডেল খুলুন। বলেই সে নিজের পায়ের ৮০ টাকা দামের বার্মিজ স্যাণ্ডেল খুলে দিল এবং স্যারের পা থেকে অনুরূপ মূল্যের ছেঁড়া বার্মিজ স্যাণ্ডেলটি খুলে নিল। এরপর পুলিশ ভ্যান স্যারকে নিয়ে চলে গেল।

দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ থানায় এসে স্যার টয়লেটে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর হাতের দড়ি বাহির থেকে পুলিশে ধরে রইল। অতঃপর বেরিয়ে এসে তিনি যোহর-আছরের ছালাত আদায় করেন ও থানায় খাওয়া-দাওয়া করেন। থানার ওসির কথায় স্যার সেদিন মনে কষ্ট পান। তবে বিদায়ের সময় তিনি ভালো ব্যবহার করেন। রাস্তায় এসে আরেকবার টয়লেটে যেতে হয়। কিন্তু ঔষধ খাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়নি। এই অবস্থায় রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানায় পৌঁছানো হয়। এসকর্ট পুলিশ অফিসারটি রাস্তায় বললেন যে, তিনি আগে থেকেই স্যারকে চিনেন। যখন স্যারের বিরুদ্ধে ২০০২ সালে বহিস্কৃত প্রফেসরটি বগুড়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ঘর পোড়ানোর মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তিনি ছিলেন ঐ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। তিনি ঐ ব্যক্তিকে একজন শঠ, ধূর্ত ও মতলববাজ বলে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। উক্ত মামলায় স্যার বেকসুর খালাস পান।

ক্যান্টনমেন্ট থানার হাজত কক্ষে ময়লা-আবর্জনা পূর্ণ মেঝের উপর অসুস্থ অবস্থায় স্যার শুয়ে পড়েন। হাতের পোটলা থেকে গামছাটা বের করে নিয়ে তার উপর শুতে চাইলেও পুলিশ দেয়নি। তাদের নাকি আইনে নিষেধ আছে। কেননা অনেকে নাকি গামছা গলায় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। হাজত কক্ষের এক কোণায় পড়ে থাকা একটি ছেঁড়া খাকি কাপড়ের টুকরা পাওয়া যায়। সেটা কুড়িয়ে এনে তিনি মুষ্টি করে মাথার বালিশ বানান। এভাবেই তাঁকে রাত কাটাতে হয় দুর্গন্ধ ও মশার কামড়ের মধ্যে। কক্ষের মধ্যেই খোলা টয়লেট। পরদিন সকাল ৯-টায় তাঁকে বের করে গুলশানে একটি নির্ধারিত ভবনে রিম্যাণ্ডের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বস্তুতঃ এটা ছিল স্যারের ২য় জেআইসি রিম্যাণ্ড।

সেখানে সারাদিন রেখে সন্ধ্যায় হাজতে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন অবশ্য একটি ছেঁড়া কাঁথা ও কভারবিহীন ময়লা বালিশ তাঁকে এনে দেওয়া হয়। পরদিন রিম্যাণ্ড থেকে এসে দেখেন ঐ ছেঁড়া কাঁথার উপরেই বিড়ালের নরম পায়খানা ভরা। একজন পুলিশ ভদ্রতা দেখিয়ে সেটি ফেলে দেয় ও কাঁথাটি ধুয়ে দেয়। আরেকজন পুলিশ দয়াপরবশে রাতে একটা কয়েল ধরিয়ে দিয়ে যায়। ঐ ছেঁড়া কাঁথা ও ছেঁড়া বালিশে শুয়ে স্যারের মনের মধ্যে আপনা থেকেই উদয় হয়, যদি

কখনো দাম্ভিক প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থা হয়, তখন তিনি বুঝবেন হাজতীদের বেদনা। হ্যাঁ। সেদিনের প্রধানমন্ত্রী পরে নিজেকে ও নিজের দুই ছেলেকে দিয়ে হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছেন।

মাথার উপরে ১০০ পাওয়ারের বাল্ব। এরই মধ্যে রাত ৩-টার দিকে স্যার উঠেছেন তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য। তাহাজ্জুদ শেষ হওয়ার পর হাজতরক্ষী পুলিশ লোহার শিকের খোলা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, স্যার রাত ১০-টার দিকে আমার মাকে মোবাইলে আপনার কথা জানাই। তিনি এখন বাড়ীতে তাহাজ্জুদ পড়ছেন। কিছু আগে আমাকে ফোন করে বললেন, আমি যার 'ছালাতুর রাসূল' পড়ে তাহাজ্জুদ শিখেছি, তুমি আজ তাঁর রক্ষী। এই 'ছালাতুর রাসূল' বুকে নিয়েই তোমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি আমার আমীরে জামা'আতের যেন কোন কষ্ট না হয়'। বলেই যুবক পুলিশটি হু হু করে কাঁদতে লাগল...। বগুড়ার ঐ তরুণ পুলিশ সদস্যটির অশ্রুভেজা চোখের স্মৃতি আজও ভুলতে পারি না।

তার দু'দিন পরে জনৈক নতুন রক্ষী গভীর রাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে বলল, স্যার বাসায় খবর দিব কি? ফোন নম্বরটা বলবেন কি? স্যার বললেন, তুমি কে? তিনি পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম এই। আপনার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে আমার বাড়ী। স্যার তাকে ধন্যবাদ দিলেন।

পরের দিন রিম্যাণ্ডে এসে স্যার দায়িত্বশীল এসকর্ট অফিসারের মাধ্যমে দরখাস্ত করে ক্ষৌরকর্মের জন্য আয়না-ব্লেড ও বাড়ীতে ফোন করার জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। এভাবে ১০দিন কাটিয়ে স্যারকে পুনরায় গাইবান্ধা কারাগারে ১৯/০৩/০৫ তারিখে ফিরিয়ে আনা হয়।

গোপালগঞ্জ কারাগারে :

পরদিন ২০/০৩/০৫ তারিখে গাইবান্ধা আদালতে হাযির করে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় ব্যাংক ডাকাতি মামলায় হাযিরা দেওয়ার জন্য বিকাল ৩-টা ২০ মিনিটে গাইবান্ধা থেকে রওয়ানা করা হয়। আত-তাহরীকের সার্কুলেশন ম্যানেজার গাইবান্ধার আবুল কালাম এ সময় দ্রুত একটা পলিথিনের প্যাকেট দিল। যাতে পাউরুটি, বিস্কুট ও একটি ছোট তোয়ালে ছিল। যা পরে খুবই উপকারী প্রমাণিত হ'ল। গত ২০/১০/১১ ইং তারিখে আবুল কালাম আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছে। আল্লাহ তাকে জান্নাত নছীব করুন-আমীন!

রাস্তায় সন্ধ্যার পরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে ঝিনাইদহ-মাগুরার মধ্যবর্তী ফাঁকা ময়দানে পুলিশের গাড়ী হঠাৎ থেমে যায়। স্যার বললেন, আমার মনে তখন ভয় উপস্থিত হয়। হয়তোবা এখন ক্রসফায়ারে হত্যা করবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, ওরা পেশাব করার জন্য থেমেছে। তখন স্যার গাড়ী থেকে নেমে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে ঘাসের উপর মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর করে নেন। অতঃপর রাস্তা ভুল করে ফরিদপুর হয়ে রাত ১২-টা ২০ মিনিটে স্যারকে নিয়ে পুলিশের গাড়ী গোপালগঞ্জ কারাগারে পৌঁছে। ডেপুটি জেলার অত্যন্ত ভদ্র যুবক। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, এত রাতে আপনার জন্য কি খাওয়ার ব্যবস্থা করব, তাই ভাবছি। তখন স্যার বললেন, গাইবান্ধা থেকে পুলিশ ভ্যানে উঠার সময় আমাদের এক কর্মী পাউরুটি ও কলা দিয়েছিল। ওটাতেই চলবে'। ইতিমধ্যে লকআপের সময় হয়ে গেল। সুবেদার গোলাম হোসেন এসে আমীরে জামা'আতের জন্য পরিষ্কার করা পাশের কক্ষটি দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু আমীরে জামা'আত বললেন, আমি আমার সাথীদের সাথেই থাকতে চাই। ফলে সুবেদার চলে গেলেন। আমরা একসাথেই রাত্রি যাপন করলাম। তারপর স্যারের নিকট আমরা গোপালগঞ্জ কারাগারে তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে চাইলাম। যদিও স্যারের ১১দিন পূর্বেই ১৪/০৩/০৫ তারিখে আমরা ঐ কারাগার থেকে নওগাঁ কারাগারে এসেছি।

স্যার বললেন, রাতেই আমাকে একটা টিনশেড সাধারণ ওয়ার্ডে নেওয়া হ'ল। যেখানে আমাকে দিয়ে ৫০জন হ'ল। ওয়ার্ডের সাথীরা ডেপুটি জেলার ও জমাদারের কাছে পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট সমাদর করল। তারা বলল, স্যার আপনার সাথীরা এখানে এসেছিলেন। সবাই ভালো মানুষ। তবে কেইস পার্টনার তরুণ ছেলেটি খুবই কান্নাকাটি করত। বললাম, তরুণ ছেলে হিসাবে এটাতো হ'তেই পারে। বড় টিনশেড ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র দু'টি ফ্যান। ঘরের এক কোণায় আমাকে জায়গা করে দিল। হাজতীদের দেওয়া চাদরে ও বালিশে শোয়ার ব্যবস্থা হ'ল। মশার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য ওদের একজন তার এ্যারোসলটি আমাকে দিল। অন্যদিকে ডেপুটি জেলারও একটি পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মশা এসবের তোয়াক্কা করেনা।

সকালে উঠে ফজরের জামা'আত করলাম। মুছল্লী পেলাম পাঁচ জনের মত। সালাম ফিরে বসে সবাইকে উঠিয়ে কুরআনের দরস দিলাম। এরপর থেকে দু'জন হিন্দু বাদে সবাই প্রতি ওয়াক্তে আমার সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করেছে। সন্ধ্যায় দেখি টিনের চালের উপরে ধমধম করে শব্দ হচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, এখন নাকি সবাইকে 'ধ্যান' করতে হবে। জমাদারকে ডেকে বললাম, এটা কেন করছেন? তিনি বললেন, বৃটিশ আমল থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে। বললাম, এ নিয়ম বাতিল করতে হবে। এখন থেকে এখানে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আযান হবে। অতঃপর যার যার ওয়ার্ডে ছালাতের জামা'আত হবে। উনি খুশী হ'লেন এবং সেটাই কার্যকর হ'ল।

পরদিন সকালে আমাকে আদালতে নেওয়া হবে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেলেও নেওয়া হ'ল না। বিকালে জেলার ও জমাদার এসে বললেন, স্যার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই আপনাকে আদালতে নেওয়া হয়নি। গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্ট হ'ল এই যে, আপনাকে দেখার জন্য গোপালগঞ্জ শহরে এত লোক সমাগম হয়েছে যে, কোন হোটেলেই সীট খালি নেই। এছাড়াও রাস্তা-ঘাটে প্রচুর মানুষ। সবার মুখে একই কথা গালিব স্যার কখন আসবেন। যেলার একটি প্রসিদ্ধ মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা বাস রিজার্ভ করে এসেছে। তারা বলাবলি

করছে, আজকে আমাদের যেলায় আল্লাহ্র একজন বিখ্যাত অলী আসবেন। তাই মাদরাসা ছুটি দেওয়া হয়েছে'। সব দিক বিবেচনা করে প্রশাসন আপনাকে বের করেনি।

স্যার ভেবেছিলেন গোপালগঞ্জ শহরের মিঞাপাড়ায় আহলেহাদীছদের জন্য তিনি যে জামে মসজিদটি করে দিয়েছেন, যেখানে তিনি নিজে সফর করেছেন, সেই মসজিদের কমিটিতে দু'জন সিনিয়র এ্যাডভোকেট আছেন। তারা অন্তত এই মামলায় স্বেচ্ছায় তাঁর উকিল হবেন এবং জেলখানায় দেখতে আসবেন। কিন্তু চারদিনের মধ্যে কেউ আসেননি। একইভাবে গাইবান্ধা জেলখানার পাশেই গাইবান্ধা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতির বাড়ী। তার ভাতিজার দোকান গাইবান্ধা জেলখানার গেইটের সামনেই। কিন্তু তাদের কেউ কখনও আমীরে জামা'আতকে জেলখানায় দেখতে আসেননি। অথচ পলাশবাড়ী থেকে ২২ কি. মি. পায়ে হেঁটে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ থেকে শত শত নারী-পুরুষ গাইবান্ধা আদালতে গিয়েছিল আমীরে জামা'আতকে এক নযর দেখার জন্য। এটাই হ'ল মানুষের চরিত্র।

গোপালগঞ্জ কারাগারে চারদিনের দাওয়াতে ছয় জন প্রকাশ্যভাবে 'আহলেহাদীছ' হন। বাকী প্রায় সবাই ছিলেন ভক্ত। কারাগারের চৌকাটি ছিল শেখ মুজিবের বৈঠকখানা। তাঁর বাপ নাকি বলতেন, ছেলে যখন সব সময় জেলেই থাকে, তখন ওর বৈঠকখানাটা জেলখানাকেই দান করে দাও'। পরে নাকি সেটাই করা হয়। কারাগারের ভাষায় 'চৌকা' অর্থ রান্নাঘর।

আমি যখন ঢাকা কারাগারে, তখন আমাকে দেখার জন্য ঢাকা ও নরসিংদী যেলা সংগঠনের কয়েকজন আসেন। কিন্তু নিয়ম জানা না থাকায় তারা বেশ সমস্যায় পড়েন। তখন জনৈক কারারক্ষী পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা আমার কথা বলেন। তখন তিনি ভক্তির সাথে সব ব্যবস্থা করে দেন। সে সময় তিনি গোপালগঞ্জ কারাগারে আমার ব্যাপারে তার স্মৃতি চারণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। গোপালগঞ্জের মামলা শেষ হ'লে তার ফাইনাল রিপোর্টের কপি আনতে কর্মীরা ব্যর্থ হ'লে গোপালগঞ্জ কারাগারের ডেপুটি স্বেচ্ছায় ও নিজ চেষ্টায় আদালত থেকে কপি এনে বগুড়া কারাগারে পাঠিয়ে দেন। এসবই আমাদের প্রতি তাদের ভালবাসা ও ভক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

গোপালগঞ্জ কারাগারে থাকা অবস্থায় একদিন জমাদার এসে বললেন, স্যার মাতালদের কাণ্ড দেখুন। ওরা একটা আস্ত টিকটিকি ধরে খেয়ে ফেলেছে। বললাম, কেন? উনি বললেন, টিকটিকির লেজে মাদকতা আছে। ওটা পুড়িয়ে খেলে মাদকতা আরও বাড়ে। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে খাওয়ার উপায় নেই। তাই ধরে আস্ত খেয়ে ফেলেছে। এটি অন্য ওয়ার্ডের ঘটনা। এতে আমি শিক্ষা পেলাম এই যে, হাদীছে এক আঘাতে টিকটিকি মারলে ১০০ নেকী ও দুই আঘাতে মারলে ৫০ নেকীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেন বলা হয়েছে তা এখন বুঝলাম। অতএব হাদীছ মানার মধ্যেই বরকত রয়েছে। যুক্তি তালাশ করার মধ্যে নয়।

দ্বিতীয় দিন ২২/০৩/০৫ বিকালে ডিসি-এসপি ও বিএনপি নেতা সহ কয়েকজন আমাকে দেখতে এলেন। কারাগারের নিয়ম হ'ল এ সময় সবাইকে বিছানা গুটিয়ে মামলার টিকেটটা হাতে নিয়ে লাইন দিয়ে উপুড়হাঁটুতে বসে থাকতে হয়। এটা আমার মেযাজের খেলাফ। আমি আমার বিছানায় বসে থাকলাম। ডিসি ছাহেব সরাসরি এসে আমাকে সালাম দিলেন। তখন আমি দাঁড়িয়ে মুছাফাহা করে তাঁকে কিছু কথা বললাম। যার মধ্যে ছিল, (১) অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তিকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করা ও কারা নির্যাতন ভোগ করানো কি যুলুম নয়? (২) কারা কক্ষের মধ্যে ডাণ্ডাবেড়ী পরিয়ে স্বাধীন মানুষের প্রতি ক্রীতদাস সুলভ আচরণ করা কি অন্যায় নয়? (৩) নিরপরাধ মানুষকে স্রেফ সন্দেহ বশে থানায় নিয়ে মারপিট করা ও ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা কি মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন নয়? (৪) মযলূমের দো'আয় আল্লাহ্র আরশ কেঁপে ওঠে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই, তিনি যেন আমাদের মত হাজতের নামে কারা নির্যাতন ভোগকারী অগণিত নিরপরাধ মানুষকে সত্বর মুক্তি দানের ব্যবস্থা করেন এবং মেয়াদবিহীন হাজতী প্রথা বাতিলের মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমতের ভাগীদার হন। জবাবে তাঁরা কোন কথা বলেননি। কিন্তু তাদের যাওয়ার পর উপস্থিত সাথীদের মধ্যে আনন্দের যে উচ্ছ্বাস সেদিন দেখেছিলাম, তা কখনই ভুলবার নয়। তারা বলল, আমাদের দীর্ঘ কারাজীবনে আজই প্রথম প্রশাসনের সামনে এরূপ হক কথা বলতে শুনলাম'। আমি মনে করি, সেদিন আসবেই, যেদিন মযলূম বিজয়ী হবে। যালেম পরাজিত হবে। কারা কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞচিত্তে সেদিন আমাকে যে প্রাণভরা অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন, তা সর্বদা মনে থাকবে। বলা চলে যে, যালেমের বিরুদ্ধে তাদের অধীনস্তদেরও আক্রোশ ধূমায়িত থাকে। যা সুযোগ মত বেরিয়ে আসে। রাতের বেলায় জেলার ও ডেপুটি জেলার এসে বললেন, স্যার যাওয়ার বেলায় ডিসি ছাহেব মন্তব্য করলেন, এইসব পণ্ডিত মানুষকে সরকার কেন যে জেলখানায় আনল বুঝতে পারিনা। বললেন, আপনারা উনাকে সাধ্যমত যত্ন করবেন'।

উল্লেখ্য যে, আমাদের ওয়ার্ডে ঐ সময় রাজশাহীর একটা হালকা-পাতলা ছেলে ছিল। যার দু'পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো ছিল। যা তার পায়ে দিন-রাত সর্বদা থাকত। আমার জীবনে এই প্রথম ডাণ্ডাবেড়ী দেখলাম। অথচ সেই-ই ছিল ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ ও পরহেযগার ছেলে। আরেকটি যুবক ছিল যাকে থানায় মেরে হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। অনেক দিন হাসপাতালে থেকে কয়েকদিন আগে কারাগারে আনা হয়েছে। পাশের ওয়ার্ডে মোল্লাহাটের একটা আহলেহাদীছ তরুণ ছিল। যাকে রাতের বেলা ক্রসফায়ার দিতে নিয়ে গিয়েছিল। পরে চাহিদা মত টাকার আশ্বাস পেয়ে থানায় ফিরিয়ে আনা হয়।

(ক্রমশঃ)

আদালত পাড়ার সেই দিনগুলি

*শামসুল আলম**

কখনও ভাবিনি নিজেকে কোর্ট-কাচারীতে যেতে হবে। ভাবিনি উকিল-মুখতার হ'তে হবে অথবা জজ-ব্যারিস্টার ইত্যাদি! তবে একথা সত্য যে, পরিবার ও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীদের বড় স্বপ্ন ছিল যে, অমুকের ছেলে অমুক বড় একটা কিছু হবে। কিন্তু না! কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। চুরমার হয়ে গেল তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভেস্তে গেল পারিবারিক সকল পরিকল্পনা। এখনও সেকথাই অনেকে দুঃখ করে বলেন। কিন্তু কি আর করা! সর্বজ্ঞানী আল্লাহ যদি না চান, বান্দার কি আর করার থাকে। তবে হ্যাঁ নিজে আইনের ছাত্র হয়েও এই অঙ্গনে না যাওয়ার কারণ হ'ল সেখানে চলে সত্য-মিথ্যার খেলা, যালেম, দুর্নীতিবাজদের আশ্রয় দেয়া, ঘুষ-বখশিস ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার। সর্বোপরি বৃটিশ প্রণীত প্রচলিত এই তাগূতী আইনের পদতলে থেকে জীবিকা নির্বাহ করাকে নিজের মন থেকে কখনও মেনে নিতে পারিনি। বিশেষ করে ১৯৯০ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর যেন জীবনের মোড় ঘুরে যায়। যতদূর সম্ভব হালাল-হারাম যাচাই-বাছাই শুরু হয়। তবে হ্যাঁ, বিচিত্র এই মায়াবী পৃথিবীতে মাঝে-মধ্যে এমনও কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, তখন আর নিজেকে ঐ নীতিতে অটল রাখা যায় না। তখন তা ছিন্ন করে নির্যাতিত মানবতার পাশে দাঁড়াতে হয়। পরকালীন চেতনা নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে লড়তে হয় মযলূমের পক্ষে। কারণ দুর্বলদের সহযোগিতার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন *(নিসা ৪/৭৫)*।

আলোচ্য নিবন্ধে আমরা নিকট অতীতে বাংলাদেশের বুকে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক ইতিহাসের কথা তুলে ধরব। যে ইতিহাস ছিল বিগত জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী চার দলীয় জোট সরকার কর্তৃক ২০০৫ সালে ঘটানো এক কলংকময় ও বর্বর মানবাধিকার লংঘনের ইতিহাস; যে ইতিহাস ছিল বাংলার যমীন থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে মিটিয়ে দেওয়ার হীন চক্রান্তের ইতিহাস; যেটা ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্যাতিত-নিপীড়িত নেতা-কর্মীদের এক বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ইতিহাস; যা ছিল বাংলাদেশে তথাকথিত জঙ্গীবাদের অপবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এক সংগ্রামী ইতিহাস। ফলে সে মুহূর্তে সঙ্গত কারণেই অনন্যোপায় হয়ে আমাদেরকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল দেশের প্রচলিত আদালত সমূহে। এরই অংশ হিসাবে বিভিন্ন যেলার আদালত চত্বরের কিছু স্মৃতিকথা ও ঘটনা বিধৃত হ'ল আলোচ্য নিবন্ধে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী'০৫ ভোর রাত। হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে চাপা কণ্ঠ ভেসে এলো, আলম ভাই! আলম ভাই! উঠেন, তাড়াতাড়ি ওঠেন! ধড়ফড় করে ওঠে ভীত পদে অগ্রসর হয়ে দরজা খুলে দেখি সহকর্মী কাবীরুল ভাই। কি হয়েছে? দেখলাম, তার চোখে মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। কি হয়েছে? বললেন, আমীরে জামা'আতকে গভীর রাতে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে! কি বললেন! ধরে নিয়ে গেছে! হ্যাঁ ধরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই না, সালাফী ছাহেব, নূরুল ইসলাম ছাহেব এবং আযীযুল্লাহ ভাইকেও নিয়ে গেছে। শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

আমি ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বাসা থেকে বিদায় নিলাম। পার্শ্ববর্তী মসজিদে গেলাম। সেখানে ছিলেন আত-তাহরীক পত্রিকার সম্পাদক জনাব সাখাওয়াত হোসাইন ও মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ। আমরা ফজরের ছালাত শেষ করে নওদাপাড়া বাজার মসজিদে গেলাম। সেখানে উপস্থিত হ'লেন 'আন্দোলন'-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস.এম আব্দুল লতীফ ভাই। এ পর্যায়ে তিনি বললেন, আমাদেরকে থানায় যেতে হবে। আমি বললাম, থানার পরপরই কোর্টে যেতে হবে। ফাইলপত্র সাথে নিতে হবে। কারণ এরপরে ওরা নেতৃবৃন্দকে কোর্টে চালান দিবে। এখন প্রশ্ন হ'ল- মাদরাসায় কে যাবে? সেখানেই তো স্যারের বাসা ও পরিবার। সকলে আমরা একে-অপরের দিকে তাকাতে লাগলাম। কারণ মাদরাসায় এ মুহূর্তে যে যাবে, সে নিশ্চিত গ্রেফতার হবে। শত শত পুলিশ-র‍্যাব, ডিবি, বিডিআর মাদরাসা ঘিরে রেখেছে। বললাম, আমি যাব, ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তাই-ই হবে।

আমি রিক্সা নিয়ে চললাম মাদরাসার দিকে। দেখি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, শত শত পুলিশ-র‍্যাব সদস্য রাস্তার দু'ধারে ও মাদরাসার চারিদিক বেষ্টন করে রেখেছে। ওদেরকে ডিঙ্গিয়ে রিক্সা নিয়ে সোজা মাদরাসার ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলাম। জিজ্ঞেস করল, আপনি কে, কোথায় যাবেন? বললাম, আমি মাদরাসার শিক্ষক, কাজ আছে তাই যেতে হবে। ওরা মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আচ্ছা যান। মাদরাসার ভিতরে প্রবেশ করলাম। চারিদিকে আতংকের ছাপ!

আমাকে দেখে ছাত্ররা দৌড়ে এসে বলল, স্যার আমীরে জামা'আতকে ধরে নিয়ে গেছে, এখন আমাদের কি হবে? সহকর্মী শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান, মাওলানা ফযলুল করীম ও কর্মচারীরা এলেন। সবার মধ্যে চরম ভীতি আর আতঙ্ক কাজ করছে। প্রথমে আত-তাহরীক অফিস খুললাম। সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে, ধৈর্য ধরতে এবং স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলাম। বললাম, তাঁদেরকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিবে। এতে তারা অনেকটা সাহস পেল। 'আন্দোলন' অফিসে গেলাম। কিন্তু কেউ নেই। আনোয়ার ভাইকে বাসা থেকে ডেকে আনা হ'ল। আমীরে জামা'আতের বাসার খোঁজ-খবর নেওয়া হ'ল। আনোয়ার ভাইয়ের নিকট থেকে কাগজ-পত্র, ফাইল নিয়ে চললাম থানায়। অতঃপর কোর্টে। শুরু হ'ল আদালত অঙ্গন যাত্রা। জানি না এ যাত্রা কখন, কবে শেষ হবে? ভাবতে ভাবতে চললাম, আর আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানালাম, 'হে আল্লাহ! আমাদের

* *এলএলবি (অনার্স), এলএলএম; শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

প্রাণপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে হেফাযত কর এবং অনতিবিলম্বে তাঁদেরকে মুক্ত করে দাও'।

রাজশাহী কোর্টে গেলাম। এ্যাডভোকেট শাহনেওয়ায, জার্জিস আহমাদ, মু'তাছিম বিল্লাহ প্রমুখ যামিন আবেদন করলেন। কিন্তু নামঞ্জুর করা হ'ল। রাজশাহী শাহ মখদূম থানার ৫৪ ধারায় (সন্দেহমূলক) মামলাতে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার দেখানো হয়। আমীরে জামা'আতের এই অন্যায় গ্রেফতারে শাহ মখদূম থানার ওসি দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। কারণ নওদাপাড়া ছিল তাঁরই থানার অন্তর্ভুক্ত। ফলে তিনিই আমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানতেন। জঙ্গী সংগঠন জে.এম.বি সন্দেহে গ্রেফতার তিনি মেনে নিতে পারেননি। বদলি হওয়ার সময় তিনি অনেক কথাই আমাদেরকে বলে গেছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

৫৪ ধারার এই সন্দেহমূলক মামলা দায়েরের পরপরই প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলায় শ্যোন এ্যারেস্ট (Shown Arrest) দেখানো হ'ল নেতৃবৃন্দকে। যার মধ্যে বগুড়ায় ৩টি, গাইবান্ধায় ২টি, নওগাঁয় ২টি, গোপালগঞ্জে ১টি ও সিরাজগঞ্জে ১টি। মামলার বিবরণে দেখা যায়, যে রাতে আমীরে জামা'আত সহ চারজন নওগাঁ যেলার পোরশা থানায় ব্যাংক ডাকাতি করেছেন। সেই রাতে সিরাজগঞ্জ যেলার উল্লাপাড়া থানায় ব্যাংক ডাকাতি করেছেন এবং ফজরের আগেই রাজশাহী ফিরে এসেছেন। অতঃপর সকাল ৯-টায় রাজশাহী কলেজের সামনে স্বপ্নিল কমিউনিটি সেন্টারে সাংবাদিক সম্মেলনে স্যার ভাষণ দিয়েছেন। যা সে সময়ে প্রায় সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কি চমৎকার প্রশাসন!

উপরের ১০টি মামলা ছাড়াও নাটোরে ১টি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়েছিল। যে মামলাটি সর্বপ্রথম বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য পরবর্তীতে মামলাটি বাদ যায়। আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে প্রথম নিউজ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার ক্লাসমেট ও দৈনিক প্রথম আলোর নাটোর প্রতিনিধি। সে একজন উকিলও বটে। পরে তার কাছে আত-তাহরীক-এর তৎকালীন সার্কুলেশন ম্যানেজার আবুল কালাম ভাই সহ গিয়েছিলাম। কাগজপত্র নিয়ে তার সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর সে একপর্যায়ে বলল, তাহ'লে হয়তবা ধৃত আসামীদেরকে পুলিশ জোর করে ড. গালিব স্যারের নামে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে। যেটা আমরা পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

তার একটি প্রমাণ আমরা পেলাম বগুড়া যেলা আদালতে একদিন উক্ত মামলা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এক আসামী হঠাৎ এসে আমার সাথে পরিচিত হয়। সে বর্ণনা করে যে, '২০০5 সালের ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে আমাকে এবং আরও ৭/৮ জনকে হঠাৎ পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে বলে যে, 'বল আমরা জেএমবি করি। আর ড. গালিব আমাদের নেতা'। সেদিন স্যারের নাম বলা ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। কারণ পুলিশ আমাদের উপর বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল এবং মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল'।

প্রথম আলোর বন্ধুকে বুঝানোর পর সে তার ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করে বলল, যা হবার তো হয়ে গেছে দোস্ত এখন থেকে এ বিষয়ে আমি আর লিখব না। ঐ সাংবাদিক বন্ধু আর আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লেখেননি। এজন্য ঢাকা থেকে ঐ পত্রিকার সম্পাদক তার উপর অনেক চাপ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি স্যারের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। তবে তিনি একান্তে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন যে, 'তোমাদেরকে ধরার পিছনে বেশী কাজ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক সহকারী রেজিস্ট্রার (কুমিল্লা)। যে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বিল্ডিং থেকে বহিস্কৃত। দ্বিতীয় জন হ'ল 'আন্দোলন' থেকে বহিষ্কৃত সাবেক এক নেতা (বগুড়া)। তিনি বলেন, ওরা আমার কাছে এসেছিল এবং নানা লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে স্যারের বিরুদ্ধে লিখতে প্ররোচনা দিয়েছিল। কিন্তু আমি তাদের কোন কথায় কান দেইনি।

কুচক্রীরা কয়েক সপ্তাহ ধরে ঢাকায় বিভিন্ন সাংবাদিক, গোয়েন্দা সংস্থা, এমপি-মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ে কাগজপত্র সরবরাহ করেছে। একথা অবশ্য দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার তৎকালীন বার্তা সম্পাদক ছাহেবও বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আপনারা তো অনেক দেরী করে ফেলেছেন। আপনাদের বিরোধী পক্ষ খুব অগ্রসর। প্রশাসনের বিভিন্ন পদস্থ কর্মকর্তাও সংগঠন থেকে বহিস্কৃত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে আমাদের নিষেধ করেন। ঐ সময় বিশেষ কাজে আমি ও অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা)-এর ছেলে আব্দুল কাইয়ূম ঢাকার উত্তরায় তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিসে গেলে সেখানে নষ্টের মূল ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন স্যারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে সে বলে, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। টিভিতে প্রচারিত হ'লে আমার মেয়ের মাধ্যমেই গালিব ছাহেবের গ্রেফতারের খবরটি প্রথম পাই। জঙ্গীবাদের সাথে তার সম্পর্কের কথা আমার জানা নেই'। অথচ এই ব্যক্তিই আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারের অব্যবহিত পরেই জার্মান বেতারের (ডয়েস-এ ভেল) বগুড়া সংবাদদাতা হাসীবুর রহমান বিলুর সাথে সাক্ষাৎকারে তাঁকে জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত প্রমাণে নানা মিথ্যা প্রলাপ বকেছেন। অবশেষে আমি ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম ভাই সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত ডকুমেন্ট উপস্থাপনের পর তাদের হুঁশ ফিরে এবং তারা দুঃখ প্রকাশ করেন।

রাজশাহীতে বৃথা চেষ্টায় সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। আমরা বুঝলাম, বিষয়টি খুব সহজ নয়। কথিত ইসলামী মূল্যবোধের (?) সরকারের শুধু আমাদের তাবলীগী ইজতেমা ভণ্ডুল করাই উদ্দেশ্য নয়, বরং এদের পরিকল্পনা ও নীলনকশা বহু দূর বিস্তৃত। অতএব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মুযাফফর বিন মুহসিন, মুফাক্ষার হোসাইন সহ কয়েকজন আমরা আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইনের বাসায় একদিন সকালে যরূরী বৈঠকে বসলাম। বললাম, এখানে থেকে আর লাভ নেই। আমাদেরকে ঢাকা যেতে হবে। ঢাকাতে বিভিন্ন

স্থানে যোগাযোগ ও হাইকোর্টে আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে কিছু করা যায় কি-না দেখা উচিত। অতঃপর সম্পাদক ছাহেব ও আমি ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় গেলাম। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ড. মুছলেহুদ্দীন ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করলাম কি করা যায়? আমরা প্রথমে সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ডের তৎকালীন সেক্রেটারী জনাব মোখলেছুর রহমান এবং মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান ছাহেবের সাথে দেখা করলাম। তারা অনেক ভাল পরামর্শ ও সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ ড. গালিব ছাহেবকে জেলে রেখে ভাল করেছেন। এ মুহূর্তে বাইরে থাকলে হয়ত এর চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হ'তে পারত। একথা অবশ্য তিনি ছাড়াও অনেক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ বলেছিলেন। সকলেরই বক্তব্য, একটু ধৈর্য ধরুন। এ জঘন্য কাজ কারা করেছে, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। তাঁরা সেদিন ক্ষমতাসীন বৃহৎ ইসলামী দলটির দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

পরদিন গেলাম হাইকোর্টে। সেখানে মাওলানা হাফীযুর রহমান ভাইয়ের নেতৃত্বে সকলের আগাম যামিন নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছিল। মুছলেহুদ্দীন ভাইদের সাথে দেখা ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হ'ল। ঐদিন সম্পাদক ছাহেব এবং আমি মুছলেহুদ্দীন ভাইকে বললাম, ভাই এখানে দেখছি সকলে নিজেদের অগ্রীম যামিন করা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু আমীরে জামা'আতের জন্য কি করা হচ্ছে? এতে যেন কেউ কেউ নাখোশ হ'লেন। তার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত আমীর মুছলেহুদ্দীন ভাইকে পরামর্শ দেওয়া হ'ল এ মুহূর্তে আপনি একটি যরূরী 'আমেলা' বৈঠক ডাকুন এবং পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণ করুন। 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলনে'র কর্মীগণ এখন দিশাহীন এবং অভিভাবকহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। এ আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে এভাবে পালিয়ে থাকলে চলবে না। পরিকল্পিতভাবে একটা কিছু করা এ মুহূর্তে অতীব যরূরী। তিনি তাই-ই করলেন। আমরা দু'জনে সেদিন মুছলেহুদ্দীন ভাইয়ের মুহাম্মাদপুরের বাসায় অনুষ্ঠিত সেই যরূরী বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। ডঃ মুছলেহুদ্দীন ভাইয়ের সভাপতিত্বে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, জনাব গোলাম মুক্তাদির, মাওলানা হাফীযুর রহমান, এস.এম. আব্দুল লতীফ, জনাব বাহারুল ইসলাম, মাওলানা গোলাম আযম প্রমুখ। এখানে বেশ কিছু ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেয়া হ'ল।

পরদিন আবার হাইকোর্টে গেলাম। সেখানকার পরিবেশ ছিল গোয়েন্দাদের কঠোর নযরদারীতে। তবুও আমরা ভয় না করে আমাদের বন্ধু-বান্ধব ছোট-বড় ১৫/২০ জন উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বড় মাপের কোন এ্যাডভোকেট এ মামলা নিতে চাচ্ছেন না। তারা বলছেন, এখন না, পরে। কেউবা স্যারের নাম শুনেই আঁৎকে উঠছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছোট ভাই এ্যাডভোকেট লিটনকে (কুমিল্লা) নিয়ে রাতে প্রথমে ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল-মামূনের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, এখন না। কয়েক মাস পরে আসেন। অবশ্য শেষে যামিনের ব্যবস্থা তাঁর মাধ্যমেই হয়েছিল। পরে জানতে পারলাম মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোর্ট-কাচারীতে অভিজ্ঞ আমেলা সদস্য মাওলানা হাফীযুর রহমান ভাইকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর কেসগুলো ড. রফীকুল ইসলাম মেহদীর তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়েছে।

গাইবান্ধার পরিস্থিতি এমন জটিল যে, কেউ সেখানে যেতে সাহস করছেন না। এ্যাডভোকেটগণও বার বার নিষেধ করছেন যেতে। গেলেই গ্রেফতার হবে এটাই তাদের ধারণা। কিন্তু আমীরে জামা'আতকে নিয়ে যাবে আর আমরা যাব না, তা হয় না। আর মামলাইবা দেখবে কে? অতঃপর আমি, স্যারের ২য় পুত্র নাজীব ও অফিস সহকারী আনোয়ার ভাই চললাম গাইবান্ধার পথে। এখানকার এ্যাডভোকেট ছিল আমারই বন্ধু এ্যাডভোকেট জামীল এবং গাইবান্ধা বারের খ্যাতনামা আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম বাবু। আমাদের যাওয়ার কথা শুনে ওঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। জামীল ফোনে বলল, দোস্ত তোমরা এখন এসো না? কারণ এখানকার পরিবেশ খুবই খারাব। এখন আমরাও তোমাদের এ কেস নিয়ে কঠিন চাপে আছি। একদিকে আইনজীবীদের চাপ, অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের চাপ। ভয় হচ্ছে আমরাও গ্রেফতার হয়ে যাই কি-না। আর তুমি এলে তো নির্ঘাত গ্রেফতার হবে। বললাম, আমাদের নেতা গ্রেফতার হয়েছেন, এখন আমরা যদি গ্রেফতার হই, তাতে ক্ষতি কি? ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আমাদের জন্যই যেন ওদের বেশী চিন্তা। এটাই স্বাভাবিক, সে হয়ত ভাবছে যে, আমাদের সামনে থেকে তাদের বন্ধুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে?

তিনজন বাস থেকে গাইবান্ধা কোর্টের সামনে নামলাম অনেকটা গ্রেফতার আতংক মাথায় নিয়ে। নামার সাথে সাথে দেখি, আমাদেরকে সাদা পোষাকের লোকজন ঘিরে ফেলেছে। ভাবলাম, কি করা যায়? আল্লাহ্‌র উপর ভরসা আর বুকভরা সাহস নিয়ে কোর্টে প্রবেশ করলাম। প্রথমে আমাদেরকে চেক করা হ'ল। নাম-ঠিকানা জানতে চাইলে সব বললাম। গোয়েন্দার সংখ্যা যেন বেড়েই চলেছে। আমরা সোজা আইনজীবী ভবনে ঢুকলাম। আমাদের দেখে বন্ধুবর এ্যাডভোকেট জামীলের চক্ষু ছনাবড়া। সে বলল, এসেছো? তোমরা কিভাবে এখানে এলে? বেশ তোমরা আমাদের এই চেম্বারে বসে থাক। এখান থেকে একটুও বের হবে না। কিন্তু আমরা নাছোড়বান্দা। স্যারের সাথে দেখা করবই। এখানে বসে থাকলে দেখা হবে কি করে? এক সময় তার অনুপস্থিতিতে বেরিয়ে পড়লাম কোর্টের দিকে, যেখানে স্যারকে হাযির করা হবে।

বের হওয়ার সাথে সাথে সাদা পোষাকের (গোয়েন্দা পুলিশের) লোক আমাদেরকে আবার ঘিরে ফেলল। আমরা কি করব, ভেবে পাই না। ভাবলাম, আমরা কি চোর-ডাকাত, না সন্ত্রাসী? এত ভয় কিসের? সরকারী এই লোকগুলোর মাথায় এতটুকু কি বুদ্ধি-বিবেক নেই যে, প্রকৃত জে.এম.বি সদস্যরা এখানে এইভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না। নিষিদ্ধ ঘোষিত ঐ দলের সদস্যরা এখন আত্মরক্ষার জন্য নদীর চর

ও বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে কুল পাচ্ছে না। অথচ আমাদের মত নির্দোষ, সহজ-সরল মানুষগুলোর পিছনে এরা আঠার মত লেগে আছে? কি নির্বুদ্ধিতা আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনের! ইতিমধ্যে সাংবাদিকরাও আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে। তারা নানা প্রশ্ন করল। আমরা উত্তর দিলাম। এরপর স্যারের সাথে কোর্টে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ হ'ল। তাঁর অদম্য সাহস ও মিষ্টি হাসি আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাল। এ সময় আদালতের মধ্যে হাফীযুর রহমান ভাইও ছিলেন।

যদিও আমাদের মনের গভীরে ক্ষতের চিহ্ন এবং অশ্রুসিক্ত দু'নয়ন। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ প্রফেসরকে এভাবে সন্ত্রাসী বানিয়ে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে যেলায় যেলায় যেভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং বিশ্ব মিডিয়াকে দেখানো হচ্ছে, তা এ যুগের কোন সভ্য সরকার করতে পারে না। আমরা যারপর নাই হতবাক ও বিস্মিত হ'লাম। এবার এ্যাডভোকেটদের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ শেষে ফেরার পালা। তারা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, তোমাদের এত সাহস? তোমরাই পারবে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে। সেদিন যেন গ্রেফতারের হাত থেকে স্বয়ং আল্লাহই আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সুস্থ হালেই ফিরে আসলাম রাজশাহীতে।

এ সময় হাফীযুর রহমান ভাই মূল ভূমিকা পালন করতেন। তাঁর এই আইনী তৎপরতা মূল কুচক্রীর নযরে পড়ে যায়। ফলে তাদেরই ষড়যন্ত্রে জয়পুরহাটের পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতারের জন্য 'হুলিয়া' জারী করা হয়। 'আন্দোলন'-এর ঢাকা অফিসে থাকা অবস্থায় পত্রিকায় 'হুলিয়া'-র খবর পাঠ করে ২০০৫ সালের ১২ই নভেম্বর শনিবার বিকালে তিনি সেখানেই হার্টফেল করে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লাহি...)*। এরপর যতবার মামলার তারিখ হয়েছে, প্রায় সব বারই আমরা আদালতে গিয়েছি। সঙ্গে থাকতেন গাইবান্ধা যেলা 'আন্দোলন' ও অনেক সময় বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দ।

গাইবান্ধার কিছু স্মরণীয় ঘটনা :

(১) কোর্ট হাজত থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় স্যারের হাতে কখনো কখনো হাতকড়া পরা দেখলে আমরা খুবই কষ্ট পেতাম। আমাদের এ মনোভাব বুঝতে পেরে এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম বাবু একদিন বললেন, আমি অনেক কমিউনিষ্ট, সেক্যুলার ও ইসলামী দল দেখেছি। কিন্তু আপনাদের সাহস দেখে আমি মুগ্ধ। রাজশাহী, ঢাকা সহ বিভিন্ন শহরে এমনকি এই গাইবান্ধাতেও স্যারের মুক্তির দাবীতে বড় বড় মিছিল-মিটিং হয়েছে। যেটা এই পরিবেশে অন্য দলের সাহসে কুলাতো না।

একটি গল্প শুনুন! হাতে-পায়ে হ্যাণ্ডকাপ-ডাণ্ডাবেড়ী পরা কোন ব্যাপার নয়। যারা দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে, এসব দৃশ্য মানুষের মনে কঠিনভাবে আঘাত করবে। তাতে লাভই হয়। তিনি বলেন, একবার পুলিশ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরুকে জেলে ঢুকায়। তাকে মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। কারাগার থেকে পুলিশ আদালতে নিয়ে আসবে। কিন্তু পুলিশ তাঁকে হাতে কোন হ্যাণ্ডকাপ বা পায়ে বেড়ী না পরিয়ে গাড়িতে উঠতে বলে। তখন তিনি যিদ ধরলেন, 'আমাকে হ্যাণ্ডকাপ না পরালে গাড়িতে উঠব না। অবশেষে পুলিশ নেহেরুকে হ্যাণ্ডকাপ পরাতে বাধ্য হয়। তখন সাংবাদিকরা সে ছবি উঠায় এবং পরদিন হ্যাণ্ডকাপ পরিহিত সচিত্র প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফল হ'ল এই যে, জনগণ এ দৃশ্য দেখার পর বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সারা ভারত কাঁপিয়ে তুলে। কিছুদিন পরে তাঁকে বৃটিশ শাসক ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়'। এ্যাডভোকেট ছাহেব বললেন, এদেশে এখন ডঃ গালিব হ'লেন 'হিরো' (Hero)। পত্রিকায় দেখলাম, ঢাকায় তাঁর মুক্তির দাবীতে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ মিছিল হয়েছে। ঢাকার 'মুক্তাঙ্গনে' বিশাল জনসভা হয়েছে। অতএব অন্যসব ছোটখাট বিষয়ের দিকে নযর দিবেন না।

(২) গোবিন্দগঞ্জ থানার মহিমাগঞ্জ ব্র্যাক অফিসে বোমা হামলা মামলায় হাযিরা দিতে স্যার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারপতি হঠাৎ পিপি-কে উদ্দেশ্য করে ঝাঁঝালো কণ্ঠে স্যারের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, দেখছেন না উনি দাঁড়িয়ে আছেন? সাথে সাথেই পিপি একটা চেয়ার নিয়ে সসম্মানে স্যারকে বসতে বললেন। বস্তুতঃ এরূপ ঘটনা একেবারেই বিরল। বিশেষ করে সে সময়কার চাঞ্চল্যকর অবস্থায়। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নেককার বান্দাদের সম্মানিত করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, ২৬/০৭/০৫ তারিখে উক্ত মামলা থেকে এফআরটি-র মাধ্যমে স্যার বেকসুর খালাস পান। অর্থাৎ প্রাথমিক পুলিশী তদন্তেই মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

এরূপ ঘটনা আমার দেখা মতে স্যারের মুক্তির পর ২০০২ সালের এক পুরানো মামলায় আরও দু'বার ঘটেছে ঢাকা যেলা জজ আদালতে। যেখানে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেটদ্বয়ের আবেদনক্রমে স্যারকে উকিলদের পাশে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়। উক্ত মামলায়ও স্যার বেকসুর খালাস পান। সেদিন বাদীর এ্যাডভোকেট আদালতকে উদ্দেশ্য করে স্যারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, He is not only respected in our country, but throughout the world. উক্ত এ্যাডভোকেট বর্তমানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার।

(৩) পলাশবাড়ী থানার তোকিয়ার বাজার গানের প্যাণ্ডেলে বোমা হামলার বিচার চলছে। স্যারের আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম বাবু জোরালো ভাষায় যুক্তি পেশ করছেন। এক পর্যায়ে তিনি আদালতকে উদ্দেশ্য করে বললেন, Dr. Ghalib is a renowned professor of the University of Rajshahi. He is a man of intellect and a femous social worker. The Government is envious to His good name and fame. So, we claim that this criminal case against him is totally baseless and bogus. তার এই জোরালো কথাগুলি সমস্ত আদালতকে কাঁপিয়ে দেয়। বিজ্ঞ বিচারপতির

চেহারায় সন্তুষ্টি ভাব ফুটে উঠে। জবাবে সরকারী কৌঁসুলী তেমন কিছুই বলতে পারলেন না। সাক্ষীরাও কিছু বলেনি। মামলার রায় কি হবে তা আমরা সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম। অতঃপর উক্ত মামলা থেকে ২৬/০৬/০৮ তারিখে স্যার বেকসুর খালাস পান।

(৪) পুরাতন কারাগার থেকে স্যারকে আদালতে নিয়ে আসছেন বিশেষ পুলিশ এসকর্ট। ড্রাইভারের পাশেই স্যার বসেছেন। সঙ্গে উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ অফিসার। চৌকস অফিসারটি স্যারকে বললেন, স্যার আমরা সবই জানি। কিন্তু কিছুই করার নেই। তবে আপনাকে সম্মান করার সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করে যাব। তিনি আরও অনেক কথা বললেন। আদালতে সাক্ষাতের পর স্যার আমাদেরকে সে কথা শুনালেন।

(৫) ২০০৬ সালের গোড়ার দিকে বিশেষ ট্রাইবুনালে মামলার হাযিরা শেষে স্যারকে নিয়ে যাবে জেলখানায়। প্রতি তারিখের দিনের ন্যায় এদিনও অসংখ্য গুণগ্রাহী ও কর্মীবৃন্দের আগমন। বোনারপাড়ার প্রবীণ মাস্টার এমদাদুল হক, রংপুর যেলা সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদ ও রংপুর পীরগাছার বিডিআর (অবঃ) আব্দুস সাত্তার ছাহেবের এবং আরও কয়েকজন মুরব্বীর হাউমাউ করে কান্না দেখে আমরা নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারিনি। স্যার সকলকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

কিছু পরে স্যারকে পুলিশের গাড়িতে বিদায় দিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম ভাইয়ের অপেক্ষায়। ততক্ষণে একটি পুলিশের ভ্যান ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এক পুলিশ অফিসার সামনে থেকে নেমে এসেই আমাকে বলল, আপনি গাড়িতে উঠেন। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, এসপি স্যার আপনাকে ডেকেছেন। বললাম, কেন? তিনি বললেন, জানি না। তবে ওখানে আপনাদের আরও কিছু লোক আছেন। ভাবলাম, আজ আমার আর রক্ষা নেই। পৌঁছে দেখি সেখানে আব্দুর রহীম ভাই, ছহীমুদ্দীন গামা ভাই দু'জনে দাঁড়িয়ে। আমি বুঝতে পেরেও না বুঝার ভান করে সহজভাবে বললাম, কি ব্যাপার আব্দুর রহীম ভাই, আপনারা এখানে কেন? তারা চুপ। অতঃপর আমাদের উপরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ওনাদের বারান্দায় বসিয়ে রেখে আমাকে এসপির অফিসে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সালাম দিলাম। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ।

অতঃপর বললেন, আপনার পরিচয় দিন এবং আপনি গাইবান্ধায় কেন এসেছেন? বললাম, ড. গালিব স্যারের মামলা পরিচালনার জন্য। তিনি আমার ব্যাগ খুলতে বললেন। তার মধ্যে মেয়র মিনুর প্রত্যয়ন পত্র এবং স্যারের লেখা অনেক বই-পুস্তক ছিল। তিনি বললেন, আপনাদের সাহস তো কম নয়? এ অবস্থায় এসব বই-পুস্তক নিয়ে এখানে এসেছেন? বললাম, এখান থেকে আমাকে ঢাকায় যেতে হবে। তাছাড়া এগুলো প্রয়োজনে নেয়া হয়েছে। এগুলো তো নিষিদ্ধ বই নয়। তিনি কিছুটা বিরক্তভাবে বললেন, এই কে আছ, উনাকে নিয়ে যাও। আমাকে গোয়েন্দাদের খাস কামরায় বসিয়ে রাখা হ'ল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

আমাকে ও আব্দুর রহীম ভাইকে এসপির কক্ষে আবার ডাকা হ'ল। নানান প্রশ্ন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন হ'ল রেযাউল করীম ছাহেবকে চিনেন কি? আমরা বললাম, চিনি। আব্দুর রহীম ভাই তার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে এসপি ছাহেব বললেন, না তার সম্পর্কে আমি কিছু শুনতে চাচ্ছি না এবং বলারও দরকার নেই। এরপর আমাদের কথা ও তথ্য সমূহ উপস্থাপন করলাম। আমরা সেদিন ভেঙ্গে পড়িনি, সাহস হারাইনি, আল্লাহর উপর ভরসা ছিল যে, আমরা তো কোন অপরাধ করিনি। এসপি ছাহেব তখন রাজশাহী ডিআইজির কাছে ফোন করলেন এবং কি যেন বললেন। তারপর আমাদেরকে বন্ডে সই নিয়ে ছেড়ে দিলেন। *আলহামদুলিল্লাহ*। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সাংবাদিকরা এসে নিউজ ও ছবি নিয়ে গেল। পরদিন পত্রিকাতে খবর বের হ'ল আমি, আব্দুর রহীম ভাই ও গামা ভাই গ্রেফতার হয়েছি। বাড়ি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ফোন আর ফোন। চারিদিকে যেন চাপা কান্না। কিন্তু তখন তো আমরা মুক্ত। আসলে সেদিন পুলিশের নিকটে তথ্য ছিল যে, কোর্টে ঐদিন জে.এম.বি-রা আত্মঘাতি হামলা করতে পারে। যার ফলে আমাদেরকে এইরূপ হয়রানী করা হ'ল।

মাঝে-মধ্যে ভাবতাম, ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৯৪ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৮৯ সালে 'তাওহীদ ট্রাষ্ট' সমাজকল্যাণ সংস্থা, ১৯৯২ সালে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ও ১৯৯৭ সালে মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রতিষ্ঠাতা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর বহু গ্রন্থের প্রণেতা দিন-রাত নিঃস্বার্থভাবে বিশুদ্ধ ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত যিনি, তাঁরই নামে এত বড় মিথ্যা অপবাদ আল্লাহ কিভাবে সহ্য করবেন? অচিরেই কুচক্রীরা এর ফলাফল পাবে ইনশাআল্লাহ।

তৎকালীন সরকার স্যারের মাধ্যমে পরিচালিত সারা দেশে প্রায় পৌনে আটশ' ইয়াতীমের খাবার বন্ধ করেছে, শত শত মসজিদ-মাদরাসা-ইয়াতীমখানা-ওযূখানা ও দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ বন্ধ করেছে। নিঃস্বার্থ সমাজসেবী কুয়েতী দাতা সংস্থা এহইয়াউত তুরাছকে বন্ধ করে তাদেরকে কালিমালিপ্ত করে এদেশ থেকে বের করে দিয়েছে। নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের কোন বেতন নেই। সকলের সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। চারিদিকে সকল মানুষের কেবল চোখের পানি আর দো'আর মাধ্যমে প্রত্যাশা ছিল আল্লাহ আমাদের ফরিয়াদ কবুল করবেন! সে দিনগুলোতে স্যারের সন্তানদের দিকে চেয়ে দেখতাম, তারা কত অসহায়! পরিবার কত কষ্টে রয়েছে! কিন্তু তারা ছিল অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ও ধৈর্যশীল।

[ক্রমশঃ]

দাখিল পরবর্তী ২ বছর মেয়াদী ছানাবিয়া কোর্সে
ভর্তি চলছে

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পুরুষ ও মহিলা শাখায় দাখিল পরবর্তী দু'বছর মেয়াদী ছানাবিয়া কোর্সে ভর্তি চলছে। উক্ত কোর্সে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ, আরবী-ইংরেজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হবে। আবাসিক/অনাবাসিক আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্নোক্ত তারিখে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষা : ১৯ শে জুন ২০১৫ রোজ শুক্রবার।

ভর্তির শেষ তারিখ : ৩০শে জুন ২০১৫ মঙ্গলবার।

ক্লাস শুরু : ১লা জুলাই ২০১৫ বুধবার।

শর্তাবলী : (১) দাখিল বা সমযোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া (২) মূল কিতাব পড়ার যোগ্যতা ও আরবী গ্রামার সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা।

যোগাযোগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী'র উভয় শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (২ জন)

(২) সহকারী শিক্ষিকা (২ জন)

যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল। ছানাবিয়া ও কুল্লিয়া শ্রেণীতে পড়াতে সক্ষম।

(৩) আবাসিক শিক্ষিকা

যোগ্যতা : বিএ/সমমান। প্রতিষ্ঠান/হোস্টেল পরিচালনায় অভিজ্ঞ প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়স : কমপক্ষে ৩০ বছর।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে স্বহস্তে লিখিত আবেদন, সদ্য তোলা ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১৫ই মে ২০১৫।

বিঃদ্রঃ নির্ধারিত শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাড়াও নির্বাচিতদের ফলাফলের ভিত্তিতে প্যানেল তৈরী হবে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী নেওয়া হবে। পূর্বে আবেদনকারীরা পুনরায় আবেদন করবেন না।

সেক্রেটারী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী

ইহসান ইলাহী যহীর

নূরুল ইসলাম

মূল্য : ৩০/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত ডিভিডি
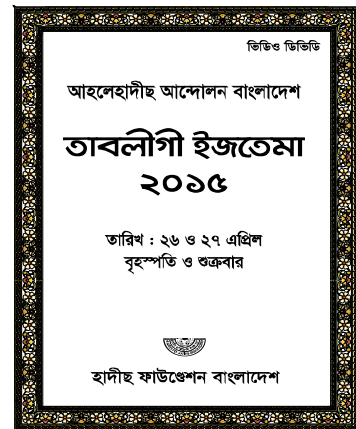
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৯১৫-০১২৩০৭

নেতৃত্বের মোহ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(২য় কিস্তি)

ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষেত্র (مظاهر حب الرئاسة) :

শাসন ক্ষমতা যাহির করার নানাক্ষেত্র রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলো অন্যতম।

১. আল্লাহ্র সার্বভৌম ও সার্বিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা : ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, 'সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার, তাঁর সঙ্গে শরীক করা, নিজেকে তাঁর সমকক্ষ দাবী করা কিংবা তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেকে মা'বূদ আখ্যা দেওয়া সবচেয়ে বড় পাপ। শেষোক্ত দু'টি পাপও মানুষ করেছে। মিশররাজ ফেরাঊন আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেকে মা'বূদ বা উপাস্য বলে দাবী করেছিল। সে বলেছিল, مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ 'হে আমার পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে বলে তো আমি জানি না' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। সে আরো বলেছিল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 'আমিই হচ্ছি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু' *(নাযি'আত ৭৯/২৪)*।

সে মূসা (আঃ)-কে বলেছিল, لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ 'যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ কর তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাকে জেলে ভরব' *(শু'আরা ২৬/২৯)*। তার জাতি এ কথা হাল্কাভাবে নিয়েছিল এবং তার প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিল। ইবলীস শয়তানও চায় যে, মানুষ তার ইবাদত করুক এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার কথা মেনে চলুক; আনুগত্য ও ইবাদত কেবল সেই লাভ করুক, আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য মোটেও না করা হোক। ফেরা'ঊন ও ইবলীসের এহেন প্রবণতা বদমায়েশি ও মূর্খতার চূড়ান্ত পর্যায়ভুক্ত। সকল মানুষ ও জিনের অন্তরে এরূপ দাবীর মানসিকতা কিছু না কিছু বিরাজ করে। বান্দা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও হেদায়াত না পেলে তার পক্ষে ফেরাঊন ও ইবলীসের মত একটা কিছু করে ফেলা অসম্ভব নয়।[১]

২. আমলের মাঝে একনিষ্ঠতার অভাব দেখা দেয়া : রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রার্থীর চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং বরাবরের মতো তা ধরে রাখা। ফলে তার মিত্রতা-শত্রুতা, দেয়া-না দেয়া, ঘৃণা-ভালবাসা সবকিছুই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এমতাবস্থায় তার কোন কাজে ইখলাছ বা সদিচ্ছা থাকে না। ফলে সে ধ্বংসশীলদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে।

৩. ক্ষমতা না পেলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা : ক্ষমতালোভী ব্যক্তি ক্ষমতা না পেলে কাজ না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দানে সে কৃপণতা করে। বরং অনেক সময় সে অপর পক্ষ যাতে ব্যর্থ হয় সে আশায় তাকে এড়িয়ে চলে। ব্যর্থ হ'লে সে তার স্থলে নেতৃত্ব দিতে পারবে সেজন্য।

৪. লোকের দোষ আলোচনা এবং অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করা : ক্ষমতাপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যদের দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করতে খুব ভালবাসে। সে বুঝাতে চায় পূর্ণ যোগ্যতা কেবল তার মধ্যেই আছে। তার সামনে কেউ অন্যের গুণগান করুক- তা সে মোটেও পসন্দ করে না। যে ক্ষমতার প্রেমে মাতোয়ারা হয় তার নিকট থেকে সৎ গুণগুলো বিদায় নেয়।

৫. দ্বীনদারী ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে তার থেকে কেউ শ্রেয় আছে বলে সে মানতে নারাজ : সে অন্যদের যোগ্যতা ও মাহাত্ম্য লুকিয়ে রাখে, তাদের তথ্যাদি জানতে দিতে চায় না- যাতে মানুষ তাদের খোঁজ না পায়। কেননা তারা তাদের কথা জানতে পারলে তাকে ছেড়ে ওদের কাছে চলে যাবে। আবার পারস্পরিক তুলনা করে হয়তো তার মর্যাদা কম গণ্য করতে পারে।

৬. ক্ষমতা হারিয়ে গেলে কিংবা কেড়ে নেওয়া হ'লে আফসোস করা : ক্ষমতাই যার ধ্যান ও জ্ঞান তার হাত থেকে যখন ক্ষমতা অন্যের হাতে চলে যায়, তখন তার মন দুঃখ-বেদনায় কাতরাতে থাকে এবং আফসোস-অনুশোচনায় জ্বলে-পুড়ে যায়।

৭. জনগণের সামনে দাম্ভিকতা প্রকাশ এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা : মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে একটি কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। (তিনি তাঁকে এক এলাকার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন।) আমি দায়িত্ব পালন শেষে মদীনায় ফিরে এলে তিনি বললেন, মিকদাদ, সরকারী দায়িত্ব কেমন অনুভব করলে? আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমার কেবলই মনে হয়েছে, সকল মানুষ আমার অধীনস্ত দাস-দাসী। আল্লাহ্র কসম! আগামীতে আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আর কোন কাজের দায়িত্ব নেব না'।[২]

ইবনু হিব্বান বলেন, 'সুলতান বা ক্ষমতাধরদের নিকট যাদের আনাগোনা ও ওঠাবসার সুযোগ ঘটে তাদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল ক্ষমতাসীনের গালিকে গালি মনে না করা, তার কড়া কথা ও ব্যবহারকে কড়া মনে না করা এবং তার অধিকার প্রদানে গড়িমসি করাকে অপরাধ মনে না করা। কেননা তার কথা ও কাজের কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির মাঝেই ইয্যত প্রাপ্তির সুযোগ মিলবে'।[৩]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, কোন লোক ক্ষমতা লাভ করলে তার অনেক সঙ্গী-সাথী ক্ষমতা লাভের আগে সে তাদের সাথে যেমন আচরণ করত, ক্ষমতা লাভের পরেও

** কামিল, এমএ, বিএড; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৪/৩২৩ পৃঃ।

২. মুস্তাদরাকে হাকিম ৩/৩৪৯, হাকিম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৩. রাওযাতুল উকালা ওয়া নুযহাতুল ফুযালা, পৃঃ ২৬৭।

তার থেকে তেমন আচরণ প্রত্যাশা করে। কিন্তু তা না পাওয়ার দরুন তাদের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক টুটে যায়। এটা ঐ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রত্যাশী সঙ্গীর অজ্ঞতা। সে যেন একজন মাতাল সঙ্গী থেকে তার স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থার সময়কালীন আচরণ কামনা করছে। এটা তো কখনো হবার নয়। কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মাদকের মতই এক প্রকার নেশা, এমনকি তার থেকেও মারাত্মক। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি নেশাকর না হ'ত তবে এই ক্ষমতার পূজারীরা কখনই চিরস্থায়ী পরকালের বদলে তা গ্রহণ করত না। সুতরাং তার নেশা চা-কফির নেশা থেকেও অনেক অনেক বেশী। আর চরম নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ-সবল মানুষের আচরণ লাভ অসম্ভব।[৪] তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মহান ব্যক্তিত্ব মূসা (আঃ)-কে মিশরের কিবতী (কপটিক) সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা ফেরা'উনের সাথে বিনয়-নম্র ভাষায় সম্ভাষণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى 'তোমরা দু'জন তাকে নরম ভাষায় বুঝাও। হ'তে পারে সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে' *(ত্বা-হা ২০/৪৪)*। সুতরাং রাষ্ট্রনায়ক বা ক্ষমতাসীনদের সাথে বিনম্র বচনে কথা বলা শরী'আত, বিবেক, প্রথা ইত্যাদি সবকিছুরই দাবী। কিন্তু অনেক সময় লোকে তা করে উঠতে পারে না বলে সমস্যা সৃষ্টি হয়'।[৫]

৮. অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনে আল্লাহ্‌র সাহায্য না পাওয়া : ইবনু রজব বলেছেন, রাষ্ট্রক্ষমতালিপ্সু খুব কম লোকই এমন মেলে যার কাজে-কর্মে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য মেলে। বরং তাকে তার নিজের যিম্মায় সোপর্দ করা হয়। যেমনটা নবী করীম (ছাঃ) আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، 'হে আব্দুর রহমান! তুমি ইমারত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চেয়ো না। কেননা চাওয়ার দরুন তোমাকে যদি তা দেওয়া হয়, তবে তোমাকে তার নিকট সোপর্দ করা হবে; আর যদি না চাইতে তোমার তা মেলে তাহ'লে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[৬]

ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাওহিব ছিলেন একজন নেক্কার ও সুবিচারক। তিনি প্রায়শ বলতেন, যে সম্পদ ও সম্মান ভালবাসে, কিন্তু সেজন্য মুছীবতে পড়ার ভয় করে সে তাতে সুবিচার বজায় রাখতে পারে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ 'অচিরেই তোমরা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব লাভের জন্য অবশ্যই পাগলপারা হয়ে উঠবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তা আফসোসের কারণ হবে। তার সূচনা তো কত ভাল, কিন্তু তার পরিণতিটা কত মন্দ'![৭]

৯. কাফির-মুশরিকদের সাথে সখ্যতা : কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলিম রাজা-বাদশাহদের সখ্যতা ঐতিহাসিকভাবেই সুবিদিত। স্পেনের বাদশাহগণ এমনটা করে তাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করেছিলেন। বর্তমান যুগে অমুসলিম নাস্তিক মূর্তিপূজকদের সঙ্গে সখ্যতা ও তাদের আদর্শ গ্রহণে প্রতিযোগিতা চলছে। তাদের কোন সংস্থার পদ লাভ, তাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডিগ্রী কিংবা তাদের কোন আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের আশায় তারা নিজেদের স্বকীয়তা বিকিয়ে দেয়।

১০. সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণে অনীহা এবং বিদ'আত ও বাতিল মত অবলম্বন : কবি আবুল আতাহিয়া বলেছেন,

أخي من عشق الرئاسة خفت أن *يطغى ويحدث بدعة وضلالة

'ভাইয়া আমার, যে কি-না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রেমে দিওয়ানা তার সম্পর্কে আমার ভয় হয় সে আল্লাহ্‌র দেয়া সীমালংঘন করবে অথবা বিদ'আত ও বাতিল পথ অবলম্বন করবে'। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও জীবিকা দ্বীন গ্রহণের অন্যতম বাধা। আমরা ও আরো অনেকে শাসকদের পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। তাদের সামনে যখন তাদের মতাদর্শ ভ্রান্ত বলে ধরা পড়েছে, তখন তারা বলেছে আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহ'লে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান বলে গণ্য হব, আমাদের মান-মর্যাদা বলে কিছুই থাকবে না। অথচ দেখ, আমাদের জাতির ধন-সম্পদ, পদ-পদবী সব কিছুর উপর আমরা কর্তৃত্ব করছি, তাদের মাঝে আমাদের মর্যাদা কত উঁচুতে। ফেরাউন ও তার দলবলের মূসা (আঃ)-এর অনুসরণে এছাড়া আর কোন বাধা ছিল কি'?[৮]

তিনি আরো বলেছেন, মানবকুলে কিছু লোক সব সময়ই বাতিলকে গ্রহণ করে। কিছু লোক তা গ্রহণ করে অজ্ঞতা এবং ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সুধারণা হেতু তার অন্ধঅনুসরণ বশত। আবার কেউ বাতিলকে বাতিল জেনেও অহঙ্কার ও বাড়াবাড়ি বশত তা অবলম্বন করে। কেউবা আবার জীবিকা, পদ কিংবা ক্ষমতার লোভে পড়ে বাতিলকে আঁকড়ে ধরে। কেউবা হিংসা ও বিদ্বেষবশত তা অবলম্বন করে। অনেকে আবার প্রেম-ভালবাসায় মজে গিয়ে তা গ্রহণ করে। কেউবা আবার ভয়ে এবং কেউবা আরাম-আয়েশে বিভোর হয়ে বাতিলকে বেছে নেয়। সুতরাং কুফর অবলম্বনের কারণ শুধুই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও জীবন-জীবিকার প্রতি ভালবাসা নয়'।[৯]

১১. রাজা-বাদশাহদের প্রিয়পাত্র হওয়া এবং তাদের সাথে ওঠাবসা করা : ইবনু রজব বলেছেন, যালিম সরকারের নিকট যে বা যারা

---

৪. *এজন্যই সরকারী ক্ষমতা লাভকারীদের বিরোধী শক্তির উপর যুলুমের স্টীম-রোলার চালাতে দেখা যায় এবং সরকারী সম্পদ ও জনগণের জান-মাল তছরুফের তারা কোনই পরোয়া করে না। বিনয়-নম্র আচরণের মাধ্যমে হয়তো তাদের পথে আনা যেতে পারে।-অনুবাদক*

৫. *বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ৩/৬৫২।*

৬. *বুখারী হা/৭১৪৭; মুসলিম হা/১৬৫২।*

৭. *বুখারী হা/৭১৪৮; শারহু হাদীছ মাযেবানে জা'য়েআনে, পৃঃ ২৯।*

৮. *হিদায়াতুল হায়ারা, পৃঃ ২৩।*

৯. *ঐ, পৃঃ ২৩।*

যাতায়াত করে তাদের বেলায় বড় ভয় যা জাগে তা হ'ল, তাদের মিথ্যা কথাকে এরা সত্য বলে সত্যায়ন করবে এবং তাদের যুলুম-অত্যাচারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। হ'তে পারে সে সাহায্য বাধা না দিয়ে নীরব থাকার মাধ্যমে। কেননা যে সম্মান ও ক্ষমতার মোহে ক্ষমতাধরদের দরবারে যাতায়াত করে, স্বভাবতই সে তাদের কোন কিছুতে নিষেধ করতে যাবে না। বরং অধিকাংশ সময় সে তাদের মন্দ কাজ-কর্ম খুব সুন্দর কাজ বলে আখ্যায়িত করে তাদের নৈকট্য লাভের জন্য। যাতে করে তাদের নিকট তার অবস্থান ভাল হয় এবং তার উদ্দেশ্য সাধনে তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, শীঘ্রই আমার পরে কিছু শাসকের আবির্ভাব ঘটবে। যারা তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করবে আর তাদের মিথ্যাকে সত্য গণ্য করবে এবং তাদের যুলুম-নিপীড়নে সাহায্য-সহযোগিতা করবে তারা না আমার দলভুক্ত থাকবে, না আমি তাদের দলভুক্ত থাকব। তারা (কিয়ামতের দিন) হাওযে কাওছারের তীরে অবতরণ করতে পারবে না। আর যারা তাদের সাথে ওঠা-বসা করবে না, তাদের যুলুম-নির্যাতনে সহযোগিতা করবে না এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য গণ্য করবে না তারা আমার দলভুক্ত এবং আমিও তাদের দলভুক্ত। তারা হাওযে কাওছারে অবতরণ করবে'।[১০]

পূর্বসূরিদের অনেকেই এজন্য যারা রাজা-বাদশাহদের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করত তাদেরকে ওদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেই নিষেধ করতেন। এই নিষেধকারীদের মধ্যে রয়েছেন ওমর বিন আব্দুল আযীয, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, আমাদের মতে, যে শাসকদের নিকট যায় এবং তাদের আদেশ-নিষেধ করে সে আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা নয়; বরং যে তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলে সেই আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা।

এর কারণ, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসায় ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। দূর থেকে মনে হয় শাসকদের সে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করবে, মন্দ কাজের জন্য হম্বি তম্বি করবে। কিন্তু যখন কাছে আসে তখন আর এ সবের কোনটাই হয়ে ওঠে না; বরং মন তাদের দিকে ঝুঁকে যায়। কেননা পদ ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা তো মানুষের মনের মাঝে সুপ্ত থাকে। এসব পাবার পথ যখন সে খোলা দেখতে পায় তখন সে শাসকদের আদেশ-নিষেধ না করে বরং তাদের তেল মালিশ ও খয়েরখাঁ গিরি করতে থাকে। এমন করতে গিয়ে এক সময় সে ঐ অন্যায়-অপকর্মকারী যালিম শাসকদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের ভালবাসতে শুরু করে। বিশেষ করে শাসকরা যদি তার সম্মান দেয় এবং মূল্যায়ন করে তখন তো সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ তাঁর পিতার উপস্থিতিতে জনৈক শাসকের স্তুতি করলে তার পিতা তাউস তাকে এজন্য ধমকান।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) আব্বাদ ইবনু আব্বাদকে একটি পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আমীর-উমারার কাছে ঘেঁষা থেকে সাবধান থাকবে। কোন ব্যাপারেই তাদের সাথে মাখামাখি করবে না। তুমি সুপারিশ করলে কাজ হবে। একজন মাযলূম বা নির্যাতিত ব্যক্তি তোমার কথায় রেহাই পাবে কিংবা তুমি কোন যুলুম রোধ করতে সক্ষম- এ জাতীয় কথায় কখনো বিভ্রান্ত হয়ো না। এসবই ইবলীসী ধোঁকা। জ্ঞানপাপীরা এগুলোকে তাদের উন্নতির সিঁড়ি বানায়। তোমার পক্ষে যদি মাসআলা ও ফৎওয়া জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়ে থাকা সম্ভব হয়, তাহ'লে তুমি সেটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর। মুফতী আলেমদের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে যেয়ো না। আমার কথা মত কাজ হোক, আমার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, আমার কথা শোনা হোক- ইত্যাকার বাসনাকে মনে প্রশ্রয় দেওয়া থেকে খুব সাবধান থেকো। এমনটা যাদের ইচ্ছে, তাদের ইচ্ছের ব্যত্যয় ঘটলে তারা আর সুস্থির থাকে না। আর রাষ্ট্রক্ষমতা প্রীতি থেকে তুমি অবশ্যই দূরে থেকো। কেননা সোনা-রূপা থেকেও লোকদের নিকট রাষ্ট্রক্ষমতার মোহ অনেক বেশী প্রিয়। এ এক অদৃশ্যমান দরজা। শিক্ষিত অভিজ্ঞজনদের ছাড়া কেউ তা দেখতে পায় না। সুতরাং অন্তর দিয়ে সত্যকে তালাশ কর এবং নিয়ত বেঁধে কাজ কর। জেনে রাখ মানুষের সামনে অবস্থা এমন ঘনিয়ে আসছে যে, তাতে সে মরণ বরণ করতে চাইবে। সালাম জানিয়ে এখানেই শেষ করছি'।[১১]

ওহাব বিন মুনাব্বিহ বলেছেন, ধন-সম্পদ মজুদ করা এবং শাসকের সাথে উঠা-বসা মানুষের কোন পুণ্য অবশিষ্ট রাখে না। যেমন করে একটা ছাগলের খোয়াড়ে দু'টা ক্ষুধার্ত হিংস্র নেকড়েকে ছেড়ে দিলে তারা একটা ছাগলও আস্ত রাখে না। রাতারাতিই সব সাবাড় করে দেয়।[১২]

আবু হাযেম (রহঃ) বলেছেন, এক সময় আলেমরা শাসকদের থেকে পালিয়ে থাকত, আর তারা তাদের খুঁজে নিত। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আলেমরা শাসকদের দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে আর শাসকরা তাদের দেখা দিতে চায় না।[১৩]

১২. খ্যাতির মোহ :

ইবনু রজব বলেছেন, বিদ্যা ও কর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল/লাভের চেষ্টা একটি অনভিপ্রেত বিষয়। ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি, সাধনা ও দ্বীন-ধার্মিকতা চর্চার মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভের মোহ খুবই গর্হিত বিষয়। অনুরূপভাবে লোকেরা দো'আ, বরকত লাভের আশায় কিংবা হাতে চুমু খাওয়ার উদ্দেশ্যে দলে দলে তার সাক্ষাতপ্রার্থী হবে বলে সেই লক্ষ্যে কাজ করা, কথা-বার্তা বলা এবং কারামত যাহির করাও গর্হিত

---

১০. তিরমিযী হা/২২৫৯, হাদীছ ছহীহ।

১১. শারহু হাদীছ মাযেবানে জা'য়েআনে, পৃঃ ৬৪-৬৮।
১২. জামেউ বায়ানিল ইলম, পৃঃ ২০২।
১৩. ঐ, পৃঃ ১৯৯।

কাজ। কিন্তু খ্যাতির মোহে অন্ধজন এসব গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কাজ করতে ভালবাসে। নিষ্ঠার সাথে এগুলো করে এবং এসবের উপকরণ যোগাতে চেষ্টা করে। এতেই তার যত আনন্দ। এ কারণেই সালাফে ছালেহীন (পূর্বসূরি সৎকর্মশীল বান্দাগণ) খ্যাতিকে ভীষণভাবে অপসন্দ করতেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন আইয়ূব সাখতিয়ানী, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান ছাওরী, আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ আল্লাহওয়ালা আলেম এবং ফুযাইল বিন আইয়ায, দাউদ তাঈ প্রমুখ সাধক ও দরবেশ। তাঁরা খুব করে আত্মনিন্দা করতেন এবং নিজেদের আমল সমূহকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখতেন।[১৪]

১৩. জনতার মুখ থেকে প্রশংসা ও সুখ্যাতি শোনার বাসনা :

ইবনু রজব বলেছেন, ক্ষমতাবান ও প্রতিপত্তিশালীরা মানুষের মুখ থেকে প্রশংসা ও সুখ্যাতি শুনতে ভালবাসে। তারা জনগণের কাছে তা দাবীও করে। যারা তাদের প্রশংসা করে না তাদেরকে তারা নানাভাবে কষ্ট দেয়। অনেক সময় তারা একাজে এতটাই বাড়াবাড়ি করে বসে যে প্রশংসা থেকে নিন্দাই তাদের বেশী পাওনা হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন কোন সময় তারা তাদের দৃষ্টিতে ভাল কাজ করছে বলে যাহির করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের মন্দ অভিপ্রায় কাজ করে। এভাবে মিথ্যাকে সত্যের আবরণে আচ্ছাদিত করতে পেরে তারা উৎফুল্ল হয় এবং লোকদের থেকে প্রশংসা লাভ ও তাদের মাঝে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ার আকাঙ্খা পোষণ করে। এমন লোকদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ বলেন,

لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

‘যেসব লোকেরা তাদের মিথ্যাচারে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি, এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়, তুমি ভাব না যে তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব’ *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*।

এ আয়াত এরূপ বিনাকাজে প্রশংসার জন্য লালায়িতদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ মানবকুল থেকে প্রশংসা তলব করা, প্রশংসা পেয়ে খুশি হওয়া এবং প্রশংসা না করার দরুন শাস্তি দেওয়া কেবলমাত্র লা শরীক আল্লাহ্র জন্যই মানায়। এজন্যই সৎপথপ্রাপ্ত ইমামগণ তাদের কাজ-কর্মের দরুন তাদের প্রশংসা করতে নিষেধ করতেন। মানুষের কোন কল্যাণ করার জন্য তাদের স্বত-স্তুতি করতে দিতেন না; বরং সেজন্য অংশীদার শূন্য এক আল্লাহ্র প্রশংসা করতে তারা বেশী বেশী উদ্বুদ্ধ করতেন। কেননা সকল প্রকার নে'মত ও অনুগ্রহের মালিক তো তিনিই।

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয এ ব্যাপারে খুবই সংযত ছিলেন। একবার তিনি হজ্জে আগত লোকদের পড়ে শোনানোর জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি তাদের উপকার করতে আদেশ দেন এবং তাদের উপর যে যুলুম-নিপীড়ন জারী ছিল তা বন্ধ করতে বলেন। ঐ পত্রে এও ছিল যে, এসব কল্যাণ প্রাপ্তির দরুন তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা কর না। কেননা তিনি যদি আমাকে আমার নিজের হাতে সোপর্দ করতেন তাহ'লে আমি অন্যদের মতই হ'তাম। তাঁর সঙ্গে সেই মহিলার ঘটনা তো সুপ্রসিদ্ধ, যে তার ইয়াতীম মেয়েদের জন্য খলীফার নিকট ভাতা বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছিল। মহিলাটির চারটি মেয়ে ছিল। খলীফা তাদের দু'জনের ভাতা বরাদ্দ করেছিলেন। ঐ মহিলা আল্লাহ্র প্রশংসা করে। কিছুকাল পর তিনি তৃতীয়জনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। এবারও মহিলা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। তার শুকরিয়া প্রকাশের কথা জেনে খলীফা তাকে বলেন, আমরা তাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ করতে পেরেছি। আপনার এভাবে প্রশংসার প্রকৃত হকদারের প্রশংসা করার জন্যেই। এখন আপনি ঐ তিনজনকে বলবেন, তারা যেন চতুর্থজনের প্রতি সহমর্মিতা দেখায়। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রের নির্বাহী পদাধিকারী কেবলই আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়নে নিযুক্ত। তিনি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্যের হুকুমদাতা এবং তাঁর নিষিদ্ধ জিনিসগুলো থেকে নিষেধকারী মাত্র। আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানানোর মাধ্যমে তিনি তাদের কল্যাণকামী। তার বিশেষ চাওয়া-পাওয়া যে, দ্বীন সর্বতোভাবে আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাক এবং ইয্যত-সম্মান সব আল্লাহ্র হোক। তারপরও তার সদাই ভয় হ'ত যে, তিনি আল্লাহ্র হক আদায়ে কতইনা ত্রুটি করে ফেলছেন।[১৫]

১৪. আল্লাহ্র নামে মিথ্যাচার ও মনগড়া কথা বলা :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, যেসব শিক্ষিত লোক পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয় এবং দুনিয়াকে ভালবাসে তারা নিজেদের ফৎওয়া, আদেশ, বার্তা, বিধি-বিধান জারী করতে আল্লাহ তা'আলার নামে নাহক কথা বলে। কেননা মহান প্রভুর বিধি-বিধান বহুক্ষেত্রে মানুষের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী এবং খেয়াল-খুশির অনুসারীদের তো তা মোটেই হয় না। তাদের আশা-উদ্দেশ্য তো সত্যের বিরোধিতা এবং তাকে বাধা না দেওয়া অবধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূরণই হয় না। সুতরাং আলেম ও শাসক যখন ক্ষমতালিপ্সু ও খেয়াল-খুশির অনুসারী হবে, তখন তাদের সে আশা হক বা ন্যায়নীতিকে পদদলিত না করে করায়ত্ব হবে না। বিশেষতঃ যখন সে তার উদ্দেশ্যের পেছনে একটা প্যাঁচঘোচ দাঁড় করাতে পারে, তখন সে ঐ সন্দেহের পথে এগিয়ে যায় এবং খেয়াল-খুশিকে উস্কে দেয়। ফলে যা ছিল সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত তা ঢাকা পড়ে যায়। আর যদি হক এতটাই স্পষ্ট হয় যে, তাতে কোন রকম কোন অস্পষ্টতা ও সন্দেহের অবকাশ নেই তাহ'লে সে তার বিরোধিতা শুরু করে। মুখে সে বলে, সময়কালে তওবা করলেই মুক্তির রাস্তা খুলে যাবে। এদেরই মত লোকদের

---

১৪. শারহু হাদীছ মাযেবানে জায়ে'আনে, পৃঃ ৬৮।

১৫. ঐ, পৃঃ ৪১-৪৩।

উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا 'তাদের পরে এলো তাদের অপদার্থ উত্তরসূরিরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*। তাদের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'অতঃপর তাদের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এমনসব অপদার্থ লোক, যারা কিতাবের (তাওরাতের) উত্তরাধিকারী হয়েছে। যার মাধ্যমে তারা তুচ্ছ পার্থিব উপকরণ হাছিল করে (অর্থাৎ ঘুষ খায়) আর বলে যে, আমাদের ক্ষমা করা হবে (কেননা আমরা নবীদের বংশধর ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র)। এমনি ধরনের পার্থিব উপকরণ যদি তাদের নিকট পুনরায় আসে, তাহ'লে তারা তা নিয়ে নিবে (অর্থাৎ পুনরায় একই পাপ করবে)। তাদের নিকট থেকে কি তাদের কিতাবে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্র নামে সত্য ব্যতীত কিছুই বলবে না? আর সেখানে যা (প্রতিশ্রুতি) লিখিত আছে তাতো তারা পাঠ করেছে। বস্তুতঃ আল্লাহভীরুদের জন্য পরকালের গৃহ উত্তম, তোমরা কি তা বুঝ না'? *(আ'রাফ ৭/১৬৯)*।

আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে অবগত করছেন যে, প্রবৃত্তির পূজারীরা পার্থিব সম্পদ তাদের জন্য হারামের কথা জেনেও কুক্ষিগত করছে। আর বলছে, আমাদেরকে সামনের দিনে মাফ করে দেওয়া হবে। অনুরূপ হারাম সম্পদ হাতে পেলে তারা আবারও তা গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে তারা সব সময়ে চার হাত-পায়ে খাড়া। তারা বলে, আমাদের এ কথাই আল্লাহ্র বিধান, আল্লাহ্র শরী'আত এবং আল্লাহ্র দ্বীন। অথচ তারা খুব ভাল করেই জানে যে, আল্লাহ্র বিধান, শরী'আত ও দ্বীন-এর উল্টোটা। তারা কি জানে না কোনটা আল্লাহ্র হুকুম, শরী'আত ও দ্বীন? ফলত তারা কখনও না জেনে, না বুঝে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা বলে। আবার কখনও বাতিলের কথা জেনে-বুঝে তার নামে মিথ্যা বলে। কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা জানে পরকাল ইহকাল থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রীতি ও পাশবিক লালসা তাদেরকে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে উৎসাহিত করে না। তাদের পন্থা এই যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে, ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য চাইবে। দুনিয়ার নশ্বরতা ও নিকৃষ্টতা নিয়ে ভাববে এবং আখিরাতের সৌভাগ্য ও স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করবে। ঐ দুনিয়াপূজারীরা পাপাচারিতার সাথে সাথে দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতও উদ্ভাবন করে। ফলে তাদের পাশে দু'টো জিনিস জমা হয়। কেননা খেয়াল-খুশির অনুসরণের ফলে মানুষের দিলের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ফলে সে সুন্নাত ও বিদ'আতের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। অথবা উল্টো বুঝে বিদ'আতকে সুন্নাত এবং সুন্নাতকে বিদ'আত বলে। এটাই আলেমদের বিপদ। তারা যখন দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় এবং ক্ষমতাপ্রীতি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তখন তারা উক্ত আচরণই করে। তাই তো আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ-

'আর তুমি তাদেরকে সেই ব্যক্তির কথা শুনিয়ে দাও, যাকে আমরা আমাদের অনেক নিদর্শন (নে'মত) প্রদান করেছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ সুপথ ছেড়ে বিপথে গিয়েছিল)। ফলে শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়'। 'যদি আমরা চাইতাম তাহ'লে উক্ত নিদর্শনাবলী অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে অবশ্যই তার মর্যাদা আরও উন্নত করতে পারতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল ও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসারী হ'ল' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-৭৬)*। এই তো মন্দ আলেমের উদাহরণ যে তার ইলমের উল্টো কাজ করে।[১৬] ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলার নানাবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে নেতৃত্বের লোভ একটি।[১৭]

১৫. মন শক্ত হয়ে যাওয়া, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সঙ্গে মনের সম্পর্ক যুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ্র যিকির থেকে বিরত থাকা :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি লালসার ন্যূনতম ক্ষতি এই যে, তা আল্লাহ্র ভালবাসা ও যিকির থেকে মনকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। আর যার ধন-সম্পদ, ক্ষমতালিপ্সা তাকে আল্লাহ্র যিকির থেকে বিমুখ করে দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত। আর মন যখন আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে পড়ে, তখন শয়তান সেখানে বাসা বাঁধে এবং যেদিকে খুশি তাকে পরিচালিত করে'।[১৮]

১৬. শত্রুতা এবং পারস্পরিক অনৈক্য সৃষ্টি :

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি আগ্রহী ব্যক্তি মানেই প্রতিপক্ষকে অযোগ্য, অথর্ব ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তাকে সে রাজনীতির ময়দান থেকে উৎখাত করতে বা দূরে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা। তখন ব্যর্থতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। এজন্যই আল্লাহ বলেন, وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ 'আপোষে ঝগড়া করো না। তাহ'লে তোমরা হীনবল হবে ও তোমাদের শক্তি উবে যাবে' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

[চলবে]

---

১৬. *আল-ফাওয়াইদ, পৃঃ ১০০।*
১৭. *মাজমূঊ ফাতাওয়া ১৮/৪৬।*
১৮. *উদ্দাতুছ ছাবিরীন, পৃঃ ১৮৬।*

সমাজ সংস্কারে ইমামগণের ভূমিকা

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

আমরা মুসলিম, আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। আর ইসলামই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমাদের দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। সকলের মধ্যেই ধর্মীয় অনুভূতি কমবেশী বিদ্যমান। তারা তাদের জীবন চলার পথে বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম ছাহেবের শরণাপন্ন হয়। সাথে সাথে ইমাম ছাহেবের কথাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে। এক্ষেত্রে ইমাম ছাহেব তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করলে সমাজ সংস্কার করা খুবই সহজসাধ্য হবে। ইমাম ছাহেব প্রতিমাসে ৪/৫টি খুৎবা দিয়ে থাকেন। জুম'আর খুৎবায় তিনি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মানুষকে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। যা সুষ্ঠু সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য নিবন্ধে সমাজ সংস্কারে ইমামগণের ভূমিকা তুলে ধরা হ'ল।-

১. শিরকমুক্ত জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ প্রদান :

একজন ইমাম ও খত্বীব মুছল্লীদেরকে শিরকমুক্ত জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ খুব সহজেই প্রদান করতে পারেন। মুছল্লীবৃন্দ প্রতিনিয়ত ছালাতে মসজিদে আসে এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা বিভিন্ন অজানা বিষয় ইমাম ও খত্বীবদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার চেষ্টা করে। তখন তাদেরকে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা যায়। ইমাম ছাহেব ছালাতান্তে ও খত্বীব ছাহেব জুম'আর খুৎবায় এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরবেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করবেন। কারণ শিরক ভয়াবহ পাপ। যাকে আল্লাহ 'বড় যুলুম' বলেছেন *(লোকমান ৩১/১৩; নিসা ৪/৪৮)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একে বড় পাপ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন (ফুরক্বান ২৫/৬৮)।[১৯]

শিরক এমন একটি অপরাধ, যা তওবা ব্যতীত আল্লাহ ক্ষমা করেন না। অন্যান্য পাপ আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ভালো কাজের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ কোন কাজে বান্দার উপর বেশী খুশী হ'লে তার কোন কোন পাপ নিজ গুণেই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু ব্যতিক্রম হ'ল শিরকের পাপ যা এমনিতেই ক্ষমা হয় না। এর জন্য বিশেষভাবে ক্ষমা চাইতে হয় *(নিসা ৪/১১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ শিরক না করলে আল্লাহ তার গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[২০]

শিরকের ভয়াবহতার আরেকটি দিক হ'ল- শিরক করলে সারাজীবনের কৃত আমল ধ্বংস হয়ে যায় *(যুমার ৬/৬৫; আন'আম ৩৯/৮৮)*। তাছাড়া শিরক করলে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায় *(মায়েদা ৫/৭২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও বলেছেন, শিরক করলে জাহান্নামে যেতে হবে।[২১] সুতরাং মৃত্যুর মুখোমুখি হ'লেও শিরকের সাথে আপোস করা যাবে না। শিরকের বিরুদ্ধে নবী ও রাসূলগণ ছিলেন আপোষহীন। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা পুড়িয়ে দেওয়া হয়'।[২২]

২. বিদ'আতমুক্ত জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ প্রদান :

শিরকের মত আরেকটি জঘন্য পাপের নাম বিদ'আত। বিদ'আত মূলতঃ ইসলামী শরী'আতে নতুন কিছু আবিষ্কারের নাম। যা নেকীর উদ্দেশ্যে মানুষ সম্পাদন করে থাকে। কোন প্রকার বিদ'আত ইসলামে স্বীকৃত নয়। চাই তা ভাল হোক আর মন্দ হোক। সকল প্রকার বিদ'আতই শরী'আতে পরিত্যাজ্য। বিদ'আতমুক্ত জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ইমামগণ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতসহ জুম'আর খুৎবায় আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে মুছল্লীদেরকে সচেতন করে তুলবেন। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদেরকে হুঁশিয়ার করবেন এবং বিদ'আতের কুফল আলোচন করবেন। কেননা বিদ'আত করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ্র বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। বিদ'আত শরী'আতে নবাবিষ্কৃত বিষয়। ইসলামে নতুন কোন জিনিস চালু করার অর্থ হ'ল ইসলাম আগে অপূর্ণ ছিল অত্র কাজ চালুর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। *নাঊযুবিল্লাহ!* অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। নতুন করে এখানে কোন বিধান রচনা বা চালু করার সুযোগ নেই।

মুসলিম ব্যক্তি যে আমলই করুক না কেন তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা বা পদ্ধতিতে না হ'লে তা হবে পরিত্যাজ্য।[২৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুমোদন বিহীন কোন আমল ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। কারণ কোন ব্যক্তি বিদ'আত করলে তার থেকে সমপরিমাণ সুন্নাত বিদায় নেয়। সে সুন্নাত আর কোন দিন তার মাঝে ফিরে আসে না।[২৪]

বিদ'আতের ভয়াবহতার আরেকটি দিক হ'ল বিদ'আতীর তওবা আল্লাহ কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে উক্ত বিদ'আত থেকে ফিরে আসে।[২৫]

বিদ'আতের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হ'ল বিদ'আতকারীর শেষ ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।[২৬] এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক জুম'আর ছালাতের প্রারম্ভে উপস্থিত মুছল্লীদের বিদ'আত থেকে বিরত থাকার বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করতেন।[২৭]

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিদ্যালয়।

১৯. বুখারী হা/৬৮৬১, ৬৬৭৪; মুসলিম হা/২৬৮; মিশকাত হা/৪৯-৫০।
২০. তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬, হাদীছ ছহীহ ।
২১. বুখারী হা/১২৩৮; মুসলিম হা/২৭৯; মিশকাত হা/৩৮।
২২. আহমাদ হা/২২১২৮; আত-তারগীব হা/৫৭০; মিশকাত হা/৬১, সনদ হাসান।
২৩. বুখারী হা/২৬৯৭, ২০; মুসলিম হা/৪৫৮৯-৯০; মিশকাত হা/১৪০।
২৪. দারেমী হা/৯৮; মিশকাত হা/১৮৮, সনদ ছহীহ।
২৫. ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৪, সনদ হাসান।
২৬. নাসাঈ হা/১৫৭৮; ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা/১৭৮৫, সনদ ছহীহ।
২৭. মুসলিম হা/২০৪২; ইবনু মাজাহ হা/৪৫; মিশকাত হা/১৪১।

Contents

৩. প্রকৃত সুন্নাত অনুসরণে উদ্বুদ্ধকরণ :

ইমামগণ ছালাতান্তে বা জুম‘আর খুৎবায় একদিকে বিদ‘আতের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরবেন, অন্যদিকে প্রকৃত সুন্নাতের অনুসরণে উৎসাহ প্রদান করবেন। কেননা ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণের মধ্যেই মুসলিম মিল্লাতের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-কে অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত মুমিন হওয়া যায় না *(নিসা ৪/৬৫)*।[২৮] আর তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।[২৯]

মূলতঃ পৃথিবীর সব কিছুর উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রাধান্য দিতে হবে। নচেৎ পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোন ইবাদত করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যা বাতিল, তা কবুলের তো প্রশ্নই উঠে না *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণেই প্রতিটি ইবাদত সম্পাদন করতে হবে। অন্যথা ইবাদত বাতিল হয়ে যাবে।

৪. বিশুদ্ধ আমল করার প্রতি প্রশিক্ষণ প্রদান :

ইমাম ছাহেব সকলকে বিশুদ্ধ আমল করার তাকীদ দিবেন। সাথে সাথে অশুদ্ধ আমলের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরবেন। পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিশুদ্ধ আমলের বিকল্প নেই। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের শুধু আমল করার কথা বলেননি। বরং বিশুদ্ধ আমল করার কথা বলেছেন। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّــه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه أَحَــدًا ‘যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সে যেন বিশুদ্ধ আমল করে এবং একক প্রভুর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে’ *(ক্বাহফ ১৮/১১০)*। সুতরাং বিশুদ্ধ আমলই একজন মানুষের মূল পুঁজি।

৫. শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা :

ইমাম ও খত্বীবগণ স্বীয় প্রচেষ্টায় শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনে সচেষ্ট হবেন। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহাবস্থানের মর্যাদা মুছল্লীদের মাঝে তুলে ধরবেন। পরস্পরের বিপদে এগিয়ে আসার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করবেন। এ মর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই সে তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। আল্লাহভীতি এখানে- একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেছেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও মান-সম্মান বিনষ্ট করা হারাম’।[৩০]

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি কষ্ট দূর করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার বিপদ সমূহ হ’তে একটি বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন’।[৩১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, ‘তোমরা (মন্দ) ধারণা হ’তে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা। কারো কোন দোষের কথা জানতে চেষ্টা কর না। গোয়েন্দাগিরি কর না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি কর না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ কর না, পরস্পর শত্রুতা কর না এবং একে অন্যের পিছনে লেগ না। বরং পরস্পর এক আল্লাহ্র বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাক। অপর এক বর্ণনায় আছে, ‘পরস্পর লোভ-লালসা কর না’।[৩২]

উপরোক্ত হাদীছগুলোতে নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের তাকীদ দেয়া হয়েছে। সকলকে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বে বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বলা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন।

৬. সবধরনের কুসংস্কার পরিহারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা :

অসংখ্য দৃশ্য, কথা ও কর্মে মানুষের অশুভ ধারণা হয়। যেমন রাস্তায় বের হয়ে নারীদের সাথে দেখা হ’লে উদ্দেশ্য হাছিল হয় না। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় ফিরে গেলে উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। পিছন হ’তে ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না। রাতে ঘরের আবর্জনা ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলা যায় না। রাতে মানুষকে টাকা ধার দেয়া যায় না। রাতে ও সকালে বাকী বিক্রি করা যায় না। রাতে গাছের ফল পাড়া যায় না, রাতে লোহা নিয়ে বের না হ’লে বাচ্চাকে চোরা চুন্নি পাখিতে ধরে নেয়। জময কলা খেলে জময সন্তান হয়। গরুকে লাথি মারা যায় না। জুতা পায়ে দিয়ে শস্য ক্ষেতে বা শস্যের উপর যাওয়া যায় না। ঘরের উপর কাক ডাকলে মেহমান আসে। হাত হ’তে গ্লাস পড়লে মেহমান আসে। ছেলের মাথায় ঝাড়ু লাগানো যায় না, ছেলের মাথায় মায়ের আঁচল লাগানো যায় না। স্বামীর নাম ধরে ডাকা যায় না ইত্যাদি অগণিত কুসংস্কার আমাদের সমাজে চালু আছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা ইমামের দায়িত্ব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُــــونَ ‘মনে রেখ, আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা

---

২৮. *বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/১৭৮; মিশকাত হা/৭।*
২৯. *বুখারী হা/৭২৮০; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৭৬২৬; মিশকাত হা/১৪৩।*
৩০. *মুসলিম হা/৬৭০৬; আবুদাঊদ হা/৪৮৮২; মিশকাত হা/৪৯৫৯।*
৩১. *বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/৬৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৫৮*
৩২. *বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/৬৭০১; মিশকাত হা/৫০২৮।*

বুঝে না' *(আ'রাফ ৭/১৩১)*। তিনি অন্যত্র বলেন, قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ 'জনগণ রাসূলগণকে বলল, আমরা তোমাদের অশুভ কুলক্ষণে মনে করছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের পাথর দ্বারা হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। তখন রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অশুভ কুলক্ষণ তোমাদের সাথে রয়েছে' *(ইয়াসীন ১৮-১৯)*।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম জাতিকে সর্বপ্রকার কুলক্ষণকে পরিহার করতে বলেছেন। হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وفي رواية ولا نَوْءَ ولاَ صَفَرَ ولاَ غُوْلَ 'দ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, পেঁচা পাখির ডাকের মন্দ প্রতিক্রিয়া, পেটে পীড়াদায়ক সাপ, নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত ও ভুত বা দৈত বলে কিছু নেই'।[৩৩]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুলক্ষণ বা অশুভ ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলতঃ শিরক করল। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফফারা কী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ কথা বল যে, 'হে আল্লাহ! তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অশুভ ছাড়া কোন অশুভ নেই এবং তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই'।[৩৪] এভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কার হতে মুছল্লীদের মুক্ত রাখতে ইমামগণ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন।

বিভিন্ন দিবস পালন, বর্ষবরণ ও বিদায়, কবর ও মাযারে নযর-নেওয়ায পেশ, শহীদ মিনার ও স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মৃতব্যক্তির স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতির জন্য মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ, অফিস-আদালত ও শিক্ষা পতিষ্ঠানে ছবি ঝুলানো ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইমামগণ আলোচনা করে মানুষকে সচেতন করতে পারেন। এছাড়া বিবাহে যৌতুক প্রথা, বর-কনেকে গোসল করানো, ক্ষির খাওয়ানো ইত্যাদি কুসংস্কার চালু আছে। এসব উৎখাতে ইমামগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৭. নারীদের নছীহত প্রদান :

(ক) নারীদের পর্দা করার প্রতি গুরুত্বারোপ : যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সরাসরি জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা উল্লেখ করেছেন, বেপর্দা নারী তাদের অন্যতম। মুসলিম নারীদেরকে পর্দার মধ্যে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে নিজ গৃহে অবস্থান করতে বলেছেন। যেমনটি তিনি বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَى 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন কর না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে নবী! তুমি ঈমানদার নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও গলদেশ চাদর দ্বারা ঢেকে রাখে' *(নূর ২৪/৩১)*। এমনিতেই যা প্রকাশ হয়ে পড়ে অথবা যা প্রকাশ করতে বাধ্য তা ব্যতীত পুরো শরীর চাদরাবৃত রাখাই মুসলিম রমণীদের কর্তব্য।

পবিত্র কুরআনের ন্যায় ছহীহ হাদীছে নারীদের পর্দা প্রথার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সাথে সাথে পুরুষকে তাদের থেকে সর্তক থাকতে বলা হয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَاتَّقُوا الدُّنْيَا واتَّقوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. 'তোমরা দুনিয়া এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। কারণ নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই ঘটেছিল'।[৩৫] উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ. 'তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে সাবধান থাক। একজন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! দেবর সম্পর্কে কি বলছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'দেবর মৃত্যু সমতুল্য'।[৩৬]

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে নগ্নতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলে'।[৩৭]

উপরোক্ত হাদীছগুলোতে নারীদের পর্দার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। তাদের পর্দার বিধান মেনে চলার মধ্যেই মানব জাতির কল্যাণ নিহিত। তাদের পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হ'লে নানান সমস্যায় মুসলিম জাতিকে পড়তে হবে সেদিকেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

---

৩৩. বুখারী হা/৫৭১৭; মুসলিম হা/৫৯৩০; মিশকাত হা/৪৫৭৮-৪৫৭৯।
৩৪. আহমাদ হা/৭০৪৫; সিলসিলা ছহীহা হা/১০৬৫, সনদ হাসান।
৩৫. মুসলিম হা/৭১২৪; আহমাদ হা/১১১৮৫; মিশকাত হা/৩০৮৬।
৩৬. বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/৫৮০৩; মিশকাত হা/৩১০২।
৩৭. তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ।

(খ) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী অভিশপ্ত : নারীরা পুরুষের বেশ ধারণ করতে পারে না। কেননা পুরুষের বেশ ধারণ করা মহাপাপ। তারা পুরুষের পোশাক বা কোন পরিধেয় বস্ত্র পরতে পারে না। কেউ পরলে তার প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. 'নবী করীম (ছাঃ) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন এবং নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন'।[৩৮]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ 'রাসূল (ছাঃ) সেই পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন যে মহিলার পোষাক পরিধান করে এবং সে মহিলার প্রতি অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে'।[৩৯]

(গ) বেপর্দা নারী জান্নাতে যাবে না : নারীরা পর্দা রক্ষা না করলে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। কেননা ইসলামে পর্দা নারীর জন্য আবশ্যকীয় বিধান। যা কোন অজুহাতে অবহেলা করার সুযোগ নেই। আর তা লঙ্ঘন করা মহাপাপ। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী রয়েছে যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। (প্রথম শ্রেণী) এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরু পরিচালনা করার লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী) নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সেই সুগন্ধি এত এত দূর হ'তে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'এক মাসের পথের দূরত্ব হ'তে পাওয়া যায়'।[৪০] অত্র হাদীছ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় বেপর্দা নারীরা জান্নাত লাভ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও তারা পাবে না। ফলে তাদের শেষ পরিণতি হবে জ্বলন্ত অগ্নি। যেখানে তারা চিরকাল জ্বলতে থাকবে। এ বিষয়গুলো ইমামগণ স্বীয় মুছল্লী ও জনতার নিকট প্রচার করবেন।

৮. সূদ ও ঘুষ বর্জনে গণসচেতনতা সৃষ্টি : ইসলামে সূদী কারবার বা সূদী অর্থনীতি হারাম। ইমাম ও খত্বীবগণ জনগণের মাঝে সূদের ভয়াবহতা তুলে ধরবেন। এর সামাজিক ক্ষতিকর দিকগুলো বিশ্লেষণ করবেন। সূদের শেষ পরিণতি কি তা ব্যাখ্যা করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার' *(আলে ইমরান ৩/১৩০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. 'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যদি তোমরা মুমিন হও, তবে সূদের মধ্যে যা বকেয়া রয়েছে তা বর্জন কর' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮)*।

সূদ ও ঘুষ কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। মহানবী (ছাঃ) সূদখোরের প্রতি অভিশাপ করেছেন। যেমন জাবির (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সূদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশাপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অভিশাপে তারা সবাই সমান।[৪১]

আবদুল্লাহ ইবনু হানযালাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زِنْيَةً. 'কোন ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সূদ গ্রহণ করলে ছত্রিশ বার যেনা করার চেয়ে কঠিন হবে'।[৪২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. 'সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে মাতাকে বিবাহ করা'।[৪৩] অর্থাৎ মায়ের সাথে যেনা করা।

ঘুষ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيْ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন'।[৪৪] সূদ ও ঘুষ ইসলামী অর্থনীতিতে হারাম। বিধায় সকল মুসলিমকে এরূপ গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যথা পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

শেষকথা : ইমাম হ'লেন সমাজের সর্বোচ্চ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তবে ইমামগণকে সেই ব্যক্তিত্বের পর্যায়ে উন্নীত হ'তে হবে। সমাজে তার মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর সে গুণ হক্বের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। নিজের মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকলে তার দ্বারা সমাজ সংস্কার হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তিনি স্বচ্ছ ব্যক্তি হ'লে তার কথা ও আচরণের প্রভাব সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তার করবে। তখন সমাজ সংস্কার করা সহজ হবে। মুসলিম সমাজ ইমামগণকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। বিধায় তাদের কথা ও কর্মকে মূল্যায়নের চেষ্টা করবে। সুতরাং তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

৩৮. বুখারী হা/৫৮৮৬; মিশকাত হা/৪৪২৮।
৩৯. আবুদাঊদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯, হাদীছ ছহীহ।
৪০. মুসলিম হা/৭৩৭৩; আহমাদ হা/৮৬৫০; মিশকত হা/৩৫২৪।
৪১. মুসলিম হা/৪১৭৭; মিশকাত হা/২৮০৭।
৪২. আহমাদ হা/২২০০৭-২২০০৮; মিশকাত হা/২৮২৫, হাদীছ ছহীহ।
৪৩. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪; মিশকাত হা/২৮২৬, হাদীছ ছহীহ।
৪৪. আবূদাঊদ হা/৩৫৮০; মিশকাত হা/৩৭৫৩, সনদ ছহীহ।

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

*মূল : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ**

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(২য় কিস্তি)

আহলেহাদীছ নামটি কি সঠিক?

প্রশ্ন : আমরা কেন আহলেহাদীছ? আমরা কেন মুসলিম নই? কোন ছাহাবী কি আহলেহাদীছ ছিলেন বা তারা কি নিজেদের নাম আহলেহাদীছ রেখেছিলেন? দলীল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন যে, আমরা কেন আহলেহাদীছ? জাযাকুমুল্লাহ খায়রান (আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন)।

এ প্রশ্নগুলি 'জামা'আতুল মুসলিমীন' তথা ফিরক্বায়ে মাসঊদিয়ার পক্ষ হ'তে করা হয়েছে এবং ছহীহ বুখারীর হাদীছও উপস্থাপন করা হয়েছে যে, জামা'আতুল মুসলিমীন এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধর।

-*উম্মে খালেদ, ক্যান্টনমেন্ট।*

জবাব : 'মুসলিমীন' শব্দটি মুসলিম শব্দের বহুবচন এবং সর্বসম্মতিক্রমে আত্মসমর্পণকারী, আনুগত্যকারী ও বাধ্য ও অনুগত ব্যক্তিদেরকে মুসলিম বলা হয়। মুসলমানদের অনেক নাম ও উপাধি রয়েছে। যেমন মুহাজিরীন, আনছার, ছাহাবা, তাবেঈন ইত্যাদি। একটি ছহীহ হাদীছে এসেছে, فَـادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُـؤْمِنِيْنَ عِبَـادَ اللهِ 'তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত নামে ডাকো। যিনি তোমাদেরকে মুসলিমীন, মুমিনীন এবং ইবাদুল্লাহ (আল্লাহ্র বান্দা) নামে অভিহিত করেছেন'।[৪৫]

এই হাদীছের সনদ ছহীহ। ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাছীর 'আমি শুনেছি' বাক্যটি পরিষ্কারভাবে বলেছেন।

মূসা বিন খালাফ আবু খালাফ কর্তৃক ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, فَادْعُوا الْمُسْلِمِيْنَ بِأَسْمَائِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ عَـــزَّ وَجَلَّ 'তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের নামসমূহ মুসলিমীন, মুমিনীন ও ইবাদুল্লাহ দ্বারা ডাকো। যে নামগুলি আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন'।[৪৬]

এই হাদীছের সনদ হাসান লি-যাতিহি। এতে আবু খালফ মূসা বিন খালাফ নামক একজন রাবী রয়েছেন। যিনি জমহূর মুহাদ্দিছগণের নিকটে বিশ্বস্ত। এজন্য তিনি সত্যবাদী, হাসানুল হাদীছ।

মুসনাদে আহমাদে *(৫/২৪৪, হা/২৩২৯৮)* উক্ত হাদীছের একটি ছহীহ শাহেদ অর্থাৎ সমর্থনমূলক হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনাটি একেবারেই ছহীহ। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, মুসলমানদের 'মুসলিম' ছাড়া আরো নাম রয়েছে। এজন্য 'আমাদের নাম স্রেফ মুসলিম' কতিপয় লোকের এমনটা বলা ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য।

ছহীহ মুসলিমের ভূমিকাতে বিখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর বক্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ 'সুতরাং আহলে সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য করা হ'ত। অতঃপর তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত'।[৪৭]

এ উক্তির বর্ণনাকারীগণ এবং ইমাম মুসলিমের সম্মতিতে তা (ইবনে সিরীনের বক্তব্য) ছহীহ মুসলিমে মওজুদ রয়েছে। ছহীহ মুসলিম হাযার হাযার লক্ষ লক্ষ আলেম পড়েছেন। কিন্তু কেউই উক্ত বক্তব্যের সমালোচনা করেননি যে, মুসলমানদের 'আহলে সুন্নাত' নাম ভুল। প্রতীয়মান হ'ল যে, 'আহলে সুন্নাত' নামটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে।

একটি ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' বা 'সাহায্যপ্রাপ্ত দল' সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলছেন, يعـــني أهـــل الحـــديث অর্থাৎ আহলেহাদীছগণ। তার অর্থ 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ' দ্বারা আহলেহাদীছ উদ্দেশ্য।[৪৮]

ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনী এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, هم أهل الحـــديث 'তারা হ'লেন আহলুল হাদীছ'।[৪৯]

ইমাম কুতায়বা বিন সাঈদ বলেছেন, إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث، ... فإنه على السنة 'যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে আহলেহাদীছদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে দেখ, ... (তখন বুঝবে যে,) সেই ব্যক্তি সুন্নাতের উপরে (আছে)'।[৫০]

ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী বলেছেন, لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَ هُوَ يَبْغَضُ أَهْـــلَ الْحَـــدِيْثِ- 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না'।[৫১]

---

* *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

৪৫. *তিরমিযী, হা/২৮৬৩; ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান ছহীহ গরীব বলেছেন। ইবনু হিব্বান, মাওয়ারিদ, হা/১২২২, ১৫৫০) এবং হাকেম একে ছহীহ বলেছেন (১/১১৭, ১১৮, ২৩৬, ৪২১, ৪২২) এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।*

৪৬. *আহমাদ, ৪/১৩০, হা/১৭৩০২; ৪/২০২, হা/১৭৯৫৩, সনদ হাসান।*

৪৭. *মুসলিম, হা/২৭ অনুচ্ছেদ-৫; দারুস সালাম পাবলিকেশন্সের ক্রমিক নং অনুসারে।*

৪৮. *খত্বীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭; সনদ ছহীহ।*

৪৯. *তিরমিযী হা/২২২৯; 'ফিতান' অধ্যায়, 'পথভ্রষ্ট শাসকদের আলোচনা' অনুচ্ছেদ; আরেযাতুল আহওয়াযী, ৯/৭৪; সনদ ছহীহ।*

৫০. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/১৪৩, পৃঃ ১৩৪; সনদ ছহীহ।*

৫১. *হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪, সনদ ছহীহ।*

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث، فلا أدري من هم. ‘সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি দ্বারা যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) উদ্দেশ্য না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা’?[৫২]

হাফছ বিন গিয়াছ আহলেহাদীছদের সম্পর্কে বলেছেন, هم خير أهل الدنيا ‘তারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ’।[৫৩]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَيًّا- ‘আমি যখন কোন আহলেহাদীছ ব্যক্তিকে দেখি, তখন যেন আমি নবী কারীম (ছাঃ)-কেই জীবিত দেখি’।[৫৪]

সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিছ ইমাম ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) ‘তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ ফির রাদ্দি আলা আ‘দায়ি আহলিল হাদীছ’ (تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث) শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেখানে তিনি আহলেহাদীছদের দুশমনদের কঠিনভাবে জবাব প্রদান করেছেন।

এই বক্তব্যগুলি মুহাদ্দিছগণের মাঝে কোনরূপ অস্বীকৃতি ও আপত্তি ব্যতিরেকেই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ রয়েছে। সুতরাং প্রতীয়মান হ’ল যে, আহলেহাদীছ নামটি জায়েয ও বিশুদ্ধ হওয়ার পক্ষে ইমামগণের ইজমা রয়েছে। আর একথা সূর্যকিরণের চেয়েও সুস্পষ্ট যে, মুসলিম উম্মাহ ভ্রষ্টতার উপর একমত হ’তে পারেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا يجمع الله أمتي أو قال هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة- ‘আল্লাহ আমার উম্মতকে কিংবা বলেছেন এই উম্মতকে কখনো গুমরাহীর উপরে একত্রিত করবেন না এবং জামা‘আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে’।[৫৫]

উপরোল্লেখিত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হ’ল যে, আহলেহাদীছ এবং আহলুস সুন্নাহ মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যগত নাম এবং উপাধি। আর এই দলটিই ‘ত্বায়েফাহ মানছূরাহ’ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল।

আহলেহাদীছ-এর দু’টি অর্থই হ’তে পারে। ১. ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছীনে কেরাম। ২. ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন সাধারণ জনগণ। যারা দলীলের ভিত্তিতে মুহাদ্দিছগণের পথে চলেন এবং তাদের অনুসরণ করেন।[৫৬]

৫২. *ঐ, পৃঃ ২; ইবনু হাজার আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে (১৩/২৫০) একে ছহীহ বলেছেন।*
৫৩. *মা‘রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৩, সনদ ছহীহ।*
৫৪. *শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/৮৫, পৃঃ ৯৪, সনদ ছহীহ।*
৫৫. *মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৩৯৮, ৩৯৯, ১/১১৬, সনদ ছহীহ।*
৫৬. *মুক্বাদ্দামাতুল ফিরক্বাতুল জাদীদাহ, পৃঃ ১৯; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূঊ ফাতাওয়া, ৪/৯৫।*

একথা প্রমাণিত যে, ‘ত্বায়েফাহ মানছূরাহ’ জান্নাতে যাবে। কেননা এটি হক্বপন্থী জামা‘আত। তবে কি শুধু মুহাদ্দিছগণই জান্নাতে যাবেন আর তাদের অনুসারী সাধারণ জনগণ জান্নাতের বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবেন?

সুতরাং প্রতীয়মান হ’ল যে, ত্বায়েফাহ মানছূরাহ-এর মধ্যে মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের অনুসারী উভয়ই শামিল রয়েছেন। স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কুরআন-হাদীছ অনুধাবনকারী এবং ইজমা অস্বীকারকারী মাসঊদ আহমাদ (বিএসসি) তাকফীরী লিখেছেন, ‘আমরাও মুহাদ্দিছগণকে আহলুল হাদীছ বলে থাকি’। যুবায়ের ছাহেবের (লেখকের) উল্লেখিত বক্তব্যগুলি আমাদের সমর্থনে, প্রত্যুত্তরে নয়।[৫৭]

হাদীছ বর্ণনাকারীদেরকে মুহাদ্দিছীন বলা হয়। সাধারণ মুসলমানগণও জানেন যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হ’ল যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণ মুহাদ্দিছ তথা আহলেহাদীছ ছিলেন।

মাসঊদ আহমাদের উপরে একটি নতুন অহী অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি উদ্ধত গলায় প্রচার চালাচ্ছেন যে, ‘মুহাদ্দিছগণ তো চলে গেছেন। এখন তো ঐ সমস্ত ব্যক্তি জীবিত রয়েছেন, যারা তাদের গ্রন্থ সমূহ থেকে নকল করেন মাত্র’।[৫৮]

মাসঊদ আহমাদ ছাহেবের উক্ত বক্তব্যের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুহতারাম ভাই ড. আবু জাবের আদ-দামানভী বলছেন, ‘মাসঊদ আহমাদের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে নবুঅতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক তেমনিভাবে মুহাদ্দিছগণের আগমনের সিলসিলাও কোন বিশেষ মুহাদ্দিছ ব্যক্তি পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন মুহাদ্দিছ জন্ম নিবেন না এবং বর্তমানে যারাই আসবেন তারা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের গ্রন্থ হ’তে নকলকারীই হবেন। যেভাবে লোকেরা ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ কেউ বারজন ইমামের পরে তাদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। মাসঊদ আহমাদ ছাহেবের মনে হ’তে পারে যে, এভাবে মুহাদ্দিছগণের আগমনের ধারাবাহিকতাও বর্তমানে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি (মাসঊদ আহমাদ) এ ব্যাপারে কোন দলীল উল্লেখ করেননি। তার দৃষ্টিতে ইমামদের বক্তব্যতো ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে তিনি নিজের বক্তব্যকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ যে ব্যক্তিই ইলমে হাদীছের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, তাকে মুহাদ্দিছগণের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।[৫৯]

ছহীহ বুখারীর হাদীছ, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে’।[৬০] এই হাদীছের অনুকূলে ইমাম বুখারী (রহঃ) লিখিত

৫৭. *আল-জামা‘আতুল ক্বাদীমাহ বা-জাওয়াবে আল-ফিরক্বাতুল জাদীদাহ, পৃঃ ৫।*
৫৮. *ঐ, পৃঃ ২৯।*
৫৯. *খুলাছাতুল ফিরক্বাতিল জাদীদাহ, পৃঃ ৫৫।*
৬০. *বুখারী, হা/৭০৮৪।*

অনুচ্ছেদ كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ 'যখন জামা'আত থাকবে না তখন কি করতে হবে'-এর ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, وَالْمَعْنَى مَا الَّذِي يَفْعَلُ الْمُسلمُ فِي حَالِ الاخْتِلَافِ مِنْ قبل ان يَقع الْإِجْمَاعُ عَلَى خَلِيْفَةٍ 'উক্ত হাদীছের মর্মার্থ এই যে, একজন খলীফার ব্যাপারে ঐক্যমতের পূর্বে মতভেদপূর্ণ পরিস্থিতিতে মুসলমানগণ কি করবেন'?[৬১]

বদরুদ্দীন আইনী হানাফী লিখছেন, وَحَاصِل معنى التَّرْجَمَة أَنه إِذا وَقع الاخْتِلَاف وَلم يكن خَلِيفَة فَكيف يفعل الْمُسلم من قبل أَن يَقع الاجْتِمَاع على خَلِيفَـــة 'এ অনুচ্ছেদের সারমর্ম হ'ল, যখন মুসলমানদের মাঝে মতপার্থক্য হবে এবং কোন খলীফা থাকবে না, এমতাবস্থায় একজন খলীফার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণের পূর্বে মুসলমানগণ কি করবেন'?[৬২]

'জামা'আত' শব্দের ব্যাখ্যায় বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম ক্বাসত্বালানী (রহঃ) লিখছেন, مجتمعون على خَلِيفَة 'একজন খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তিগণ'।[৬৩]

ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৬৫৬ হিঃ) লিখছেন,

يعني : أنه متى اجتمع المسلمون على إمام فلا يُخرج عليه وإنْ جَارَ كما تقدّم، وكما قال في الرواية الأخرى: فاسمع، وأطع. وعلى هذا فتُشهد مع أئمة الْجَوْر الصلوات، والجماعات، والجهاد، والحج، وتُجْتَنَبُ معاصيهم، ولا يطاعون فيها.

অর্থাৎ যখন মুসলমানগণ কোন খলীফার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করবেন, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। যদিও তিনি অত্যাচারী হন। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমনভাবে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তুমি তার আদেশ শোন এবং তার আনুগত্য কর (যদিও সে তোমার পিঠে প্রহার করে)। এ হাদীছের আলোকে অত্যাচারী ইমাম তথা শাসকদের সাথে ছালাত, ঈদের জামা'আত, জিহাদ, হজ্জ (প্রভৃতি) আদায় করা যাবে। তবে তাদের পাপকার্য সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।[৬৪]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) আরো বলেন, فلو بايع أهـــل الحـــل والعقد لواحد موصوف بشروط الإمامـــة لانعقـــدت لـــه الخلافة، وحرمت على كل أحدٍ المخالفة 'যদি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ খেলাফতের শর্তাবলী পূরণকারী কোন ব্যক্তির নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন, তাহ'লে তার খেলাফত কায়েম হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উপরে তার বিরোধিতা করা হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে'।[৬৫]

হাদীছের ব্যাখ্যাকারদের উক্ত ভাষ্য সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, 'জামা'আতুল মুসলিমীন' এবং তাদের ইমাম দ্বারা খিলাফত এবং খলীফা উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যার সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةً فَاهْرَبْ حَتَّى تَمُوْتَ 'তুমি যদি তখন কোন খলীফা না পাও, তাহ'লে মৃত্যু অবধি পালিয়ে থাকবে'।[৬৬]

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা : ইবনু বাত্তাল কুরতুবী (মৃঃ ৪৪৯হিঃ) বলেছেন, فإذا لم يكن لهم إمام فافترق أهل الإسلام أحزابًا فواجب اعتزال تلك الفـــرق كلـــها 'সুতরাং যখন তাদের কোন ইমাম (খলীফা) থাকবে না এবং মুসলমানেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তখন ঐ দলসমূহ হ'তে দূরে থাকা আবশ্যক'।[৬৭]

হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছ দ্বারা দুই শ্রেণীর মানুষ ফায়েদা লোটার চেষ্টা করেছে।

১. ঐ সকল লোক, যারা 'জামা'আতুল মুসলিমীন' নামে একটি কাগুজে দল গঠন করেছে এবং একজন সাধারণ ব্যক্তি সেই পার্টির নেতা বনে গেছে। অথচ এ দলটি মুসলমানদের খেলাফতভিত্তিক জামা'আত নয় এবং সেই দলের নেতাও ইমাম বা খলীফা নয়।

২. ঐ সকল লোক, যারা একজন কাগুজে খলীফা বানিয়েছে। যার নিকটে না আছে সৈন্য, আর না আছে কোন ক্ষমতা। এই কাগুজে খলীফার এক ইঞ্চি মাটির উপরেও কোন কর্তৃত্ব

৬১. *ফাতহুল বারী, হা/৭০৮৪, ১৩/৩৫।*
৬২. *উমদাতুল ক্বারী, ২৪/১৯৩, 'ফিতান' অধ্যায়।*
৬৩. *ইরশাদুস সারী, ১০/১৮৩।*
৬৪. *আল-মুফহাম লিমা আশকালা মিন তালখীছে কিতাবে মুসলিম, ৪/৫৭।*

৬৫. *ঐ, ৪/৫৭-৫৮।*
৬৬. *আবুদাঊদ হা/৪২৪৭; ছহীহ আবু 'আওয়ানাহ, ৪/৪৭৬; সনদ হাসান। রাবী ছাখর বিন বদরকে ইবনে হিব্বান ও আবু 'আওয়ানাহ ছিক্বাহ বলেছেন। অপর রাবী সুবাই' ইবনে খালেদকে ইজলী এবং ইবনে হিব্বান ছিক্বাহ বলেছেন। এ হাদীছটির অনেক শাহেদ তথা সমর্থক হাদীছ রয়েছে।*
৬৭. *ইবনু বাত্তাল, শারহুল বুখারী, ১০/৩২। [এই ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। কেননা পৃথিবীতে সর্বত্র সর্বদা হকপন্থী খলীফা থাকবেন না। সে অবস্থায় মুসলিম উম্মাহ বাধ্যগতভাবে বাতিলপন্থী শাসকদের আনুগত্য করবে। কিন্তু ইসলামী অনুশাসন পালনের জন্য তারা নিজেদের মধ্যকার ইসলামী আমীরের আনুগত্য করবে। যদিও তিনি শারঈ দণ্ডবিধি কায়েম করবেন না। যেভাবে মাক্কী জীবনে রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের আনুগত্য লাভ করেছেন। কিন্তু তাদের উপর শারঈ দণ্ডবিধি জারী করেননি। কারণ এজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তখন তিনি লাভ করেননি। এ নীতি সকল যুগেই প্রযোজ্য। ইমারত ও বায়'আত বিহীন জীবন বিশৃংখল জীবনের নামান্তর। যাকে হাদীছে জাহেলিয়াতের জীবন বলা হয়েছে এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব সর্বাবস্থায় মুসলমানকে একজন শারঈ আমীরের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।- স.স.]*

নেই। ঐ খলীফা না কোন কাফেরদের সাথে জিহাদ করেছে, আর না কোন শারঈ দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করেছে। তাকে খলীফা বলা খেলাফতের সাথে ঠাট্টা করার শামিল। সূরা বাক্বারার ৩০ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) লিখেছেন,

وَقَد استَدَلَّ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ بِهَذِه الْآيَة عَلَى وُجُوب نَصْب الْخَلِيفَة لِيَفْصِلَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيه، وَيَقْطَعَ تَنَازُعَهُمْ، وَيَنْتَصِرَ لِمَظْلُومِهِمْ مِنْ ظَالِمِهِمْ، وَيُقِيمَ الْحُدُودَ، وَيَزْجُرَ عَنْ تَعَاطِي الْفَوَاحِشِ-

‘কুরতুবী প্রমুখ এ আয়াত দ্বারা খলীফা কায়েম করা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করেছেন। যাতে তিনি লোকদের মধ্যে বিবদমান বিষয়ের ফায়ছালা করেন এবং তাদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। যালেমের বিরুদ্ধে মাযলূমকে সাহায্য করতে পারেন, দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করেন এবং যাবতীয় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে বিরত রাখেন’।[৬৮]

ক্বাযী আবু ইয়া‘লা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-ফার্রা এবং ক্বাযী আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হাবীব আল-মাওয়ার্দী ও খলীফা হওয়ার জন্য জিহাদ, রাজনৈতিক শক্তি এবং হুদূদ বা দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার শর্তাবলী আরোপ করেছেন।[৬৯]

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) লিখছেন, ولأن المسلمين لا بد لهم من إمام، يقوم بتنفيذ أحكامهم، وإقامة حدودهم، وسدّ ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم.

‘মুসলমানদের জন্য এমন একজন ইমাম (খলীফা) হওয়া যরূরী, যিনি হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করবেন, তাদের মাঝে দণ্ডবিধি কায়েম করবেন, সীমান্ত এলাকার হেফাযত করবেন, সৈন্য-বাহিনী প্রস্তুত করবেন এবং মানুষদের নিকট থেকে যাকাত-ছাদাক্বা আদায় করবেন’।[৭০]

ওলামায়ে কেরামের উল্লিখিত বক্তব্যের সরাসরি বিপরীত একজন কাগুজে খলীফা বানানো, যিনি নিজের ঘরেই শারঈ হুদূদ কায়েমে ব্যর্থ হন এবং নিজের ঘর-বাড়ীকে হেফাযত করতে সক্ষম হন না, এগুলি ঐ সমস্ত লোকের কাজ যারা মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে দলাদলি সৃষ্টি করতে এবং বাতিল মতবাদ সমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে চায়।

একটি হাদীছে এসেছে, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّـةً ‘যে ব্যক্তি মারা যায় এমতাবস্থায় যে তার গর্দানে কোন ইমামের বায়‘আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল’।[৭১]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه ‘তুমি কি জান (উক্ত হাদীছে বর্ণিত) ইমাম কাকে বলে? ইমাম তিনিই, যার ইমাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছে। প্রতিটি লোকেই বলবে যে, ইনিই ইমাম (খলীফা)। এটাই উক্ত হাদীছের মর্মার্থ।[৭২]

সারসংক্ষেপ এই যে, ইমাম এবং জামা‘আতুল মুসলিমীন সংক্রান্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করে কিছু লোকের কাগুজে জামা‘আত এবং কাগুজে আমীর বানানো একেবারেই ভ্রান্ত এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝের সরাসরি বরখেলাফ।

কিছু মানুষ ‘আহলেহাদীছ’ নাম শুনে জ্বলে-পুড়ে মরেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে অপচেষ্টা চালান যে, আহলেহাদীছ নামটি দলবাজি। আমরা যেহেতু মুসলিম তাই আমাদেরকে মুসলিম বলাই উচিত। সেজন্যই আমরা সালাফে ছালেহীন, মুহাদ্দিছ এবং ইমামগণের অসংখ্য দলীল পেশ করেছি এ মর্মে যে, আহলেহাদীছ বলা কেবল জায়েযই নয়; বরং পসন্দনীয়ও বটে। আর এটাই ত্বায়েফাহ মানছূরাহ তথা সাহায্যপ্রাপ্ত দল।

[চলবে]

৬৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/২০৪।*

৬৯. *আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃঃ ২২; মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃঃ ৬; মাসিক ‘আল-হাদীছ’, সংখ্যা ২২, পৃঃ ৩৯।*

৭০. *শারহুল ফিক্বহিল আকবার, পৃঃ ১৪৬।*

৭১. *ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ, হা/১০৫৭, সনদ হাসান; মুসলিম, হা/১৮৫১।*

৭২. *সুওয়ালাতু ইবনে হানী, পৃঃ ১৮৫; অনুচ্ছেদ ২০১১; খাল্লাল, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ৮১, অনুচ্ছেদ ১০; আল-মুসনাদ মিন মাসাইলিল ইমাম আহমাদ, অনুচ্ছেদ-১। গৃহীত : আল-ইমামাতুল উযমা ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ, পৃঃ ২১৭।*

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আত-তাহরীক : কোন মৌলিক বা অনুবাদ রচনায় কোন বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ নযর দেয়া উচিৎ বলে মনে করেন?

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : কোন মৌলিক রচনার সময় চেষ্টা করতে হবে যেন পাঠককে সঠিক তথ্যটি দেয়া যায় এবং ভাষা শুদ্ধ হয়। এটা একটি ভাল লেখনীর মূল বৈশিষ্ট্য। আর যদি ভাষায় কিছুটা দুর্বলতা থাকে, তবে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারলে সেটা কাটিয়ে ওঠা যায়। অনেকের লেখায় তথ্য কম থাকলেও তা ভাষার সৌন্দর্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত থাকে। এ ধরনের লেখায় তথ্য বেশী না মিললেও ভাষার সৌকর্যে পাঠকের মনোরঞ্জন ঘটে। কিন্তু যে লেখায় তথ্যও নেই, ভাষারও ঠিক নেই, তাতে পাঠকের কোনই উপকার হয় না।

আর অনুবাদের ক্ষেত্রে বলব, যে ভাষা থেকে আপনি অনুবাদ করতে চান সেই ভাষায় আপনার দখল থাকতে হবে। আবার যে ভাষায় অনুবাদ করবেন, সেই ভাষাতেও দক্ষতা থাকতে হবে। যে বিষয়টি অনুবাদ করছেন, সেই বিষয়টি সম্পর্কেও সার্বিক জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন অর্থনীতির উপর কোন বই আপনি আরবী থেকে উর্দূতে অনুবাদ করতে চান। সেক্ষেত্রে আপনাকে আরবীতে এবং উর্দূতে যেমন দক্ষতা থাকতে হবে, অর্থনীতির সাথেও তেমন পরিচয় থাকা আবশ্যক।

আত-তাহরীক : খাছভাবে আহলেহাদীছদের ইতিহাস লিখতে আগ্রহী হ'লেন কেন আপনি?

মাওলানা ভাট্টি : প্রথম কারণ তো খুব স্বাভাবিক যে আমি একজন আহলেহাদীছ। সুতরাং আহলেহাদীছদের ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস বিষয়ক গবেষণার সাথে আমার সম্পৃক্ততা। আহলেহাদীছদের ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ উর্দূতে রচিত হয়েছে। তবে সেটা বেশ অপ্রতুল আকারে। এজন্য অনেক আগে থেকেই এই কাজে নামার তাকীদ অনুভব করছিলাম। ১৯৯৭ সালে চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পর আমি খালেছভাবে আহলেহাদীছদের ইতিহাস রচনার কাজে হাত দেই। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে সমকালীন যুগ পর্যন্ত উপমহাদেশীয় আহলেহাদীছদের দ্বীনী খেদমত সবিস্তারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্যভাবে। সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আল-হামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পাঠকপ্রিয়ও হয়েছে।

আত-তাহরীক : আপনি উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে ইতিহাস রচনা করলেও তাতে বাংলাদেশের আলেম-ওলামার নাম প্রায় অনুপস্থিতই। এর কারণ কী?

মাওলানা ভাট্টি : আসলে বাঙালী আলেমদের সাথে আমার চলা-ফেরা খুব কম হয়েছে। উর্দূ ভাষায় বাঙালী আহলেহাদীছ আলেমদের নিয়ে লেখালেখিও আমি তেমন পাইনি। ফলে বাঙালী আলেমদের ব্যাপারে আমি প্রায় অন্ধকারেই। অনুজপ্রতীম ড. মুজীবুর রহমানকে কত বার যে বলেছি, এ বিষয়ে উর্দূতে কিছু লেখার জন্য। কিন্তু তাঁর সেই সময় হয়নি। জানি না আমেরিকায় এখন সে কী করছে। বাংলাদেশে আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সুযোগ হয়নি। একবার কলিকাতা পর্যন্ত গিয়েছিলামও। কিন্তু সেবারও যেতে পারিনি। এটা নিয়ে আমার আফসোস রয়েছে। তবে আমার 'বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ খুদ্দামে কুরআন' গ্রন্থে মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফীসহ কয়েকজন বাঙালী আলেমের কথা কিন্তু এসেছে। পাকিস্তান গঠনকালীন সময় বাঙালীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৫০-৫১ সালে ৩১ জন আলেমকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যখন লিয়াকত আলী খান চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, আলেমরা একতাবদ্ধ হ'তে পারে না এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা কিভাবে করা যেতে পারে সে ব্যাপারে তাদের কোন ধারণা নেই। তখন পাকিস্তানের কিছু হানাফী-আহলেহাদীছ আলেম মিলে এই কমিটি গঠন করেন। মাওলানা দাঊদ গযনভীও এই কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটিতে বেশ কয়েকজন ছিলেন বাঙালী আলেম। পরবর্তীতে আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করলেন তখন পাকিস্তানের বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম এবং বিজ্ঞজনদের কাছে এর খসড়া পেশ করে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য বাংলাদেশে মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী'র বাড়িতে আলেমদের সর্বশেষ মিটিংটি হয়েছিল। মাওলানা কাফী ছাহেব ইংরেজীতে সংবিধানটি সম্পর্কে তাঁর জওয়াব লিখতে লিখতেই মৃত্যুবরণ করেন।

আত-তাহরীক : আপনি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। অফিস সেক্রেটারীর দায়িত্বও পালন করেছিলেন। সেই সময়কার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন।

মাওলানা ভাট্টি : ১৯৪৮ সালের ২৫শে জুলাই 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পশ্চিম পাকিস্তান'-এর সর্বপ্রথম বৈঠক হয়। প্রায় ২০০/২৫০ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সেদিন ফয়ছালাবাদ থেকে আমরা ৬ জন উপস্থিত হয়েছিলাম। মাওলানা ছূফী আব্দুল্লাহ, মিয়াঁ মুহাম্মাদ বাকের, হাকিম নূরুদ্দীন, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আহরার, মাওলানা আল্লাহ বখশ এবং আমি। আর জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা যারা ছিলেন তাঁরা হলেন মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী, মিঞা আব্দুল মাজীদ, প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুম এবং মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নদভী। কাছূরী ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা মুহিউদ্দীন আহমাদ কাছূরী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কাছূরীকেও এর মধ্যে শামিল করা যায়। সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর আমাকে দফতর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়।

তারপর দীর্ঘদিন আমি জমঈয়তের সাথে কাজ করেছি এবং করেছিলাম আল-হামদুলিল্লাহ। সে সময় এখনকার মত যাতায়াতের সুব্যবস্থা কল্পনাই করা যেত না। ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হ'ত দাওয়াতী সফরে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন লেখালেখির জীবনে প্রবেশ করলাম, তখন সংগঠনের জন্য আগের মত সময় দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ল। তাছাড়া মাওলানা দাঊদ গযনভীর মৃত্যুর পর সংগঠনের অবস্থাও ভাল ছিল না। শুধু মিটিং ডাকা হ'লে যেতাম। তবে ময়দানের কাজে পিছিয়ে পড়লেও এটুকু গর্ব করেই বলতে পারি যে, লেখালেখির মাধ্যমে আমি সেই ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দিয়েছি আল-হামদুলিল্লাহ।

ইদানিং আমার বেশ কষ্ট হয়, যখন শুনি কোন কোন আহলেহাদীছ হাযরাত বলেন যে, 'আমি জমঈয়তের সক্রিয় কর্মী নই'। আমার কথা হ'ল, শুধু বক্তব্য প্রদান কিংবা সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই কি খেদমত হয়? লেখালেখির মাধ্যমে খেদমত হয় না? উপমহাদেশের আহলেহাদীছদের ইতিহাসের উপর আমার মত এত বিস্তারিত আর কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। আহলেহাদীছদের ইতিহাসের উপর আমি যেমন লিখেছি 'বার্রে ছাগীর মে আহলেহাদীছ কী আমাদ' (উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের আগমন), 'কারওয়ানে সালাফ' (সালাফদের কাফেলা), 'কাফেলায়ে হাদীছ' (হাদীছের কাফেলা), 'বার্রে ছাগীর কী আহলেহাদীছ খুদ্দামে কুরআন' (উপমহাদেশের আহলেহাদীছ কুরআনের খাদেমগণ), যেই গ্রন্থে আরবী, উর্দূ, ফার্সী, পশতু, পাঞ্জাবী, বাংলা, বালুচী, হিন্দী, সিন্ধী এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত আহলেহাদীছ আলেমদের কৃত সকল কুরআন তরজমা এবং তাফসীর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং 'দাবিস্তানে হাদীছ' (হাদীছের পাঠশালা), 'গুলিস্তানে হাদীছ' (হাদীছের বাগান), 'চামানিস্তানে হাদীছ (হাদীছের পুষ্পোদ্যান), 'মাহফিলে দানিশমান্দাঁ (জ্ঞানীদের মেলা)-এর মত বিস্তারিত ইতিহাসগ্রন্থ, তেমনি 'বার্রে ছাগীর মে আহলেহাদীছ কী আউয়ালিয়াত' (উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের অগ্রণী ভূমিকা), 'বার্রে ছাগীর মে জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তানযীমী আওর তাদরীসী সারগুযাস্ত' (উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের সাংগঠনিক ও শিক্ষকতার ইতিহাস)-এর মত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলীল রচনার কাজও এই অধমের হাতে সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৪৯ সাল থেকে অদ্যাবধি জমঈয়তের বার্ষিক যত সম্মেলন হয়েছে তার স্বাগত ও উদ্বোধনী ভাষণের একটি সংকলনের কাজ আমি শেষ করেছি, যেটি প্রকাশিতব্য। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামে' অনেক আহলেহাদীছ মনীষীর জীবনী লিখেছি। এছাড়াও তাযকিরায়ে কাযী মুহাম্মাদ সুলায়মান মানছূরপুরী, তাযকিরায়ে ছূফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, তাযকিরায়ে মিঞা আব্দুল আযীয, মিঞা ফযলে হক এবং তাঁর খেদমত, কাছূরী খানদানের খেদমত প্রভৃতি লিখেছি। উপমহাদেশে আরবী সাহিত্যের তিন উজ্জ্বল নক্ষত্র মাওলানা আব্দুল আযীয মায়মান, মাওলানা মুহাম্মাদ সূরাটী, মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরী বানারসী, যারা আহলেহাদীছ ছিলেন, তাঁদের উপরও একটি গ্রন্থ রচনা শুরু করেছি। এভাবে জীবনের বৃহত্তম অংশ আহলেহাদীছদের ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত রাখার পরও যখন কেউ আমাকে জমঈয়তের কোন সক্রিয় কর্মী নই বলে মনে করেন, তখন খুব কষ্ট পাই। লেখালেখির প্রয়োজনে আমি নিভৃতে থাকলেও রাজনীতির বাইরে জমঈয়ত এবং জামা'আতের প্রায় সকল কর্মকাণ্ডেই আমি সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করি। এরপরও কেউ ভুল বুঝলে আমার আর কিইবা করার আছে।

আত-তাহরীক : **প্রথমে মারকাযী জমঈয়তের সদস্য হিসাবে এবং সাপ্তাহিক আল-ই'তিছামের সম্পাদক হিসাবে, পরবর্তীতে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসাবে এবং বর্তমানে জীবন সায়াহ্নে এসে স্বাধীনভাবে লেখালেখির চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন। এর মধ্যে কোন সময়টিকে আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?**

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : আমার কাছে জীবনের সবগুলো পর্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পর্যায়ে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে এবং নতুন নতুন বিষয় শেখার সুযোগ হয়েছে। অনেক গুণীজনের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেশার সুযোগ হয়েছে। ফেলে আসা সেই অতীতের কথা ভাবলে অন্তরটা প্রশান্তিতে ভরে যায়। রিসার্চ ফেলো থাকার সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। যেমন−'বার্রে ছাগীর মে ইলমে ফিক্বহ' (উপমহাদেশে ইলম ফিক্বহ), 'আল-ফিহরিস্ত'-এর উর্দূ অনুবাদ, 'বার্রে ছাগীর মেঁ ইসলাম কে আউয়ালীন নুকূশ' (উপমহাদেশে ইসলামের প্রথম দিকের নিদর্শন সমূহ), ১০ খণ্ডে রচিত 'ফুক্বাহায়ে হিন্দ' (হিন্দুস্তানের ফক্বীহগণ) প্রভৃতি। সবগুলো গ্রন্থই ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং পাকিস্তান ও ভারতে বেশ কয়েকবার ছাপানো হয়েছে। পাটনার বিখ্যাত খোদাবক্স লাইব্রেরী থেকেও একটি বই ছাপানো হয়েছে। তারপর সর্বশেষ প্রায় আঠারো বছর ধরে ঘরে বসে আমি স্বাধীনভাবে লেখালেখি করছি। আল্লাহর অশেষ রহমতে এটিও আমার জন্য খুব প্রশান্তিময় ভাবে কেটে যাচ্ছে। কোন বিষয়বস্তু নিয়ে লিখব, কিভাবে লিখব−তা নিয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়মের বাঁধনে পড়তে হয় না। অন্তর যা চায়, যেভাবে চায় সেভাবেই লিখতে পারি। সব মিলিয়ে আজ অবধি আল্লাহ আমার অন্তরটা পরিতৃপ্তির দৌলতে ভরিয়ে রেখেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

আত-তাহরীক : জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন মাওলানা হানীফ নদভীর সাহচর্যে। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : হ্যা, জীবনের প্রায় ৪০ বছর সময় কেটেছে আমার মাওলানা হানীফ নদভী (রহঃ)-এর সাথে। কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ এবং আরবী সাহিত্যের একজন বড়

পণ্ডিত তো ছিলেনই। সেই সাথে মানত্বিক এবং নব্য ও প্রাচীন দর্শন সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। উর্দূ সাহিত্যেও ছিল তাঁর ভাল দখল। শব্দের এক বড় ভাণ্ডার যেমন সুরক্ষিত ছিল তাঁর মস্তিষ্কে; তেমনি কোথায়, কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয় সে ব্যাপারেও ছিলেন সচেতন। স্বচ্ছ চিন্তা এবং সুমিষ্ট ভাষার অধিকারী একজন আলেম ছিলেন তিনি। ইসলামী দর্শন বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধসমূহ পড়লে মনে হয় তিনি যেন দর্শনকে সাহিত্য বানিয়ে ফেলেছেন। নতুন আঙ্গিকে নতুন নতুন কথা বলতেন তিনি। সমালোচক ও লেখক হিসাবে তিনি অনেক উঁচুমাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম 'মির্যাইয়াত : নায়ে যাভিউঁ সে' (কাদিয়ানী মতবাদ : নব দৃষ্টিকোণ থেকে)। এই বইয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাদেরকে কাফির ঘোষণা করার দাবী তো সকলেই করে থাকে। তাই তিনি ১৯৫০ সালে আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় একটি কলাম লিখে তাদেরকে 'সংখ্যালঘু' হিসাবে ঘোষণা করার দাবী করেন। পাকিস্তানে তিনিই প্রথম এই দাবী তোলেন।

আত-তাহরীক : আপনার ঘরের দেয়ালে 'মুআররিখে আহলেহাদীছ' লেখা একটি বড় শিল্ড ঝুলানো দেখতে পাচ্ছি।

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : হাহা...এটা কিছু মানুষ বলা শুরু করেছে। আমি এমন কী আর করেছি! যা হোক ২০০৮ সালে কুয়েতে 'জমঈয়তে এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী'-এর কনফারেন্স হলে সেখানকার পাকিস্তানী আহলেহাদীছ সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আমি সেখানে আমন্ত্রিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে মারকায দাওয়াতুল জালিয়াতের পক্ষ থেকে আমাকে 'মুআররিখে আহলেহাদীছ' খেতাব সম্বলিত এই শিল্ডটি প্রদান করেন 'এহইয়াউত তুরাছ'-এর প্রধান জনাব তারেক সামী সুলতান আল-ঈসা।

আত-তাহরীক : আহলেহাদীছদের মধ্যে এ দেশে যথেষ্ট সাংগঠনিক বিভক্তি বিদ্যমান। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি?

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : ১৯৪৮ সালে যখন স্বাধীন পাকিস্তানে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন লাহোরে আহলেহাদীছ মসজিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩টি। মসজিদে চিনাওয়ালী, মসজিদে মুবারক এবং মসজিদে লিচুরেওয়ালী। এখন তো লাহোরে রয়েছে ৩০০-এর বেশী আহলেহাদীছ মসজিদ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কার্যক্রম যে অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের চেয়ে তা বলাই বাহুল্য। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হল, তুচ্ছ মাসআলাগত কারণে, কখনওবা ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কারণে কিংবা অনেক সময় নীতিগত মতপার্থক্যের কারণে আহলেহাদীছ জামা'আত এখন অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, যেটা পূর্বে ছিল না। এর সমাধান আমার জানা নেই। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল যে আহলেহাদীছ আলেমগণ ঐক্যের উপর সবচেয়ে বেশী আলোচনা করে থাকেন, বাস্তবে তারাই এ ব্যাপারে অটুট থাকতে পারেন না। সুতরাং এ ব্যাপারে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে সকলের সাথেই সম্পর্ক রাখি, সকলেই আমার সাথে সম্পর্ক রাখেন। আমি মনে-প্রাণে কেবল আল্লাহর কাছে দোআ করি আর কামনা করি যে, এই বিভক্তি যেন দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে কোনরূপ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

আত-তাহরীক : বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের প্রতি আপনার বার্তা কি?

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : নছীহত করার যোগ্যতা আমার নেই। এই আন্দোলন অব্যাহত থাকুক এটাই কেবল কামনা করি। আহলেহাদীছদের জ্ঞানী-গুণী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক, সমাজ পরিবর্তনের জন্য যোগ্য মানুষ তৈরী হোক এই দো'আই করছি।

আত-তাহরীক : এতক্ষণ সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ খায়রান।

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী

নূরুল ইসলাম*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠা :

শারঈ ইমারতের ভিত্তিতে জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার চিরন্তন সুন্নাত মুসলিম সমাজ ভুলতে বসেছিল।[৭৩] তারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে শিরকী, বিদ'আতী ও অনৈসলামী সামাজিক নেতৃত্বের অধীনে তাদের ঈমান-আমল সব প্রায় খুইয়ে বসেছিল। এই অবস্থা দর্শনে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী খুবই ব্যথিত হ'লেন এবং রেওয়াজপন্থী আলেম সমাজ ও শরী'আত অনভিজ্ঞ সমাজনেতাদের সকল ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে প্রথমে কিঞ্চিদধিক ১২ জন ভক্ত সাথীকে নিয়ে ১৮৯৫/১৩১৩ হিজরী সনে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' কায়েম করেন।[৭৪] অথচ তখনও তাঁর উস্তাদ খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ) বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। এর ফলে তাঁকে অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হ'তে হয়। যেমন খাবার দাওয়াত দিয়ে খাদ্যে বিষ প্রয়োগে হত্যা ও দাড়ি চেঁছে দেওয়ার চেষ্টা, বিভিন্ন তোহমত ও কুৎসা রটনা করা, হত্যার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করা ও রাস্তায় ওঁৎ পেতে থাকা, সমাজনেতাদের ইংগিতে আলেমদের পক্ষ হ'তে তাকে 'কাফের' ইত্যাদি ফৎওয়া দেওয়া প্রভৃতি।[৭৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَــاءِ 'ইসলাম শুরু হয়েছে অল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে এবং অতিশীঘ্র সে তার শুরুর অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য'।[৭৬] উক্ত হাদীছে বর্ণিত فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ অনুসারে এই জামা'আতের নাম 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' রাখা হয়।[৭৭] আক্বীদা ও আমলের দিক থেকে আহলেহাদীছদের মধ্যে এটি কোন নতুন জামা'আত ছিল না। বরং হাদীছে চিরকাল একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে[৭৮] বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তারই ফলশ্রুতি ছিল। এটাই ছিল আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ ও সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে মুজাহিদীনের পরে ভারতের প্রথম ইমারতভিত্তিক ইসলামী জামা'আত। এই জামা'আত শরী'আতবিরোধী কোন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে না। অবশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি, যা সরাসরি মুসলিম উম্মাহ্র সাথে সাধারণভাবে এবং জামা'আতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সে সকল বিষয়ে এই জামা'আত মতামত ব্যক্ত করে। এই জামা'আতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সমর্থন করেন না।[৭৯]

পত্রিকা প্রকাশ :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব কুরআন ও হাদীছের প্রচার-প্রসারের জন্য ১৩৩৮ হিজরীর (১৯২০ খ্রিঃ) শা'বান মাসে 'আহলেহাদীছ' নামে দিল্লী থেকে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। এটি ছিল 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'-এর মুখপত্র। একই নামে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীও অমৃতসর থেকে পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। তাই তাঁর পরামর্শে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হামদরদে আহলেহাদীছ'। কিছুদিন এ নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 'আহলেহাদীছ' নামে সরকারী রেজিস্ট্রেশন থাকায় ১৩৪০ হিজরীতে উক্ত নাম পরিবর্তন করে 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' রাখা হয়। সুদীর্ঘ ৯৫ বছর যাবৎ এ পত্রিকাটি চালু আছে। বর্তমানে এটি করাচী থেকে পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশের কোন দৈনিক, অর্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এর চেয়ে বেশী আয়ু লাভ করেনি। বর্তমানে এর প্রধান সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জাব্বার সালাফী এবং তত্ত্বাবধায়ক হলেন আমীরে জামা'আত মাওলানা আব্দুর রহমান সালাফী।[৮০]

কাদিয়ানী ফিৎনা দমনে ভূমিকা :

যে সময় কাদিয়ানী ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সে সময় মাওলানা দেহলভী দিল্লীতে হাদীছের দরস প্রদান করছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তাওহীদ ও সুন্নাহ্র বাণীকে সমুন্নত করেন এবং ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ প্রেক্ষিতে তিনি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবগত হলে তার মূলোৎপাটনে মাঠে নামেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে মির্যা কাদিয়ানীর মিথ্যা নবুঅত দাবীর মুখোশ উন্মোচন করে দেন। এজন্য সে ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা মাওলানাকে তাদের কঠিন বিরোধী মনে করত। একারণেই মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী পীর মোহর আলী শাহ গোলড়াবীর বিরুদ্ধে যে ইশতেহার প্রকাশ করে সকল আলেমকে তাফসীর লেখার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল,

---

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৭৩. *এক গবেষণায় দেখা গেছে, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের ব্যাপারে সর্বমোট ৩০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০টি হাদীছ ছহীহ, ৬টি হাসান এবং ৪টি যঈফ বা দুর্বল। দ্রঃ ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী, আল-আহাদীছুল ওয়ারিদাহ ফী লুযূমিল জামা'আহ : দিরাসাতুন হাদীছিয়াহ ফিক্বহিয়া (রিয়ায : দারুছ ছুমায়ঈ, ১৪২৯হিঃ/২০০৮খ্রিঃ), পৃঃ ১১৮।*

৭৪. *এই জামা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬২-৬৭, ৩৯৭।*

৭৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬২, ৩৯৭।

৭৬. মুসলিম হা/১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত, হা/১৫৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৭৭. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৭৭; চার আল্লাহ কে অলি, পৃঃ ২৪।

৭৮. মুসলিম হা/১৯২০।

৭৯. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬৩-৬৪।*

৮০. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৭৯-৮০; মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ২৮-২৯; তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/৪১৫।*

তাতে ৩৫ নম্বরে মাওলানার নাম ছিল।[৮১] কাদিয়ানী ফিৎনা নির্মূলে আহলেহাদীছগণের অবদানের উপরে বিশিষ্ট গবেষক ড. বাহাউদ্দীন বলেন, 'তিনি খতমে নবুঅত আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাতে শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। মির্যা গোলাম আহমাদ পীর মোহর আলী শাহ ছাহেবের সাথে যেসব আলেমকে ১৯০০ সালে লাহোরে তাফসীর লেখার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, তাতে তিনিও শামিল ছিলেন'।[৮২]

হজ্জ পালন :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব সারাজীবনে মোট ৭ বার হজ্জব্রত পালন করেছেন। ১ম হজ্জ ১৩২১ হিজরীতে, ২য় ১৩২৫ হিজরীতে, ৩য় ১৩২৭ হিজরীতে, ৪র্থ ১৩২৯ হিজরীতে, ৫ম ১৩৩১ হিজরীতে, ষষ্ঠ ১৩৪০ হিজরীতে এবং ৭ম ১৩৪৭ হিজরীতে।[৮৩]

সন্তান-সন্ততি :

মাওলানা বিভিন্ন সময়ে ১১টি বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র ৯ জন এবং কন্যা ৬ জন। কয়েকজন সন্তান অল্প বয়সেই মারা যায়।[৮৪] তাঁর পুত্রদের মধ্যে তিনজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ :

১. মাওলানা হাফেয আব্দুস সাত্তার দেহলভী : তিনি কুরআনের হাফেয, মুফাসসিরে কুরআন ও খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন। ১৩২০ হিঃ/১৯০৫ সালে তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ সালের ৯ই আগস্ট করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রায় ৩৪ বছর 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'-এর আমীর ছিলেন। তিনি ছিলেন এই জামা'আতের দ্বিতীয় আমীর। 'তাফসীরে সাত্তারী', ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা 'নুছরাতুল বারী' এবং 'ফাতাওয়া সাত্তারিয়া' তাঁর অন্যতম রচনা।

২. মাওলানা হাফেয আব্দুল ওয়াহিদ সালাফী দেহলভী : তিনি খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, শিক্ষক, গ্রন্থকার ও মুবাল্লিগ ছিলেন। ১৩৩৩হিঃ/১৯১৪ সালে তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ফারেগ হওয়ার পর দরস-তাদরীস ও দাওয়াত-তাবলীগে নিমগ্ন হন। দেশ বিভাগের পর শুভাকাঙ্খীদের অনুরোধে তিনি দিল্লীতেই থেকে যান এবং জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর আমীর নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত 'দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' মাদরাসায় শায়খুল হাদীছ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালের ২৭শে আগস্টে তিনি দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছোট-বড় ৪টি পুস্তক লিখেছেন।

(৩) মাওলানা হাফেয আব্দুল কাহহার সালাফী : তিনিও সারাজীবন দরস-তাদরীস, দাওয়াত-তাবলীগ ও গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত থাকেন। তিনি কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখেন এবং কতিপয় হাদীছ গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ করেন। হাফেয মুনযিরীর 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। এটি ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৬ সালের ৩১শে মে ৮৪ বছর বয়সে তিনি করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইউসুফপুরা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৮৫]

রচনাবলী :

দরস-তাদরীস এবং দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যস্ততার মাঝেও মাওলানা নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো রচনা করেন- (১) হাশিয়া মিশকাতুল মাছাবীহ (আরবী)। এটি অত্যন্ত উপকারী হাশিয়া। দিল্লীর ফারূকী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। (২) মুকাম্মাল নামায। ১৩০৪ হিঃ/১৯৮৪ সালে করাচীর মাকতাবা ইশা'আতুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ থেকে এটির ১৭তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে তদীয় পুত্র মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী ও মাওলানা হাফেয আব্দুল কাহহার সালাফীর টীকা সংযোজিত হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮০। (৩) ইকামাতুল হুজ্জাহ আলা আন্না লা ফারকা বায়না ছালাতিল মারয়ি ওয়াল মারআহ (উর্দূ)। নারী-পুরুষের ছালাতে যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই এতে তা আলোচনা করা হয়েছে। (৪) বর্তমান যুগের প্রচলিত নিয়ম-কানূন সংবলিত কুরআন মাজীদের বিপরীতে প্রাথমিক যুগের ন্যায় নুকতা-হরকতবিহীন 'মু'আররা' কুরআন মাজীদ। (৫) আমরুল কুল্লী ফী কাওলির রাসূল ছাল্লূ কামা রাআইতুমূনী উছল্লী। এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। (৬) আদ-দালায়িলুল ওয়াছিকা ফী মাসাইলে ছালাছাহ।[৮৬]

মৃত্যু :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব ১৩৫১ হিজরীর ৮ই রজব (১৯৩৩ খ্রিঃ) সোমবার দিবাগত রাত ১১-টায় ৭০ বছর বয়সে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। সাথে সাথে তাঁর মৃত্যুর খবর দিল্লী ও তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল মাদরাসায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। এমনকি হানাফীদের মাদরাসাও ঐদিন বন্ধ রাখা হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে ঘোর বিরোধী স্বগোত্রীয় ও হানাফী আলেমগণ এই বলে পড়ানো থেকে বিরত থাকেন যে, آج ہند میں حدیث کا چراغ بجھ گیا ہے 'আজ হিন্দুস্তান থেকে হাদীছের প্রদীপ নিভে গেল'। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে। স্বীয় শিক্ষক মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কবরের পূর্বপার্শ্বে শীদীপুরা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৮৭]

জীবনের নানা দিক :

---

৮১. *মোহরে মুনীর, পৃঃ ২১৮।*
৮২. *তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/৪১৬।*
৮৩. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৮৩; নামাযে মুকাম্মাল, পৃঃ ৩১।*
৮৪. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ১০৩।*
৮৫. *ঐ, পৃঃ ১০৩।*
৮৬. *মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ২৯-৩০; মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৬৫; তাহরীকে খতমে নবুঅত ৩/৪১৫-১৬।*
৮৭. *মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৩২-৩৩; মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ১০৪; হায়াতে নাযীর, পৃঃ ১৩০; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৯৭।*

জুম‘আর খুৎবার মোহিনীশক্তি :

মাওলানা অত্যন্ত শুদ্ধভাষী ও বলিষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠ ছিল সুমিষ্ট। তাওহীদ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য দিতেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর বক্তব্য কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা সুসজ্জিত হ’ত। অত্যন্ত চমৎকার করে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন। শ্রোতাবৃন্দ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করে এতটাই প্রভাবিত হ’ত যে, কেউ উঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করত না। সবাই তন্ময় হয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করত।[৮৮] মাওলানা আব্দুল জলীল সামরূদী তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, ‘তিনি দিল্লীর কালাঁ মসজিদে (বড় মসজিদ) জুম‘আর খুৎবা দিতেন। তাঁর ভাই মৌলভী নূর মুহাম্মাদ দরাজকণ্ঠ ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনিই জুম‘আর আযান দিতেন। মসজিদের আঙ্গিনায় শামিয়ানা টাঙ্গানো হত। আঙ্গিনাসহ পুরা মসজিদ ভরে যেত। তাঁর বক্তব্যের পদ্ধতি এই ছিল যে, ‘রিয়াযুছ ছালেহীন’-এর একটি হাদীছ পড়তেন। অতঃপর বক্তব্য শুরু হ’ত। ১৩২২ হিজরীতে আমি যখন তাঁর দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসায় ভর্তি হই, তখনও ‘রিয়াযুছ ছালেহীন’-এর ভূমিকা চলছিল। নিম্নোক্ত কবিতার আলোচনা হচ্ছিল-

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطُنًا * طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا

‘আল্লাহ্‌র কিছু বিচক্ষণ বান্দা রয়েছেন, যারা ফিৎনার আশংকায় দুনিয়াকে পরিত্যাগ করেছেন’।

তাঁর বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে আমি আর কী বলব। বক্তব্যের মধ্যে যে সাবলীলতা থাকত এবং যে মজা শ্রোতারা লাভ করত তা অবর্ণনীয়। আয়াত, হাদীছ ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপট সমূহ এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল এখনি কুরআন মাজীদ নাযিল হচ্ছে। সত্য বলতে কি, তাঁর খুৎবায় যে মজা পাওয়া যেত তা তার ওয়াযে ছিল না। খুৎবা দেয়ার সময় তিনি সাধারণতঃ ক্লান্ত হতেন না। যে ব্যক্তি একবার তার পিছনে জুম‘আ পড়ত সেই তার ভক্ত হয়ে যেত। তাঁর জুম‘আর খুৎবার বদৌলতে দিল্লীতে বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছে। যে একবার তাঁর জুম‘আর খুৎবা শ্রবণ করত সে আল্লাহ্‌র হুকুমে হানাফী থাকতে পারত না। তাঁর বক্তব্যে আল্লাহ এমনি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।[৮৯]

তাঁর বক্তব্যের প্রভাব সম্পর্কে দু’টি ঘটনা নিম্নরূপ :

১. দিল্লীর সদর পোস্ট অফিসের নিকটে এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী বসবাস করতেন। হানাফী হওয়ার কারণে তিনি জুম‘আর ছালাত হাফেয বান্না মসজিদে পড়তে যেতেন। একদিন উক্ত মসজিদে জুম‘আর ছালাত শেষ হয়ে গেলে মসজিদে কালাঁয় নিজ ছেলেকে নিয়ে আসেন। খুব কষ্টে আঙ্গিনায় জায়গা পেয়ে মাত্র ১৫ মিনিট মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের খুৎবা শুনেন। এতে তিনি এতটাই প্রভাবিত হন যে, পরবর্তী জুম‘আয় ছেলেকে নিয়ে আগেভাগে এসে আঙ্গিনায় শামিয়ানার নিচে জায়গা পান। এ জুম‘আয় তিনি রাফ‘উল ইয়াদায়েন করেন এবং আমীন জোরে বলেন। এরপর নিয়মিতভাবে উক্ত মসজিদে জুম‘আ ও জামা‘আতে হাযির হতে থাকেন এবং পাক্কা আহলেহাদীছ হয়ে যান।[৯০]

২. বাশীর নামে জনৈক ব্যক্তি কল্যাণ ভাটিয়ারে-এর নিকট রুটি তৈরী করত। সে খুব ভাল কারিগর ছিল। ছালাত-ছিয়াম তো দূরে থাক ভোরে উঠে সে মুখ পর্যন্ত ধৌত করত না। মাওলানা দেহলভীর ছাত্রদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। মাওলানা কালাঁ মসজিদ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের পাশের গুদামে দরস ও ছালাত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সংকীর্ণ গলি হওয়ার কারণে জুম‘আর দিন ড্রেনের উপর কাঠ পেতে চাটাই বিছানো হ’ত। দেয়ালের পাশ দিয়ে মাত্র একজন ব্যক্তি যাওয়ার মতো রাস্তা রাখা হ’ত। বাশীরের মাছ শিকারের নেশা ছিল। সে ওখলা যাওয়ার জন্য একদিন বের হয়ে এই রাস্তা দিয়ে যায়। তখন মসজিদে দ্বিতীয় খুৎবা চলছিল। যাওয়ার সময় তাঁর কর্ণকুহরে কিছু কথা আসে। সে সেখান থেকে কিছু দূর গিয়ে পুনরায় ফিরে আসে এবং দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে মাত্র ৫/১০ মিনিট মাওলানার বক্তব্য শ্রবণ করে। জামা‘আত শুরু হ’লে সে সেখান থেকে প্রস্থান করে। পরবর্তী জুম‘আয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে আগেভাগে মসজিদে হাযির হয়। এবার সে পুরা খুৎবা শুনে। দেখে দেখে ছালাত আদায় করে। কারণ সে ছালাত আদায় করতেই জানত না। এরপর নিয়মিত মসজিদ ও মাদরাসায় যাতায়াত করতে থাকে এবং আহলেহাদীছ হয়ে যায়।[৯১]

সঊদী বাদশাহকে পত্র লিখন :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলভী তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর শক্তভাবে আমল করতেন। অন্যদেরকেও এর দাওয়াত দিতেন এবং তাওহীদপন্থীদের সাথে অপরিসীম ঈমানী ভালবাসা রাখতেন। মাওলানা তানযীল ছিদ্দিকী হুসাইনী লিখেছেন, সুলতান ইবনে সঊদ যখন হিজাযের (সঊদী আরব) কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন ভারতে মাওলানা তাকে সমর্থন জানান। এটা ছিল সেই সময় যখন বহু হানাফী আলেম বিশেষত ব্রেলভী আক্বীদার আলেমগণ, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ সুলতান ইবনে সঊদের বিরুদ্ধে আটঘাট বেঁধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব ঐ সমস্ত আলেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা এই অবস্থায় সুলতান ইবনে সঊদকে সমর্থন দেন। তিনি সুলতান ইবনে সঊদের বিজয় উপলক্ষে অনেক অভিনন্দনমূলক পত্রও প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একটি পত্র নিম্নরূপ-

بسم الله الرحمن الرحيم

---

৮৮. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫৩।*
৮৯. *ঐ, পৃঃ ১০৬-১০৭।*
৯০. *ঐ, পৃঃ ১০৭-১০৮।*
৯১. *ঐ, পৃঃ ১০৮।*

التحية والتذكرة

من أبى محمد عبد الوهاب إمام جماعة غرباء أهل حديث إلى الغازى السلطان عبد العزيز بن سعود وحزبه المحمود وفقهم الله الودود فى تنفيذ أحكامه والحدود.

سلام عليكم يا عصابة أهل التوحيد ورحمة الله وبركاته إلى يوم الوعد والوعيد.

أما بعد! فنحمد ربنا، الذى جعلنا وإياكم بفضله ورحمته من اهل التوحيد ومتبعى سنة رسوله الكريم. ونحـيكم بفـتح الحجاز مكة المكرمة ثم المدينة المنورة وخصوصًا جدة الماجدة يا عسكر الإسلام. ونذكركم خاصة أمير النجدية قوله تعالى لخليله عليه السلام (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَـالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)

‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’।

অভিনন্দন ও উপদেশ

জামা‘আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছের নেতা আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর পক্ষ থেকে গাযী সুলতান আব্দুল আযীয বিন সঊদ ও তাঁর প্রশংসিত দলের প্রতি। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর বিধি-বিধান ও হুদূদ (দণ্ডবিধি) কায়েমের তাওফীক দিন।

হে তাওহীদপন্থীদের দল! কিয়ামত পর্যন্ত আপনাদের উপর আল্লাহ্র শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

অতঃপর, আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদেরকে ও আপনাদেরকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ ও রহমতে তাওহীদপন্থী এবং তাঁর সম্মানিত রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসারীদের মধ্যে শামিল করেছেন। হে ইসলামের সৈনিকগণ! হিজায তথা মক্কা মুকাররমা, অতঃপর মদীনা মুনাউওয়ারাহ এবং বিশেষত জেদ্দা বিজয় উপলক্ষে আমরা আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আপনাদেরকে বিশেষ করে নাজদের আমীরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত আল্লাহ্র বাণীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি- ‘মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্য ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে আরোহণ করে দূর-দূরান্ত থেকে’ *(হজ্জ ২২/২৭)*।[৯২]

গ্রন্থ সংগ্রহ :

দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। অনেক সময় দুর্লভ হাদীছ গ্রন্থ নিজ হাতে কপি করতেন। ‘মুস্তাদরাকে হাকেম’ ও ইমাম বায়হাকীর ‘খেলাফিয়াত’ পুরোটা এবং ‘মাজমাউয যাওয়াইদ’-এর অধিকাংশ নিজ হাতে কপি করেন।[৯৩]

ছাত্রদের উপর প্রভাব :

মুজাহিদ নেতা ছূফী আব্দুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর মধ্যে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে প্রদান করেছিলেন যে, যে ছাত্র তাঁর তত্ত্বাবধানে কয়েক সপ্তাহ কাটাত তিনি তার শিরা-উপশিরায় সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা, হাদীছের মর্যাদা, তাওহীদের পক্কতা এবং হাদীছের প্রতি আমলের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিতেন। এসবের প্রতি ভালবাসা হেতু তার মধ্যে সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার জাযবা তরঙ্গায়িত হ’ত’।[৯৪]

সাদাসিধে জীবন যাপন :

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। অত্যন্ত সাধারণ পোষাক পরিধান করতেন। তিনি সাধারণত মাথায় ছোট হাল্কা-পাতলা পাগড়ি, সাধারণ পাঞ্জাবী ও সাদা পাজামা পরতেন। তবে জুম‘আর দিনে কাল পাগড়ি, জুব্বা, সাদা জামা ও পায়জামা পরতেন। কোন আগন্তুক আসলে ছাত্র ও তাঁর মাঝে পার্থক্য করতে পারত না। তিনি একদিন ছহীহ মুসলিমের দরস দিচ্ছিলেন। পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্তানী ও অন্যান্য ছাত্ররা দরসে বসা ছিল। কারো মাথায় ছিল পাগড়ি, কারো মাথায় টুপি ইত্যাদি। এক গ্রাম্য লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘মৌলবী আব্দুল ওয়াহ্হাব কে’? ছাত্ররা তাকে দেখিয়ে দিলে সে তাকে চিনতে পারে।[৯৫]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

ভদ্রতা-নম্রতা, সহিষ্ণুতা, মেহমানদারি ও সরলতা তাঁর হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের নমুনা। সর্বদা মানুষের কল্যাণ করা এবং তাদের সাথে সদাচরণ করা ছিল তার অভ্যাস। মানুষজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। তিনি সর্বদা সাধারণ মানুষের মতো থাকতেন। কষ্টদানকারীকে ক্ষমা করে দিতেন। গরীব ব্যক্তিদের দাওয়াতে শরীক হতে পসন্দ করতেন এবং বড়লোকদের দাওয়াতে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকতেন। বাড়িতে খাওয়ার জন্য যা কিছু থাকত তা খেয়ে নিতেন। অনেক সময় নিজের খানা ছাত্রদেরকে সাথে নিয়ে খেতেন। মানুষের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ করতেন। সুন্নাতের অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত কট্টর এবং সাধারণ কথাবার্তায় অত্যন্ত নরম ছিলেন। ঝগড়া-বিবাদ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকতেন। দ্বীনের প্রচার ও হাদীছের প্রসারে

---

৯২. *মাসিক ‘ছহীফায়ে আহলেহাদীছ’, দিল্লী, রজব ১৩৪৪ হিঃ। গৃহীত : তানযীল ছিদ্দীকী, আছহাবে ইলম ওয়া ফযল, পৃঃ ১৮০।*

৯৩. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৩২, ৬৪; মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৩১।*

৯৪. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৫১।*

৯৫. *মুকাম্মাল নামায, পৃঃ ৩০।*

অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মোটকথা, তাঁর জীবনে ইলম ও আমলের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।[৯৬]

হত্যার ষড়যন্ত্র ও কারামত :

মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব যখন দিল্লীর কালাঁ মসজিদে খুৎবা দেয়া শুরু করেন, তখন দলে দলে হানাফীরা আহলেহাদীছ হতে থাকে। এতে তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এমনকি তাঁকে হত্যার জন্য গুণ্ডা পর্যন্ত ভাড়া করে। এ সম্পর্কে দু'টি ঘটনা নিম্নরূপ :

১. তিনি বিল্লিমারায় শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। রাতে একাই ফিরতেন। এই সুযোগে এক রাতে শত্রুরা রাস্তায় তাঁকে হত্যার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে তিনি শত্রুদের পাহারার মধ্যেই শ্বশুর বাড়ি বিল্লিমারা থেকে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসেন। শত্রুদের সামনে দিয়ে চলে আসলেও তারা তাঁকে একদম দেখতে পায়নি।

২. তাঁকে হত্যার জন্য ৫০০ রূপী দিয়ে আব্দুল্লাহ মারওয়াড়ী নামে এক গুণ্ডাকে ভাড়া করা হয়। এই ব্যক্তি এক জুম'আর দিনে মাওলানার মাদরাসায় এসে কাঁদতে কাঁদতে তার অপরাধ স্বীকার করে বলে, মৌলভী ছাহেব! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করুন! আপনাকে হত্যা করার জন্য ৫০০ রূপী পুরস্কার নির্ধারিত ছিল। আমি আপনাকে হত্যার সাহস করেছিলাম। লাহোরী দরজা ও কুতুব রোডের মাঝখানে সড়ক ও বাতি ছিল না। শুধু নদীর উপরে একটি সেতু অন্ধকারে আচ্ছাদিত ছিল। সেখানে কাউকে মেরে ফেললে কোন হদিস পাওয়া যাবে না। লাইনের উপর দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করত। আপনি বিল্লিমারা থেকে আসার পথে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় মোক্ষম সুযোগ আসবে ভেবে অন্ধকার ও নির্জনতার সুযোগ নিয়ে আমি আপনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে লাঠি নিয়ে লাইনের উপরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। ইতিমধ্যেই আপনি চলে আসেন। যখন আমি লাঠি নিয়ে সামনে অগ্রসর হই এবং আপনাকে মারার জন্য লাঠিটা উঠাই, ঠিক তখনি কে যেন আমার বুকে সজোরে এমন এক ঘুষি মারে যে, আমি কয়েক ধাপ পিছে সরে যাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেও একই ঘটনা ঘটে। এরপর আমার আর সাহসে কুলায়নি। এরই মধ্যে আপনি চলে যান। মৌলভী ছাহেব! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাকে মাফ করুন! মাওলানা সবার সামনে তাঁকে মাফ করে দেন। এ ঘটনা ঐ ব্যক্তি কয়েকবার জনসম্মুখে কেঁদে কেঁদে বর্ণনা করেছিল।[৯৭]

ক্ষমাশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত :

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। কোন যালেমের যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতেন না। একবার তাঁকে ও তাঁর ছাত্রদেরকে পাঞ্জাবীরা দাওয়াত দেয়। চাবুক সওয়ারা গলিতে তারা থাকত। তারা তাদেরকে ১২-টার সময় দাওয়াত খাওয়ায়। অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করে। মাওলানাকে বলা হয়, আছরের পরে মাগরিবের পূর্বে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। আপনি অবশ্যই আসবেন। ওয়াদা পূরণের জন্য তিনি আছরের পর সেখানে যান। সেখানে গিয়ে বিয়ের কোন প্রস্তুতি দেখতে না পেয়ে বলেন, মাগরিবের ছালাতের সময় হয়ে গেছে। আমি ফিরাশখানা মসজিদে ছালাত আদায় করে আসছি। একথা বলে তিনি যেমনি বের হ'তে উদ্যত হয়েছেন, তেমনি দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকা লোকজন বেরিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে সামনে নিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে পিঠে বেদম প্রহার করে। তারা তার দাড়ি মুণ্ডন করতে চাইলেও তাতে সফল হয়নি। তিনি মারের চোটে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করার পর অনেক রাতে জ্ঞান ফিরে আসে। হাফেয হামীদুল্লাহ দিল্লীর কমিশনারের নিকট মামলা দায়ের করলে তিনি নিজে অকুস্থল যীনাত মহলে এসে রক্তরঞ্জিত কাপড় উদ্ধার করেন। কমিশনার ছাহেব মাওলানার কাছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুমতি চান। কিন্তু মাওলানা এর বদলা দুনিয়াতে নিতে চাননি। তিনি এর মাধ্যমে ধৈর্যের পরীক্ষা দেন এবং ক্ষমাশীলতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[৯৮]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) একজন নির্লোভ মুত্তাক্বী আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই ও কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে তিনি কুরআন ও হাদীছের প্রভূত জ্ঞান অর্জন করে দরস-তাদরীস ও দাওয়াত-তাবলীগের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ পথে বাধা এসেছে। বিরোধীরা নানারূপ শত্রুতার জাল বুনেছে। এমনকি হত্যার জন্য গুণ্ডা পর্যন্ত ভাড়া করেছে। কিন্তু আল্লাহ্র খাছ রহমতে তিনি নিরাপদ ও অক্ষত থেকেছেন। তিনি কখনো অধৈর্য হননি। বরং প্রবল হিম্মত নিয়ে সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হয়েছেন। বহু মৃত সুন্নাত পুনর্জীবিত করেছেন। আহলেহাদীছদের জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখে মর্মাহত-ব্যথিত হয়ে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন আহলেহাদীছ সংগঠন। তাঁর সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন সোনালী যুগের সালাফে ছালেহীনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই ত্যাগী কর্মবীরের জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাঊস দান করুন-আমীন!!

---

৯৬. *মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আওর উনকা খান্দান, পৃঃ ৮৩।*
৯৭. *ঐ, পৃঃ ১১০-১১১।*
৯৮. *ঐ, পৃঃ ১১১-১১২।*

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

হাদীছের গল্প

ইয়াহ্‌য়াহ বিন যাকারিয়া (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পাঁচ উপদেশ

হাদীছে নববীর মাঝে লুকিয়ে আছে অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। যাতে মানুষের জন্য রয়েছে অনুপম উপদেশ ও জীবন চলার পথের অনন্য দিক নির্দেশনা। এমনই একটি হাদীছ নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

হারেছ আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু যাকারিয়া (আঃ)-কে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বানী ইসরাঈলকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেন। তিনি তদনুযায়ী আমল করতে বিলম্ব করছিলেন, তখন ঈসা (আঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আপনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বানী ইসরাঈলকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেন। আপনি তাদেরকে নির্দেশ দেন অন্যথা আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব। তখন ইয়াহইয়া (আঃ) বললেন, আপনি যদি আমার পূর্বে নির্দেশ দেন তাহ'লে আমি আমাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দেওয়ার অথবা আমাকে শাস্তি দেওয়ার আশঙ্কা করছি। অতঃপর তিনি লোকদেরকে বায়তুল মাক্বদাসে সমবেত করলেন। মসজিদ ভরে গেলে তারা বারান্দায় বসল। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমি সে অনুযায়ী আমল করি এবং তোমাদেরকে সে অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দেই। তন্মধ্যে প্রথমটি হ'ল তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপনকারীর উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যে তার সম্পদের খাঁটি সোনা ও রূপা দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে তাকে বলল, এটা আমার ঘর আর এগুলো আমার কাজ। তুমি এ কাজগুলো করবে এবং এর প্রাপ্য আমাকে বুঝিয়ে দিবে। সে কাজ করতে থাকল এবং মালিক ব্যতীত অন্যকে এর সুফলাদি দিতে থাকল। তোমাদের কে খুশি হবে যে তার দাস এরূপ হোক? কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে রিযিক দেন। অতএব তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। ২. আল্লাহ তোমাদেরকে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তোমরা ছালাত আদায়কালে এদিক-সেদিক তাকাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখমণ্ডল বান্দার মুখমণ্ডলের দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন যতক্ষণ না বান্দা এদিক-সেদিক তাকায়। ৩. আমি তোমাদেরকে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। ছিয়াম পালনকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি দলের সাথে অবস্থান করছে আর তার সাথে রয়েছে সুগন্ধিযুক্ত একটি থলে। সবাই সেটির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে অথবা সেটি সবাইকে তার প্রতি আকৃষ্ট করছে। আর ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ মিশকে আম্বরের সুগন্ধি অপেক্ষা আল্লাহ্‌র নিকট অতি পবিত্র। ৪. আমি তোমাদেরকে ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিচ্ছি। ছাদাক্বাকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শত্রুরা পাকড়াও করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে ফেলেছে এবং তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার কম-বেশী সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দিচ্ছি। অতঃপর সে মালের বিনিময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল (অনুরূপ ছাদাক্বাকারী ছাদাক্বা করার মাধ্যমে নিজেকে বিপদমুক্ত করে)। ৫. আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির করার নির্দেশ দিচ্ছি। যিকিরকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার শত্রুরা দ্রুততার সাথে তার পিছু ধাওয়া করেছে অতঃপর সে একটি সুরক্ষিত দুর্গে গমন করে নিজেকে তাদের থেকে রক্ষা করল। তদ্রূপ কোন বান্দা আল্লাহ্‌র যিকর ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হ'ল যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানাল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম। অতএব তোমরা আল্লাহর আহ্বান দ্বারা আহ্বান কর, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র বান্দা মুমিন-মুসলিম হিসাবে নামকরণ করেছেন। *(তিরমিযী হা/২৮৬৩; হাকেম হা/১৫৩৪; আহমাদ হা/১৭৮১৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৪; ছহীহ তারগীব হা/১৪৯৮)*। অতএব আসুন, আমরা ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)-এর সুন্দর পাঁচটি উপদেশ এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পাঁচটি উপদেশ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি। এ উপদেশগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করলে আমরা পৃথিবীতে সফলতা অর্জন করতে পারব এবং পরকালে সুখময় জান্নাত লাভ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

** আব্দুর রহীম*
গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

আয় বুঝে ব্যয় না করার ফল

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'কাট ইওর কোট অ্যাকোরডিং টু ইওর ক্লোথ'। অর্থাৎ আয় বুঝে ব্যয় কর। যারা আয় বুঝে ব্যয় করে না তাদের বিপদ আসন্ন। যেমন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা ঠিক নয়, তেমন কৃপণতাও কাম্য নয়। আয় বুঝে ব্যয় না করলে নিস্ব হ'তে হয়, এরূপ একটা গল্প উপস্থাপন করব।

জনৈক ব্যক্তি অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিল। সে আরাম আয়েশপূর্ণ জীবন-যাপন করত। একদা তার জীবনের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে সে তার জীবনী এভাবে শোনাল।-

আমি পৈত্রিক সূত্রে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলাম এবং আমি তা বেহিসাব খরচ করতে থাকলাম। অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেল। অবস্থা এমন হ'ল যে, আমার বাড়ি-ঘর সব বিক্রি করে দিলাম। আমার হাতে তেমন কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না, যা আমি বিক্রি করে পরিবারের খরচ বহণ করব। এমন কোন কৌশলও অবলম্বন করতে পারলাম না, যার মাধ্যমে সম্পদ সঞ্চয় করা যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার মা ও আমার স্ত্রী সুতা কেটে আমাদের পরিবারের খরচ চালান। কিন্তু তাদের উপার্জনে আমাদের জীবন পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ আমরা অভিজাত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলাম।

আমি একজন যুবক ছিলাম। বেকারত্বের কারণে আমি খুব কোনঠাসা হয়ে পড়লাম। আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, তুমি মিশর যাচ্ছ না কেন? সেখানে গিয়ে তোমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ। হ'তে পারে সেখানে তোমার জন্য রিযিকের দরজা খুলে যাবে। সকালে উঠে আমি স্বপ্নের বিষয়টি চিন্তা করে সেটিকে গায়েবী পরামর্শ মনে করে মিসর যাওয়ার প্রস্ত্তুতি নিতে লাগলাম। আমার কাছে কোন পরিচয় পত্র থাকা আমি ভাল মনে করলাম। যার মাধ্যমে ঐ অপরিচিত স্থানে আমি পরিচিত হ'তে পারব। তাই আমি কাযী আবু ওমর নামে এক ব্যক্তির নিকট গেলাম এবং তাকে স্বীয় পিতার বন্ধুত্বের পরিচয় তুলে ধরে বললাম, মিসরের কাযীর নিকট আমার জন্য একটি পত্র লিখে দিন যার মাধ্যমে আমি মিসর পৌঁছতে পারি।

পত্রটা নিয়ে মিসর রওয়ানা হ'লাম। সেখানে পৌঁছে আমি পত্রটি প্রশাসনকে দেখালাম। কিন্তু এতে কোন ফায়েদা হ'ল না। কেউ আমাকে পাত্তা দিল না। আমি অত্যন্ত পেরেশান হ'লাম। তার উপর এ দীর্ঘ সফর। এরও কোন ফায়েদা হ'ল না। এ থেকে নিজের দেশ কতই না উত্তম ছিল। সময় খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। আমার সাথে যতটুকু সম্বল ছিল তাও শেষ হয়ে গেল। ভিক্ষা করার পারিস্থিতি দেখা দিল। ভাবলাম ভিক্ষা চাইতে শুরু করি। কিন্তু এ কাজ করতে মন চাচ্ছিল না। এদিকে পেটে ভীষণ ক্ষুধা। আমি অপারগ হয়ে গেলাম। ভাবলাম যে, ঠিক আছে রাতে ভিক্ষা করব, রাতে বের হ'লাম। কিন্তু ভিক্ষা করার পদ্ধতিও আমার জানা ছিল না। তবে চেহারায় এবং পোশাক-পরিচ্ছদে ফকীরের ছাপ ছিল। কেউ আমার প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হ'ল না।

রাত গভীর হয়ে গেল, রাস্তায় কিছু কিছু লোক তখনও চলাচল করছিল। হঠাৎ করে আমি পুলিশের দৃষ্টিতে পড়ে গেলাম। তারা আমাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। আমি ভিনদেশি হওয়ায় তাদের সন্দেহ আরো গভীর হ'ল। পুলিশ আমাকে মারতে শুরু করল। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করলাম। কিন্তু পুলিশকে কে বাঁধা দিবে? আমি পুলিশকে বললাম, স্যার আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাদের সকল সত্য কথা বলছি। পুলিশ আমাকে সব কথা বলার অনুমতি দিল। আমি তখন তাদেরকে বাগদাদ থেকে মিসর আসার ঘটনা শোনালাম। আমি আমার স্বপ্নের কথা বললাম এবং তার কারণে এসেছি এটাও জানালাম। কিন্তু এখানে কিছু পেলাম না।

পুলিশ অফিসার বললেন, আমি তোমার চেয়ে বড় আহমক কখনও দেখি না। আল্লাহ্র কসম! আমি অমুক বছর স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, বাগদাদের অমুক রাস্তার অমুক মহল্লায় এক ব্যক্তির বাড়ি আছে। সেখানে পূর্ব পুরুষেরা অনেক সম্পদ পুঁতে রেখেছে। পুলিশ অফিসার আমার বাড়ির কথা এবং আমার দাদার নাম উলেখ করলেন। তিনি আরো বললেন, সেখানে একটি বাগিচা ও একটি বরই গাছ ছিল। ঐ বরই গাছের নীচে তেত্রিশ হাযার দীনার পুঁতে রাখা আছে। তুমি গিয়ে তা নিয়ে আস। আমি এ স্বপ্নের প্রতি মোটেও কর্ণপাত করিনি। না এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছি। কিন্তু হে আহমক! তুমি কত বড় গাধা, একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে নিজের দেশ ছেড়ে মিসর চলে এসেছ?

আমি তাকে বললাম না যে, যে বাড়ি এবং বরই গাছের স্বপ্ন আপনি দেখেছেন, তা আমারই বাড়ি। আমি তার কথা স্মরণ রাখলাম, আমাকে দেখে তার দয়া হ'ল, তাই সে আমাকে ছেড়ে ছিল। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমি সোজা এক মসজিদে গিয়ে উঠলাম। ওখানে রাত কাটিয়ে প্রভাতে স্বদেশ যাওয়ার জন্য প্রস্ত্তুতি নিলাম।

ঘটনাচক্রে ওখান থেকে এক কাফেলা বাগদাদে যাচ্ছিল, আমি তাদের সাথে মিলিত হ'লাম। পথিমধ্যে আমি কাফেলার লোকদের খেদমত করে বাগদাদে পৌঁছে গেলাম, বাড়িতে পৌঁছে আমি মিসরী পুলিশের স্বপ্নকে বাস্তবে পেলাম। আমি ঐ সম্পদকে গণীমত মনে করে খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে তা থেকে খরচ করতে থাকলাম। ব্যবসা করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যথেষ্ট বরকত দান করেছেন। এসবই ঐ ব্যবসার ফল।

** আব্দুর রহীম*
গবেষণা সহকারী,
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

চিকিৎসা জগৎ

উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগ

ব্লাড প্রেসার (Blood pressure) নামে অতিপরিচিত রোগটিই হচ্ছে হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশন রোগটি সকলের না থাকলেও সুস্থ-অসুস্থ প্রতিটি মানুষেরই ব্লাড প্রেসার থাকে। হৃদপিণ্ড রক্তকে ধাক্কা দিয়ে ধমনীতে পাঠালে ধমনীর গায়ে যে প্রেসার বা চাপ সৃষ্টি হয় তা-ই ব্লাড প্রেসার। এই চাপের একটি স্বাভাবিক মাত্রা আছে। আর যখন তা স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখনি তাকে বলা হয় হাইপারটেনশন (Hypertension) বা উচ্চ রক্তচাপ।

স্বাভাবিক প্রেসার : পূর্ণ বিশ্রামে থাকা একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের রক্তের চাপ বা ব্লাড প্রেসার হবে ১২০/৮০ মিলি মিটার পারদ চাপ। এক্ষেত্রে ১ম সংখ্যাটি (১২০) দ্বারা হার্ট-এর সংকোচনের সময় ধমনীর ব্লাড প্রেসার এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি দ্বারা হার্ট-এর প্রসারণের সময়ে ধমনীর ব্লাড প্রেসারকে নির্দেশ করা হয়। এই ১ম প্রেসার সংখ্যাটি (যাকে সিস্টোলিক প্রেসার বলা হয়) সবসময়ই দ্বিতীয়টি থেকে বেশি এবং এর স্বাভাবিক মাত্রা ১৪০ মি.মি এর নীচে এবং ৯০ মি.মি এর উর্ধ্বে। অন্য দিকে ২য় প্রেসার সংখ্যাটিকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বলা হয় এবং এর স্বাভাবিক মাত্রা ৯০ মি.মি এর নীচে এবং ৬০ মি.মি এর উর্ধ্বে। তাই উপরের প্রেসারটি ১৪০ বা তার উর্ধ্বে অথবা নীচের প্রেসারটি ৯০ বা তার উর্ধ্বে পাওয়া গেলে ধরে নিতে হবে রোগীর ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিকের উর্ধ্বে। অর্থাৎ তিনি উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন রোগে ভুগছেন। তবে বয়সের উপর ভিত্তি করে এই মাত্রার কিছুটা তারতম্য হ'তে পারে।

রোগের কারণ : হাইপারটেনশন রোগের শতকরা ৯৫ ভাগ কারণই এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। একে বলা হয়, এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন। বাকী ৫% হ'ল সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন। এর মধ্যে কিছু আছে কিডনির রোগ, কিছু হরমোনের সমস্যা জনিত রোগ। তাছাড়া ধমনীর রোগ, ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং গর্ভাবস্থাও এর জন্য দায়ী হ'তে পারে।

লক্ষণ : রোগের প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সময়ই রোগীর কোন অভিযোগ থাকে না। তবে কিছু রোগী মাথার পিছনের দিকে ব্যথা, বেশী প্রস্রাব হওয়া, হঠাৎ হঠাৎ ঘেমে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি উপসর্গ অনুভব করতে পারে। ব্লাড প্রেসার খুব বেশী হ'লে উপসর্গও বৃদ্ধি পেতে পারে। দীর্ঘ দিন ব্লাড প্রেসার অনিয়ন্ত্রিত থাকলে তা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে এবং সে সমস্যা নিয়েও রোগী অসুস্থ হ'তে পারেন।

রোগ নির্ণয় : ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র দিয়ে মাপলে কারো প্রেসার যদি বেশি পাওয়া যায়, সেটাই হাইপারটেনশন নির্ণয় করার জন্য যথেষ্ট। তবে দীর্ঘ দিন অনিয়ন্ত্রিত হাইপারটেনশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতির কারণ হয়ে থাকলে সেসকল অঙ্গের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার প্রয়োজন হ'তে পারে।

জটিলতা : অনিয়ন্ত্রিত হাইপারটেনশন স্ট্রোক, এনকেফালোপ্যাথি, চোখের রেটিনার প্রভূত ক্ষতি সাধন ও অন্ধত্ব, হৃদপিণ্ডের দেয়ালের পুরুত্ব বাড়ানো, হার্ট এটাক ও হার্ট ফেইলুর, কিডনি ফেইলুর সহ বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ হ'তে পারে।

চিকিৎসা : হাইপারটেনশন চিকিৎসার প্রথম স্তরটিই হ'ল জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তন (lifestyle modification) করা। তন্মধ্যে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা। যেমন খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে আনা, আতিরিক্ত শর্করা বা চর্বি জাতীয় খাবার না খাওয়া, ধূমপান বা এলকোহলের অভ্যাস থাকলে তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা, শরীরের বাড়তি ওযন কমানো, ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়মিত হাল্কা শরীরচর্চা করা, নিয়মিত ইবাদত করা ইত্যাদি। অনেক সময় শুধু এসব পরামর্শ মেনে চলার মাধ্যমেই হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এরপরেও যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, সেক্ষেত্রে কার্ডিওলজিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ খাওয়া যেতে পারে। কার্ডিওলজিস্টগণ সাধারণত ডায়েরুটিক্স, বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, এসিই ইনহিবিটর, এআরবি ব্লকার, আলফা ব্লকার বা মস্তিষ্কের কেন্দ্রে কাজ করে প্রেসার কমানোর এমন ঔষধগুলো বিভিন্ন মাত্রায় রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করে উচ্চ রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করেন।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

আনারসের চাষাবাদ

আনারস একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর সুস্বাদু ও স্বল্পমেয়াদি ফল। আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাজা ফল হিসাবে আনারস খাওয়া হয়। তবে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার (জুস, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই আনারসের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাণিজ্যিক ফল হিসাবেও আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। পার্বত্য যেলা সমূহ এবং মৌলভীবাজারের শ্রীমংগল ও টাংগাইল যেলার মধুপুর এলাকায় কৃষকদের কাছে আনারস একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। অতীতে শুধুমাত্র বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস পর্যন্ত) আনারস পাওয়া যেত। ইদানীং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশেষ করে পার্বত্য যেলাগুলোতে বছরব্যাপী আনারস উৎপাদন হচ্ছে। আর এ কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি পণ্য হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে আনারস বিশেষ অবদান রাখছে।

আনারসের পুষ্টিমান ও ঔষধিগুণ : আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি ও সি। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে পুষ্টি উপাদানের শতকরা পরিমাণ হচ্ছে পানি ৮৬ ভাগ, ভিটামিন-এ ৬০ আই.ইউ, ভিটামিন সি ৬৩ মি.গ্রাম, আমিষ ০.৪ ভাগ, শ্বেতসার ১২ ভাগ, রাইবোফ্লোবিন ১২০ মি.গ্রাম, ক্যালসিয়াম ০.০২ ভাগ, ফসফরাস ০.০১ ভাগ, লৌহ ০.৯ ভাগ, স্নেহ জাতীয় পদার্থ ০.১ ভাগ, খনিজ পদার্থ ০.৫ ভাগ ও আঁশ ০.৩ ভাগ।

পৃথিবীতে উৎপাদিত আনারসের বেশিরভাগই প্রক্রিয়াজাত করা হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আনারসের ফল অ্যালকোহল ও সাইট্রিক এসিড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আনারস-এর রসে ব্রোমিলিন নামক এক প্রকার জারক রস থাকে বলে আনারস পরিপাক কাজে সহায়ক। এছাড়া কচি ফলের শাঁস ও পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে সেবন করলে ক্রিমি দমনে সহায়ক হয়।

জাত : পৃথিবীতে আনারসের অনেক জাত থাকলেও বাংলাদেশে হানি কুইন, জায়েন্ট কিউ ও ঘোড়াশাল এই তিন জাতের আনারস চাষ হয়ে থাকে। হানি কুইন জাতের আনারস পার্বত্য যেলাগুলোতে ও শ্রীমংগলে এবং জায়েন্ট কিউ জাতের আনারস মধুপুর অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আনারসের হানি কুইন ও জায়েন্ট কিউ এই দু'টি জাতই জনপ্রিয়। এই জাতের ফল অত্যন্ত সুমিষ্ট, কম আঁশযুক্ত, রসালো আকারে ছোট, স্বাদ ও গন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট। অপরদিকে জায়েন্ট কিউ জাতের ফল আকারে বড় ও ওযনে ভারী। তাই অসমতল জমিতে চাষ করলে ফল পুষ্ট হওয়ার আগেই গাছ হেলে পড়ে এবং ফল ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই পাহাড়ের ঢালে হানি কুইন জাতের আনারস চাষ করা উত্তম। বর্তমানে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি যেলায় হানি কুইন জাতের আনারস বেবিপাইনঅ্যাপেল নামে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে সারা বছর উৎপাদন হচ্ছে এবং বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

বংশবিস্তার : স্বাভাবিক অবস্থায় আনারসের বীজ হয় না। বিধায় বিভিন্ন ধরনের চারা/সাকারের মাধ্যমে আনারসের বংশবিস্তার হয়ে থাকে। সাধারণত সাইড সাকার বা পার্শ্ব চারা, স্লিপ সাকার বা বোঁটার চারা, মুকুট চারা বা ক্রাউন ও গুঁড়ি চারা বা গ্রাউন্ড সাকার দিয়ে আনারসের বংশবিস্তার হয়ে থাকে। এর মধ্যে বাণিজ্যিক চাষের জন্য সাইড সাকার সর্বোত্তম।

চাষ পদ্ধতি : পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষ করার জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে, যেখানে পাহাড়ের ঢাল খুব বশি খাড়া নয়। এছাড়া বেশি ঢালু জমিতে পরিচর্যা করা অসুবিধা ও ভূমিধসের সম্ভাবনা থাকে।

জমি তৈরি : পাহাড়ের ঢালে আনারসের চাষ করার জন্য কোনক্রমেই জমি চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আলগা করা উচিত নয়। এতে ভূমিক্ষয়ের মাধ্যমে উর্বর মাটি ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধু পাহাড়ের জঙ্গল বা আগাছা মাটির স্তরে কেটে পরিষ্কার করে জমি চারা রোপণের উপযোগী করে তুলতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি : পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষের জন্য কন্টুর পদ্ধতি বা সমউচ্চতা বরাবর ঢালের বিপরীতে আড়াআড়িভাবে জোড়া সারি করে চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। কখনো ঢাল বরাবর সারিতে চারা রোপণ করা উচিত নয়। এতে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়। পাহাড়ের ঢালে জোড়া সারিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সে. মি. ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০-২৫ সে. মি. দেয়া উচিত। এতে হেক্টরপ্রতি ৫০ হাযার বা কানি প্রতি (৪০ শতাংশ) ৮ হাযার চারা প্রয়োজন। নির্ধারিত স্থানে চারা রোপণের পর গোড়া ভালোভাবে চেপে দেয়া উচিত।

পরিচর্যা :

আগাছা দমন : পাহাড়ের ঢালে আগাছা বেশি হয় বলে আগাছা বেড়ে উঠার আগেই দমন করা উচিত। জোড়া সারির মাঝখানে আস্তরণ দিয়ে আগাছা দমন করা সহজ হয়। এছাড়া আস্তরণ ব্যবহার করলে আরো যে উপকার পাওয়া যায় তাহ'ল- ১. মাটির ক্ষয় কম হয়, ২. শুকনো মৌসুমে মাটিতে আর্দ্রতা সংরক্ষণ হয়, ৩. পচে জৈবসার যুক্ত হয়। ফলে উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

সার প্রয়োগ : চারা রোপণের দুই মাস পর গাছপ্রতি ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১০ গ্রাম করে গাছের গোড়া থেকে ১৫ সে. মি. দূরে ডিবলিং পদ্ধতিতে/পেগিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। একইভাবে গাছের বয়স যখন ৭-৮ মাস হবে, তখন আরেক বার একই মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়।

আনারস গাছে ফুল ধরা নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর আনারস গাছে ফুল আসে এবং ফুল আসার ৪-৫ মাস পর ফল পাকে। সাধারণত জুন-জুলাই মাস আনারসের ফল পাকার সময়। অমৌসুমে ফল পাওয়ার জন্য হরমোন প্রয়োগ করে ফুল-ফল ধরা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইথ্রেল বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রধানত হরমোন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ৫০০ পি পি এম ঘনত্বের দ্রবণ গাছপ্রতি ৫০ মি. লি. পরিমাণ গাছের বয়স ৮-১১ মাস বা ৩০-৪০টি পাতা হ'লে গাছের মাথায় চুঙ্গীর মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। বৃষ্টির সময় হরমোন প্রয়োগ না করাই ভালো।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

সুখের নীড়

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শান্তি নামের সোনার হরিণ পালিয়ে গেল কোন বনে?
অশান্তির নেকড়েগুলো করছে শাসন সবখানে।
মোরা এখন করব কি পাই না খুঁজে কুল
স্বাধীন দেশে নয় তো স্বাধীন দেখছি সরষে ফুল।
গণতন্ত্রের ঢোল বাজিয়ে গাইছে নেতা সুখের গান,
শাসন ত্রাসে আরেক নেতা কাড়ছে অনেক তাযা প্রাণ।
ক্ষমতা লাভের দর্প দ্বন্দ্বে দেশটা যে আজ গরম,
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে নাইতো নেতার শরম।
মানব রচিত বিধান দিয়ে যায় না পাওয়া শান্তি,
দেশটা যাবে রসাতলে বাড়বে শুধু শ্রান্তি।
মোদের তরে দরকার এখন খেলাফতে ইসলামী,
নবীর পথে গড়ব জীবন দূর করে সব নষ্টামী।
সকল কাজে প্রভুর কাছে করব নত শীর
রোজ হাশরে কঠিন ক্ষণে পাব সুখের নীড়।

***

তাওহীদের ডাক

আমীরুল ইসলাম মাস্টার
ভায়ালক্ষীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

সত্য পথের পথিক মোরা
চিত্তে সাহস সর্বদাই
সত্য কথা বুক ফুলিয়ে
বলতে কোন শঙ্কা নাই।

যেথায় যাব সেথায় কব
সত্য কথা সাহস ভরে
শক্ত করে আছে বাঁধা
আল্লাহর কালাম বক্ষে করে

নবীর বাণী সত্য জানি
শক-সন্দেহ নেইকো দিলে
কারো কথা মানি না তাই
নবীর কথা যে যায় মিলে।

একই পথের পথিক মোরা
অনেক পথের ধার না ধারি
কুরআন-হাদীছ পথের দিশা
নবীই মোদের দিকদিশারী।

লক্ষ-কোটি দেবতাদের
উপাসনা বন্ধ করে
এক আল্লাহ্‌র ইবাদতই
করতে হবে দুনিয়া পরে।

শিরক ও বিদ'আতের ধার ধারি না
আমরা যে ভাই মুসলমান
অহি-র বিধান কায়েম করতে
দিতে জানি জান কুরবান।

তাওহীদের ঐ ঝাণ্ডা হাতে
চলি সারা বিশ্ব মাঝে
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ছাড়া
মানি নাকো মিথ্যা বাজে।

পীর ইমামের যুক্তি নয়
কুরআন-হাদীছ মেনে নাও
আল্লাহ্‌র কাছে দু'জাহানে
মুক্তি যদি পেতে চাও।

***

বর্ষবরণ

মুহাম্মাদ সাইফুয্যামান
শোলমারী, মেহেরপুর।

বাংলা বর্ষ বাঙ্গালীদের
মোরা বাংলাদেশী,
স্বাধীন দেশে বাস করে
পরাধীনতাই বেশী ॥
নিরাপত্তা নেইকো হেথায়
বিপদ সীমাহীন,
খুন-খারাবি, সন্ত্রাস-মাস্তানি
বাড়ছে দিন দিন ॥
৩/৪ বার করল হ্যাট্রিক
দুর্নীতিতে দেশ,
কাজের বেলায় যেমন তেমন
পরিকল্পনায় বেশ ॥
ভাষার জন্য করল মিছিল
জীবন বাজি ধরি,
সেই বাংলা তারিখ ভুলে স্মরি
একুশে ফেব্রুয়ারী ॥
জারি-ভাওয়াইয়া, সারি-ভাটিয়ালী
পল্লীগীতি আর নাই।
আব্বাস-আলীমের বাংলা ভুলে
পপ-প্যারোডি, ব্যাণ্ডগীতি গাই ॥
বর্ষবরণ এলে পরে–বাঙ্গালীরা মাতে
৫০০ টাকা দাম হাঁকে– এক প্লেট পান্তা ভাতে ॥
তাও খেতে হয় লাইন ধরি
রাঙ্গা পেড়ে হলুদ শাড়ী পরি
এইতো মোদের সংস্কৃতি
সবাই পালন করি ॥
পহেলা বৈশাখ পৃথকভাবে পালন করা নয়
প্রতিটি দিবস ও রাত্রি আল্লাহ্‌র দান ভাই
তাঁর হুকুমে সকাল হয়, তাঁর হুকুমে সন্ধ্যা
আসুন করি তারই জন্য শুকরিয়ার সিজদা ॥

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ। পরিভাষায় ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করার নাম তাওহীদ। তাওহীদ ৩ প্রকার। যথা- ক. তাওহীদে রুবূবিয়াত খ. তাওহীদে উলূহিয়াত গ. তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত।
২. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। শিরক দু'প্রকার। যথা- ক. ছোট শিরক ও খ. বড় শিরক।
৩. আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করাকে বড় শিরক বলে। এর পরিণাম হচ্ছে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী হওয়া *(মায়েদা ৭২)*।
৪. ঈমান অর্থ বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত রূপকে ঈমান বলা হয়। এর সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই'-এ সাক্ষ্য প্রদান করা ও সর্বনিম্ন হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।
৫. ঈমানের স্তম্ভ ৬টি। যথা- ১. আল্লাহ ২. ফেরেশতাকুল ৩. আসমানী কিতাব ৪. নবী-রাসূল ৫. আখিরাত ও ৬. তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
৬. ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। পরিভাষায় শিরকমুক্তভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং ইসলামের অন্যান্য বিষয় পালন করা। ইসলামের স্তম্ভ ৫টি। যথা- ১. তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি ২. ছালাত কায়েম করা ৩. যাকাত প্রদান ৪. রামাযান মাসে ছিয়াম পালন ৫. সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা।
৭. ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। তাদের সরদার জিবরীল (আঃ) এবং নবী-রাসূলগণের নিকটে অহী নিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁরই।
৮. মক্কার কাফেররা তাওহীদে রুবূবিয়াতে বিশ্বাসী ছিল *(লোক্বমান ৩১)*।
৯. মক্কার কাফেররা বিভিন্নভাবে আল্লাহর ইবাদত করত। যেমন তারা কা'বা ঘরের তওয়াফ করত, হজ্জ করত ইত্যাদি।
১০. নবী-রাসূল বা অলীকে অসীলা করে দো'আ করা বড় শিরক।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. গিরগিটি ২. ঝিঁঝি পোকা ৩. সিল মাছ, ঘণ্টায় ১০৯ কি.মি.
৪. চিতা বাঘ ৫. অ্যালবাট্রস ৬. অ্যালবাট্রসের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ ফুট।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক)

১. মক্কার কাফেরগণকে মুশরিক বলার কারণ কি?
২. তাদের মূর্তিপূজার ধরন কিরূপ ছিল?
৩. বিপদে পড়লে কাফেরদের অবস্থা কেমন হ'ত?
৪. বর্তমান যুগে অনেক লোক বিপদে পড়লে কি করে থাকে?
৫. নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মূল বক্তব্য কি ছিল?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান বিষয়ক)

১. ফটোকপিয়ার কে আবিষ্কার করেন?
২. ঘাস কাটার যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন?
৩. পারমাণবিক বোমা কে আবিষ্কার করেন?
৪. টেলিফোন কে আবিষ্কার করেন?
৫. বৈদ্যুতিক পাখা আবিষ্কার করেন কে?
৬. রেফ্রিজারেটর কে আবিষ্কার করেন?
৭. মাইক্রোফোন আবিষ্কার করেন কে?
৮. ক্যালকুলেটার কে আবিষ্কার করেন?
৯. দোলক ঘড়ি আবিষ্কার করেন কে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় ডাঙ্গীপাড়া মিছবাহুল উলূম এবতেদায়ী মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর 'রজনীগন্ধা শাখার পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'হাসনাহেনা' শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, অত্র মাদরাসার সহকারী শিক্ষক গোলাম মাওলা ও মুহাম্মাদ ইবরাহীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আবু নাঈম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফারহানা।

হেরার আলো

তরীকুল ইসলাম
সান্তাহার, বগুড়া।

উচ্চ হেরার গুহায়
মগ্ন ছিলে ধ্যানে
হেরার আলোয় ধন্য তুমি
পূর্ণ হ'লে জ্ঞানে।
হেরার আলো পৌঁছে দিলে
সব মানুষের দ্বারে
অহি-র আলোয় আলোকিত
সকল নারী-নরে।
ঘুচল আঁধার হাসল জগৎ
পূর্ণ হ'ল দ্বীন
হেরার আলোয় বাঁচল সবাই
বাজল রবের বীণ।
জালন সবাই জগৎজুড়ে
স্রষ্টা সবার আল্লাহ
হেরার আলোয় সুপথগামী
দ্বীনের মাঝি-মাল্লা।
শিরক-বিদ'আত সব মতবাদ
পড়ল লুটে পায়ে
হেরার আলোয় কুপথ ছেড়ে
উঠল দ্বীনের নায়ে।

ছালাত পড়

ফারহান আহমাদ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আয় ফিরে আয় ছালাতের জন্য
আয় ছুটে আয় মসজিদে
ছালাত পড়ে নেকী কর
পরকালে নাজাত পেতে।
ঘুমিয়ে আর থাকবি কত
নরম-কোমল বিছানাতে?
ফজর-এশা ছাড়লি কেন
ঘুমিয়ে থেকে আলসেমীতে?
পরকালে যদি পেতে চাস
পরম সুখের আবাস ঘর
নবীর তরীকায় নিয়মিত
ছালাত আদায় কর।

স্বদেশ

জনাব মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামানের ফাঁসি

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাপ্তাহিক সোনারবাংলা পত্রিকার সাবেক সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামানকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টে চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর গত ১১ই এপ্রিল শনিবার দিবাগত রাত ১০.৩০ মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এ রায় কার্যকর হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। উল্লেখ্য, এর প্রায় দেড় বছর পূর্বে বিগত ১২ই ডিসেম্বর'১৩-এ অপর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে একই অভিযোগে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে ২০১০ সালের ২৯শে জুলাই জনাব ক্বামারুযযামানকে গ্রেফতার করা হয় এবং ওই বছর ২রা আগস্ট তাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার দেখানো হয়। ৯ই মে'১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে করা মোট ৭টি অভিযোগের মধ্যে ৫টিতে অভিযুক্ত করে দু'টি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড, দু'টিতে যাবজ্জীবন এবং অপর একটিতে ২০ বছর কারাদণ্ড দেন। অতঃপর নিয়ম অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণার এক মাসের মধ্যে আসামীপক্ষ সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। তারপর ৩রা নভেম্বর'১৪ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ মৃত্যুদণ্ডের একটি অভিযোগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বহাল রাখেন। আরেকটিতে সাজা বাতিল করে যাবজ্জীবন করেন। এরপর রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে আপিল বিভাগে রিভিউ পিটিশন করা হয়। গত ৬ই এপ্রিল'১৫ উক্ত আবেদন খারিজ করে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়।

মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান ১৯৫২ সালে শেরপুর যেলার বাজিতখিলা ইউনিয়নের মুদিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি এসএসসি এবং ১৯৭৪ সালে বিএ পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে ১৯৭৬ সালে এম এ পাস করেন। মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান সাংগঠনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত ছিলেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত তিনি সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান।

নিশ্চিহ্ন হ'তে চলেছে সুন্দরবন

বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা অনুযায়ী সুন্দরবনের আয়ু আছে আর মাত্র ১০ বছর। এর মধ্যেই বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ ম্যানগ্রোভের বেশিরভাগ অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'আগামী একদশকের মধ্যে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনের একটি বড় অংশ পানির তলায় হারিয়ে যেতে পারে। প্রতি বছর ৩-৮ মিলিমিটার পানির স্তর বেড়ে যাবে সুন্দরবনে। রিপোর্টে বলা হয়, ২০০৪ সালে সুনামির সময় সুন্দরবনের অবস্থা কী হ'তে পারে তার একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠেছিল। এখনও জোয়ারের সময় ঘোড়ামারা এবং তার সংলগ্ন আরও বেশ কয়েকটি দ্বীপ পুরোপুরি পানির তলায় চলে যায়। রিপোর্টে সতর্ক করা হয়েছে, যদি সমস্যা সমাধানে বড় ধরনের পদক্ষেপ না নেয়া হয়, তবে মানচিত্রে সুন্দরবনের কোন চিহ্ন থাকবে না। কারণ সুন্দরবনের ভূ-পৃষ্ঠ সমুদ্রতল থেকে বেশী উঁচুতে নয়। ফলে মাত্র ৪৫ সেমি পানিস্তর বাড়লেই গোটা সুন্দরবনের ৭৫ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বিদেশ

সন্ত্রাসী হামলার পর ফ্রান্সে ইসলামী বইয়ের বিক্রয় বৃদ্ধি

ফ্রান্সের জাতীয় বুকশপ ইউনিয়নের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর ইসলাম বিষয়ক বই বিক্রয়ের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। ইউরোপে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকা এ ধর্মের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। গত জানুয়ারীতে প্যারিসে এ হামলায় ১৭ জন নিহত হওয়ার পর ফ্রান্সের ফিলোসফি ম্যাগাজিনের কুরআন বিষয়ক বিশেষ ক্রোড়পত্র এত বেশী বিক্রি হয়েছে যে, এখন আর তা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন দোকানে ইসলাম বিষয়ক অন্যান্য বইও দেদারছে বিক্রি হচ্ছে।

ক্রোড়পত্রের প্রকাশক ম্যাগাজিনের পরিচালক ফেব্রিস গারশেল বলেন, ফরাসীরা ইসলাম সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জানতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে তারা এ ধর্ম সম্পর্কে যা জানতে পারছে, তাতে তারা খুব বেশী সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না।

বিশেষতঃ ফরাসী শিক্ষাবিদরা ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার ব্যাপারে কৌতূহলী হচ্ছেন। সম্প্রতি প্যারিসের নামকরা কলেজ দ্য ফ্রান্সে কুরআন অধ্যয়নে একটি চেয়ার উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ কৌতূহলী হয়ে ইসলামকে সঠিকভাবে চেনার জন্য নতুন করে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেছেন।

ভারতে গরু যবেহ নিষিদ্ধ করবে ভারত সরকার

-কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেন, ভারতে গরু যবেহ নিষিদ্ধ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে সরকার। গত ২৯শে মার্চ জৈন সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতে কোনভাবেই গরু যবেহ মেনে নেয়া যায় না। দেশে গরু যবেহ নিষিদ্ধ করার জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব। এ ব্যাপারে ঐক্যমত গড়ে তোলারও চেষ্টা করা হবে। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় এরই মধ্যে গরু যবেহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সমাবেশে গরুর পাশাপাশি মহিষ যবেহও নিষিদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের দাবী ওঠে।

এছাড়া তিনি বাংলাদেশীরা যাতে গরুর গোশত খাওয়া ত্যাগ করে, সেজন্য গরু চোরাচালান ঠেকাতে সীমান্তে অতিরিক্ত বিএসএফ সদস্য মোতায়েনের নির্দেশও দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, সীমান্তে গরু চোরাচালানের বিরুদ্ধে টহলব্যবস্থা যোরদার করায় সম্প্রতি বাংলাদেশে গরুর গোশতের দাম ৩০ শতাংশের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এই টহল আরো কঠোর করলে চোরাচালান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে বাংলাদেশে গরুর গোশতের দাম ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বেড়ে যাবে। তখন বাংলাদেশের মানুষ গরুর গোশত খাওয়া ছেড়ে দেবে। ভারতের সরকারী পরিসংখ্যান মতে, ২০১৪ সাল থেকে ১৭ লাখ গরু ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে এসেছে।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয় গরু যবেহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে একটি বিল তৈরী করেছিল। কিন্তু পার্লামেন্টে ঐ বিল পাস হয়নি।

এদিকে ভারতের ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে গরু না এলে বছরে ৩৯ হাযার কোটি রুপি ক্ষতির মুখে পড়বে ভারত। কারণ এতে বছরে সোয়া কোটি দুধ বন্ধ হয়ে যাওয়া গরু ভারতে গোয়ালেই থেকে যাবে। তখন এই গরুগুলো পুষতে এ খরচের বোঝা বহন করতে হবে।

[মানুষ কখনো গরুর পূজা করতে পারে না। অথচ এতবড় একটা দেশের নেতাদের মাথায় এখন গোপূজা ঢুকেছে। তারা গরুকে শকুন দিয়ে খাওয়াতে রাযী, কিন্তু তা যবেহ করে মানুষ দিয়ে খাওয়াতে রাযী নয়। কি চমৎকার প্রগতিবাদ! গরুর কাছে মানবতার এই পরাজয় নিঃসন্দেহে অবমাননাকর। সত্য-মিথ্যার ও হালাল-হারামের কোন স্থায়ী মানদণ্ড না থাকার কারণেই ভারতীয় নেতাদের এই লজ্জাকর পদস্খলন। গরু সহ সকল গবাদি পশুকে আল্লাহ মানুষের সেবার জন্য ও তাদের খাদ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন (নাহল ১৬/৫; হজ্জ ২২/৩৪)। এই কুরআনী সত্যকে মেনে নেবার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাই (স.স.)]

ইসরাঈলের পরমাণু বোমা তৈরীর কথা ফাঁস করল আমেরিকা

ইসরাঈলের পরমাণু বোমা বানানোর বিষয়টি ফাঁস করে দিয়েছে আমেরিকা। সত্তর-আশির দশকে প্রচলিত আণবিক বোমার চেয়ে এক হাযার গুণ শক্তিশালী বোমা তৈরীর চেষ্টা ইসরাঈল করছে বলে ইসরাঈলের পরমাণু কর্মসূচি সংক্রান্ত আমেরিকার গোপন প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের নির্দেশে একটি সংস্থা কর্তৃক তৈরী করা এই প্রতিবেদনটি গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশ করেছে ওয়াশিংটন। এতে ইসরাঈলী পরমাণু গবেষণাগারগুলোর উচ্চ মানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইসরাইলের সোরেক এবং দিমোনা পরমাণু স্থাপনা মানের দিকে থেকে আমেরিকার লস অ্যালমস, লরেন্স লিভারমোর এবং ওক ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরিজের পরমাণু গবেষণাগারগুলোর সমান। এছাড়া এখানে অনেক গোপন তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত ইসরাঈলের পরমাণু বোমা বিষয়ক তথ্য ফাঁস করল আমেরিকা।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে নিহত হয়েছে ১৩ লাখ মানুষ

ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এক দশকের সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ পর্যন্ত ১৩ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সময়ে ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে প্রায় ১৩ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ১০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে ইরাকে। ২ লাখ ২০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে আফগানিস্তানে। পাকিস্তানে নিহত হয়েছে প্রায় ৮১ হাযার মানুষ। এছাড়া এর প্রভাবে এ তিনটি দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ২০ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম জাহান

নাযুক অবস্থায় কিউবার মুসলিম সম্প্রদায়

কমিউনিস্ট দেশ কিউবায় মুসলমানের সংখ্যা মাত্র চার হাযার। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু সেখানে নেই কোন মসজিদ, নেই কোন হালাল গোশতের দোকান! ছোট্ট এক উপকূলীয় শহর আলামারার একটি পরিত্যক্ত খেলার মাঠে প্রতি শুক্রবার জুম'আর ছালাতের জন্য জড়ো হন কিছু সংখ্যক কিউবান মুসলিম। এই শহরে হাতে গোনা অল্প ক'জন মুসলিমের বাস। খেলার মাঠে যখন তারা ছালাত আদায় করেন, তখন আশ-পাশে থাকে মদ্যপানরত মানুষ আর অশ্লীলতার ছড়াছড়ি! কিউবার মতো একটা দেশে ইসলামিক রীতি এবং ঐতিহ্য মেনে চলা যে কত কঠিন চ্যালেঞ্জ তা এ অবস্থা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

রাজধানী হাভানায় মুসলমানদের ছালাত আদায়ের স্থান এখন পর্যন্ত একটাই। সেটা হ'ল ইমাম ইয়াহইয়া পেড্রো টোরেজের বাড়িতে। তিনি কিউবার ইসলামিক লীগের প্রেসিডেন্ট। তিনি স্বীকার করলেন, কিউবার মত দেশ, যেখানে মদ্য পান আর খোলামেলা যৌনতা একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার, শূকর যেখানে জাতীয় খাদ্য, সেখানে কড়াকড়িভাবে ইসলাম মেনে চলা খুবই কঠিন। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী একজন বলছিলেন, আমরা হালাল খাবার চাই, সেটা পাওয়া মোটেও সহজ নয়। তবে সবার সঙ্গে আমাদের খুব চমৎকার সম্পর্ক। সম্প্রতি সঊদী আরব কিউবার রাজধানী হাভানার শিল্পাঞ্চলের কাছে মসজিদ তৈরির কাজ শুরু করেছে। যেটা হবে কিউবার প্রথম মসজিদ।

যৌথবাহিনী গঠন করবে আরব লীগ

আরব লীগভুক্ত দেশগুলো সর্বসম্মতভাবে যৌথ সামরিক বাহিনী গঠনের খসড়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে হুমকি মোকাবিলায় এ বাহিনী গঠন করা হবে। গত ২৯শে মার্চ আরব লীগের মহাসচিব নাবীল আরাবী একথা জানান। তিনি বলেন, মিশরে আরব লীগ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এ বাহিনী গঠন বিষয়ক খসড়া ইশতেহারের বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে কোন হুমকি দেখা দিলে এ বাহিনী দ্রুত অভিযানে নামবে বলে খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে। আরব লীগের আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে এ প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। সম্প্রতি ইয়ামনে হাওছীদের উত্থান এবং লিবিয়া, সিরিয়া ও ইরাকে চরমপন্থী সংগঠনগুলোর সঙ্গে আরব দেশগুলোর সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে আরব দেশগুলোর নেতারা এই আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নিলেন।

পর্যালোচকদের মতে, প্রায় ২২টি দেশ এই প্রস্তাবিত বাহিনীতে যোগ দেবে। এই বিশেষ বাহিনীতে ৪০ হাযার সেনা থাকবে। তাদেরকে যুদ্ধবিমান, যুদ্ধ জাহায ও হালকা অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হবে।

চীনে দাড়ি রাখা ও বোরকা পরায় দম্পতির কারাদণ্ড

চীনে ইসালম ধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তিকে দাড়ি রাখার দায়ে ছয় বছর এবং নেকাবসহ বোরকা পরার অপরাধে তার স্ত্রীকে দু'বছর কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। গত

২৯শে মার্চ ঐ দম্পতির বিরুদ্ধে সমস্যার সৃষ্টি ও ঝগড়ার মতো অস্পষ্ট অভিযোগ এনে এ শাস্তি দেওয়া হয়। জিনজিয়াং অঞ্চলের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের ৩৮ বছর বয়স্ক ঐ ব্যক্তি ২০১০ সাল থেকে দাড়ি রেখে আসছেন এবং তাঁর স্ত্রী বোরকা ও নেকাবে মুখ ঢেকে রাখতেন।

উল্লেখ্য, চীনা কর্তৃপক্ষ দাড়ি রাখার বিষয়টিকে উগ্রপন্থার সঙ্গে তুলনা করে এবং দাড়ি না রাখতে উইঘুর মুসলমান পুরুষদের নিরুৎসাহিত করে আসছে। এছাড়া 'প্রজেক্ট বিউটি' নামের আরেকটি অভিযানের মাধ্যমে মুসলিম নারীদের বোরকা ও নেকাব ত্যাগ করতে উৎসাহ দিয়ে আসছে। গণ-পরিবহনে ইসলামী পোষাক পরাও নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া মুসলিম চাকরিজীবী ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের রামাযান মাসে ছিয়াম রাখাও নিষিদ্ধ রয়েছে সেখানে।

[জি-হ্যাঁ! এটাই হ'ল গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী এবং জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতার অধিকারী একটি দেশের ভিতরকার চরিত্র। চীন, ভারত, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী কোন দেশেই মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। কারণ ত্বাগূতী বিধানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীই হ'ল ইসলাম। ফলে সংঘর্ষ স্বাভাবিক। বস্তুতঃ ইসলামের মধ্যেই রয়েছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। মানুষ যত দ্রুত এটা বুঝবে, তত দ্রুত তাদের মঙ্গল হবে (স.স.)]

৫০ সালে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২.৮ বিলিয়ন

বিশ্বে ইসলামই সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। জনপ্রিয়তার বিচারেও ইসলামই সর্বশীর্ষে। ২০50 সাল নাগাদ ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২.৮ বিলিয়ন। এটা হবে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। সাম্প্রতিককালে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা নিকট অতীতের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি সপ্তাহে অন্তত ৫০ জন ইসলাম গ্রহণ করে, যাদের বেশীর ভাগই তরুণ-তরুণী। ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যাই থাকতে পারে সবচেয়ে বেশী। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে পাওয়া গেছে এমন তথ্য। একদিন ধর্মসমূহ ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এমন ধারণার কথা অতীতে অনেকেই বলেছেন। তবে ঐ গবেষণার ফলাফল বলছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সেখানে বলা হয়েছে, প্রায় প্রতিটি ধর্মের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ধর্ম হিসাবে ইসলামের এই বিস্তার ও প্রভাবের কারণ ইসলামের নীতি-আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

তবে দৃশ্যগ্রাহ্য দু'টি প্রধান কারণ হ'ল, মুসলমানদের মধ্যে জন্মহার তুলনামূলকভাবে বেশী এবং ধর্মান্তরকরণের মধ্যে এই ধর্মে প্রবেশের হার অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বহুগুণ বেশী। অবশ্য ইহূদী-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-হিন্দু কেউই একে ভালো চোখে দেখছে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সারাবিশ্বে মুসলমানদের উপর অন্যায় নির্যাতন এবং মুসলিম দেশগুলোতে চলমান যুদ্ধ-হানাহানির পেছনে প্রধান কারণই যে ইসলামের উত্থান ও মুসলিম আধিপত্য ঠেকানো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

অভিনব সুগন্ধি

যুক্তরাজ্যের উত্তর আয়ারল্যান্ডের একদল বিজ্ঞানী একটি বিশেষ সুগন্ধি তৈরী করেছেন, যাতে ব্যবহারকারী যত ঘামবেন, সুগন্ধের মাত্রা তত বাড়বে। কারণ এটি তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলে বেশী সুবাস ছড়াতে থাকবে। আর তাই ঘামের গন্ধকে ছাপিয়ে তীব্র হ'তে থাকবে সৌরভ। বেলফাস্টের কুইন্স ইউনিভার্সিটির ঐ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন বিজ্ঞানী নিমাল গুণারত্নে। সুগন্ধি তৈরীর নতুন পদ্ধতিটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হ'তে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অন্ধকারেও দেখার ক্ষমতা পাবে মানুষ!

অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের রাতের দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই কম। নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি প্রায় শূন্য। কিন্তু ক্যার্লিফোনিয়ার বিজ্ঞানীদের একটা আবিষ্কার বদলে দিতে পারে এ পরিস্থিতি। অন্ধকারেও দেখার ক্ষমতা পেতে পারে মানুষ। এজন্য দরকার হবে না কোনও বাইনোকুলার বা অত্যাধুনিক চশমা। প্রাকৃতিক উপায়েই কোরিন ই-সিক্স রাসায়নিক সাহায্যে ঘন অন্ধকারে পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত যেকোনও বস্তুকে দেখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে মানুষ।

কোরিন ই-সিক্স সাধারণত পাওয়া যায় সামুদ্রিক প্রাণী থেকে। অনেক দিন ধরেই ক্যান্সার প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় এই রাসায়নিক। ক্যালিফোর্নিয়ার বায়োকেমিক্যাল বিশেষজ্ঞরা একটু অন্যভাবে গবেষণা করে দেখেছেন, চোখের রেটিনার মধ্যে কোরিন ই-সিক্স প্রয়োগ করতে পারলে দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই বেড়ে যায়। সেই অবস্থায় একেবারে অন্ধকার পরিবেশেও কয়েক ঘণ্টার জন্য সবকিছু দিব্যি দেখতে পারবে মানুষ।

রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণে সহজলভ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন

মানুষ ও প্রাণীর রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রকৃতিতে বিদ্যমান। একেক ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য একেক রকম হওয়ায় তা শনাক্ত করা অনেকটাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) মাইক্রোবায়োলজী অ্যাণ্ড হাইজিন বিভাগের এক গবেষক মানুষ ও প্রাণীর ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণের সহজলভ্য একটি ডিভাইস উদ্ভাবন করেছেন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'মাইক্রো অ্যারোফিলিক গ্যাস চেম্বার' নামক ঐ ডিভাইসটি অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে তৈরী হওয়ায় ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণে ব্যয় কমবে বলে জানান ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক ড. এসএম লুৎফুল কবীর। তিনি পশু ও মানুষের ডাইরিয়ার নমুনা হ'তে কম খরচে 'ক্যাম্পালোব্যাকটার' নামক ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণে একটি ডিভাইস তৈরী করেছেন। এই ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণে খরচ হবে মাত্র ১২০ টাকা।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫

রাজশাহী ২৬ ও ২৭শে মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিনব্যাপী ২৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*। ১ম দিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় তাবলীগী ইজতেমা'১৫-এর সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান এবং স্বাগত ভাষণ দেন তাবলীগী ইজতেমা'১৫ ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ।

অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা যারিয়াতের ৫৬ আয়াত উল্লেখ করে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, তাবলীগী ইজতেমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহ্‌র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা। কেননা বর্তমান পৃথিবীর সকল হানাহানি কাটাকাটির মূল কারণ হচ্ছে এটাই। একদল মানুষ জীবিত মানুষের দাসত্ব করছে। আরেকদল মানুষ মৃত মানুষের দাসত্ব করছে। আমরা মুসলিম-অমুসলিম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সকল বনু আদমকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার আহ্বান জানাই। তিনি বলেন, আমরা মানুষের কথার উপরে কুরআন-হাদীছকে অগ্রাধিকার দেই এবং সেদিকেই মানুষকে আহ্বান জানাই। তাই যারা আমাদের দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ, তারা সেই হারানো কথাগুলি শ্রবণ করার জন্য নওদাপাড়ার ইজতেমায় আসেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ইবাদত হ'তে হবে ইখলাছের সাথে। কোনরূপ রিয়া যেন কারু মনে স্থান না পায়। নেকীর জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করুন। একে অপরকে সহযোগিতা করুন ও পরস্পরকে ক্ষমা করুন। এই বলে তিনি আল্লাহ্‌র নামে দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর পূর্ব থেকে প্রদত্ত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর), 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম (রাজশাহী), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা), মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা দুর্রুল হুদা (মোহনপুর, রাজশাহী), হাফেয শামসুর রহমান আযাদী (সাতক্ষীরা)।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর : দরসে কুরআন, মুহতারাম আমীরে জামা'আত (দারুল হাদীছ জামে মসজিদ) এবং প্যাণ্ডেলে মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী (মারকাযের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) ও দরসে হাদীছ, (প্যাণ্ডেল) মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)। বক্তব্য (প্যাণ্ডেল) অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (নরসিংদী), অধ্যাপক আকবর হোসাইন (যশোর), মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা)।

জুম'আর খুৎবা :

মুহতারাম আমীরে জামা'আত (প্যাণ্ডেলে) এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (দারুল হাদীছ জামে মসজিদ)।

২য় দিন বাদ আছর থেকে :

অধ্যাপক দুর্রুল হুদা (গোদাগাড়ী, রাজশাহী), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী) ও অন্যান্য বক্তাগণ।

দেশের চলমান অবরোধ ও হরতালের সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও মুছল্লীদের ব্যাপক উপস্থিতি তাবলীগী ইজতেমাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বাইরের যেলাগুলি থেকে সর্বমোট ১০৮টি রিজার্ভ বাস, ট্রেনের রিজার্ভ বগি ও ১২টি মাইক্রোবাস ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে প্রায় সব যেলা থেকেই ট্রেন, বাস, মাইক্রো, ভটভটি, মটর সাইকেল, সাইকেল, ইজিবাইক ইত্যাদি বিভিন্ন যানবাহন যোগে হাযার হাযার মুছল্লী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। সঊদী আরব ও সিঙ্গাপুর সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারুনুর রশীদ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয লুৎফর রহমান, আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও মীযানুর রহমান। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুস সালাম (যশোর), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), আবু রায়হান (সাতক্ষীরা) ও মুহাম্মাদ এনামুল হক (নওগাঁ) প্রমুখ।

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচিতি পেশ :

বহু আকাংখিত ও সদ্য প্রকাশিত নবীদের কাহিনী-৩ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রোতাদের সামনে বাদ মাগরিব তুলে ধরেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম। বৃহৎ সাইজে ৭২০ পৃষ্ঠার এই অমূল্য গ্রন্থটির (হাদিয়া ৩৮০ টাকা) কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন, এ যাবত আরবী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় নবীজীবনের উপর প্রাচীন ও আধুনিক যত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, প্রায় সবগুলি থেকে অত্র গ্রন্থে তথ্যাবলী সংযোজিত হয়েছে।

সেই সাথে সেগুলির মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ ও বড় ধরনের ভুল, সেগুলি অত্র গ্রন্থে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন অনেক তথ্যাবলী সংযোজিত হয়েছে, যেগুলি বিগত সমালোচক ও টীকাকারগণের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত অত্র গ্রন্থে 'প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়' এরূপ আড়াই শতাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন। এ বিষয়ে তিনি উদাহরণ স্বরূপ ৩টি নমুনা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন।

সবশেষে তিনি বলেন, উপরোক্ত কারণ সমূহের প্রেক্ষাপটে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থটি সীরাত গবেষকদের নিকটে অতুলনীয় ও যুগশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে। আমরা চাই গ্রন্থটি নবীপ্রেমিক সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক এবং মানুষ নবীচরিতের অনুসরণে নিজের জীবন গড়ে তুলুক।

তার ভাষণের পর মুছল্লীদের মধ্যে 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' খরিদের হিড়িক পড়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে অনেক ক্রেতা ও পাইকারগণ অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে যান। অতঃপর সেদিন থেকেই গ্রন্থটি নিয়মিত বাঁধাই হচ্ছে ও নগদ বিক্রি হচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

১ম দিনের ভাষণ :

প্রথম দিন বাদ এশা রাত পৌনে ৯-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সূরা আহযাবের ২১ আয়াত তেলাওয়াত করে রাসূল (ছাঃ)-এর সীরাত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, আমাদের রাসূল নূরনবী নন, তিনি মানুষ নবী ছিলেন। আমাদের রাসূল পূজনীয় নন, বরং তিনি অনুসরণীয় ছিলেন। আমাদের রাসূল খানকা আর হুজরার সাধক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা এবং ধর্ম ও কর্মজীবনে সর্বযুগের সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি শুধু নিজের অনুসারীদের সংস্কার করেননি, বরং পুরা সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এজন্য আমরা বলি, তিনি ছিলেন মহা বিপ্লবের মহানায়ক। একই বাজারে তাঁর ও তাঁর চাচা আবু লাহাবের দাওয়াতের হাদীছটি উদ্ধৃত করে আমীরে জামা'আত বলেন, ভাতিজার দাওয়াত ছিল আল্লাহ্র দিকে। আর চাচার দাওয়াত ছিল বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা শিরকী সমাজব্যবস্থার দিকে। বিশ্বাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি সেই সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একইভাবে আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কারের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, মানুষ হত্যা করে মানুষের উপরে দ্বীন কায়েম করা যায় না। তেমনি ব্যালটের মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষের রায় নিয়ে দ্বীন কায়েম করা আরেকটি ধোঁকা মাত্র। কারণ অহি-র বিধান অপরিবর্তনীয়। তা কারু ভোটের অপেক্ষা করে না। তিনি বলেন, ব্যালটও নয়, বুলেটও নয় স্রেফ আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করা সম্ভব। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে ৪টি দর্শনের সংঘাত চলছে। ১. সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন, ২. মডারেট বা শৈথিল্যবাদী দর্শন ৩. ছূফীবাদী দর্শন এবং ৪. আহলেহাদীছ-এর দর্শন। এই চারটি দর্শনের মধ্যে প্রথম তিনটি বাতিল। যা পাশ্চাত্যের অতীব নিকটবর্তী। শেষটাই কেবল সঠিক। যার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সহ সকল বাতিল শক্তি সর্বদা সোচ্চার। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ হকপন্থী দল। যারা কখনো শিরক ও বিদ'আতের সাথে আপোষ করে না। হক কখনো পরাজিত হয় না, বাতিল চিরদিন পরাজিত হয়। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সর্বদা সর্বত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করতে চায়। পরিশেষে তিনি সকলকে স্ব স্ব আক্বীদা ও আমল সংশোধন করে জান্নাতের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

২য় দিনের ভাষণ :

ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা রাত পৌনে ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা হজ্জের ৩৮ আয়াত উল্লেখ করে বলেন, তাওহীদ হ'ল মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। তিনি বলেন, শয়তানের দাসত্ব থেকে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আল্লাহ্র দাসত্বের শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ করার নাম তাওহীদ। মানুষ তাওহীদপন্থী হ'লে আল্লাহ তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেন। অর্থাৎ আল্লাহ ঐসব মুমিনদের শত্রুদের প্রতিহত করেন যারা বিশ্বাসঘাতক নয়, অকৃতজ্ঞ নয়। তিনি সূরা আন'আমের ১২২ আয়াতের আলোকে জীবন্ত ঈমানদার ও মৃত ঈমানদারের পার্থক্য উল্লেখ করে বলেন, মৃত্যু দু'রকম- আত্মিক মৃত্যু ও দৈহিক মৃত্যু। দৈহিক মৃত্যু হ'লে মানুষ কবরে চলে যায়। আর রূহানী বা আত্মিক মৃত্যু হ'লে মানুষ যমীনে হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু তার অন্তরে ভাল কিছু প্রবেশ করে না। এ যুগের মৃত অন্তরগুলো তিন ধরনের ধোঁকার মধ্যে আছে। ১. রাজনৈতিক ধোঁকা তথা অধিকাংশ মানুষের সমর্থনের ধোঁকা। ২. সূদী লেনদেনের ধোঁকা ৩. অসীলাপূজার ধোঁকা। এর মাধ্যমে মানুষ মৃত মানুষের পূজা করছে। এসব ধোঁকা থেকে বাঁচার উপায় হ'ল চারটি।- ১. আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করা ২. সর্বত্র ইলম ছড়িয়ে দেওয়া ৩. নেতাদের কল্যাণ কামনা করা ৪. হেদায়াতপ্রাপ্ত মানুষদের জামা'আতকে অপরিহার্য করে নেওয়া।

সবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহ ঐসব মুমিনকে ভালবাসেন, যারা আল্লাহ্র পথে ঐক্যবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রচীরের ন্যায় সংগ্রাম করে। তিনি সবাইকে অটুট ঐক্য বজায় রেখে সামনে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানান।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার ইজতেমা প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় মহিলা মাদরাসা ও টার্মিনালের পার্শ্ববর্তী পৃথক স্থানে দু'টি মহিলা প্যাণ্ডেল সহ ট্রাক টার্মিনালের পুরো ময়দানব্যাপী সুবিশাল প্যাণ্ডেল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। একই মাইক্রোফোনে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা হূদ ১১২ আয়াতের আলোকে বলেন, দ্বীনের প্রতি দৃঢ়তা ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে কোনরূপ কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়। যাতে দৃঢ়তা বিনষ্ট না হয় সেজন্য আল্লাহ পরের আয়াতেই বান্দাকে সতর্ক করেছেন।

তিনি বলেন, যার অন্তর যত বেশী আল্লাহ্র জন্য প্রশস্ত এ দুনিয়ায় তিনি তত বেশী সুখী। আর সুখী জীবন যাপনের জন্য পাঁচটি বস্তু প্রয়োজন। ১. নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও আল্লাহ্র উপরে একান্ত ভরসা। নইলে মানুষ আল্লাহ্র বদলে সৃষ্টির গোলাম হয়ে যায়। যার কোনই ক্ষমতা নেই। ২. কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞান। যা মানুষের হৃদয়কে প্রশান্ত করে। ৩. সকল কাজে আল্লাহ্র দিকে রুজূ হওয়া ও পূর্ণ অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালবাসা। ৪. সংকীর্ণ অন্তর ও কৃপণতা

Contents

পরিহার করা। কেননা কৃপণতা ও ঈমান কখনো এক অন্তরে স্থান পায় না। ৫. পূর্ণভাবে তাকদীরে বিশ্বাসী হওয়া। যার ফলে মানুষ সুখের দিন দিশা হারায় না এবং দুঃখের দিন নিরাশ হয় না। এ বিষয়ে তিনি কয়েকজন ছাহাবীর দৃঢ়চিত্ততার উদাহরণ পেশ করেন। সেই সাথে সকলকে দুনিয়াবী সংকীর্ণতা পরিহার করে আল্লাহ্র জন্য প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার আহ্বান জানান।

যুবসমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন বেলা সাড়ে ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, জাহেলিয়াতে ভরা সমাজকে পরিবর্তনের জন্য চাই তাওহীদের আলোই আলোকিত দৃঢ়কল্প একদল যুবক। যারা ইমারতের অধীনে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবে। তিনি বলেন, ইমারতের প্রতি ভালবাসা ও আল্লাহ্র নামে আনুগত্যের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত ইসলামী সংগঠন কায়েম হয় না। আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মী ও কাউন্সিল সদস্যগণ উক্ত অঙ্গীকারে আবদ্ধ। আমরা দো'আ করি তারা যেন আমৃত্যু উক্ত অঙ্গীকারের উপরে দৃঢ় থাকেন।

সমাবেশে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম বলেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী রেখে গিয়েছিলেন। যারা তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করেছিলেন। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মীদেরকেও তাঁদের মত রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ প্রচার-প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

অতঃপর অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলা সভাপতি হুমায়ুন কবীর, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, বগুড়া যেলা সভাপতি আব্দুর রাযযাক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

হাফেয শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান :

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের ৪জন ছাত্র এবং প্রথমবারের মত মারকাযের মহিলা শাখা মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসার ৩ জন ছাত্রী এ বছর পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেছে। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বাদ এশা তাদের পুরস্কার ও সনদ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক সালাফী। সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা হ'ল : ১. আব্দুল্লাহ বিন মাকবূল হোসাইন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ২. আব্দুল্লাহ বিন শামসুল হক (বগুড়া) ৩. ইউনুস বিন ইমরান (রাজশাহী) ৪. ফিরোয কবীর বিন হাসান আলী (দিনাজপুর)।

সনদপ্রাপ্ত ছাত্রীরা হ'ল : ১. মারিয়াম বিনতে আব্দুর রাযযাক (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ২. জারীন তাসনীম বিনতে শামসুল আলম (যশোর), ৩. তাহসীনা তাবাস্সুম বিনতে সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা)।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত বই ছিল আমীরে জামা'আত লিখিত 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' এবং 'ফিরক্বা নাজিয়াহ'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে আসাদুল্লাহ আল-গালিব (কুষ্টিয়া), শামীম আহমাদ (জয়পুরহাট) ও শাহীন রেযা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। এছাড়া ৭ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) প্রদান :

ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রণীত **সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)** হাদিয়া প্রদান করেন মাননীয় লেখক।

মহিলা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ১০-টায় মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা ময়দানে মহিলাদের জন্য পৃথক প্যাণ্ডেলে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, মা-বোনেরাই সন্তান গড়ার কারিগর। তাদের মাধ্যমেই একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে। অতএব তাদেরকে তাদের ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থে সংগঠনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব স্ব পরিবারকে সুশৃংখলভাবে গড়ে তুলতে হবে। কারণ তারাই হ'লেন গৃহের দায়িত্বশীল। নিজেকে ও নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর মূল দায়িত্ব মা-বোনদের। অতএব আপনারা যথাযথভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে যান।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যা আঞ্জুমান আরার সভানেত্রীত্বে উক্ত মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

ইজতেমার ৩য় দিন শনিবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিনি ইজতেমায় আগত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন। তিনি সবাইকে ছহীহ-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন। অতঃপর বিদায়কালীন দো'আ ও বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী ২৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাইকেল আরোহী :

তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য সুদূর সাতক্ষীরা (অন্যূন ৩২৫ কি.মি. দূর) থেকে সাইকেল যোগে রাজশাহীর নওদাপাড়ায় পৌঁছেন তালা উপযেলাধীন গড়েরকান্দা গ্রামের আব্দুল বারী (৫৮) ও সাতক্ষীরা সদর থানার কাওনডাঙ্গা গ্রামের যয়নাল আবেদীন (৭৫)। সাতক্ষীরা থেকে রাজশাহী পৌঁছতে তার সময় লাগে ২১ ঘণ্টা। তিনি ২০০৪ থেকে প্রতি বছর সাইকেল যোগে ইজতেমায় যোগদান করেন। অপরদিকে আব্দুল বারীর সময় লাগে ১৫ ঘণ্টা। এবার নিয়ে তিনি ১৩ বার বাইসাইকেল যোগে তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করছেন।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত :

২৬ মার্চ দুপুর ২-টায় ইজতেমার উদ্দেশ্যে বগুড়া থেকে রাজশাহী গামী রিজার্ভ বাস ব্রেক ফেইল করে নন্দীগ্রাম থানার রণবাঘা নামক স্থানে পার্শ্ববর্তী গাছের সাথে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনার শিকার হয়। এতে ৪ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়। তারা হ'লেন মাহফূযা আখতার (৫৬) লক্ষ্মীকোলা, মহীরুল ইসলাম (২২) বাগবাড়ী, সাইফুল ইসলাম (৪০) ও মুনছেফ আলী (৫০) বাগবাড়ী। এছাড়া বাগবাড়ী ফুরকানিয়া মাদরাসার ৪জন ছাত্রী সামান্য আহত হয়।

আহতদের মধ্যে মহীরুল, সাইফুল ও মুনছেফ আলীকে বগুড়ায় ফেরৎ নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিয়া মেডিকেল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে তারা চিকিৎসা নেন। মাহফূযা আখতার ও ৪জন ছাত্রীকে সরাসরি রাজশাহী নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসায় ছাত্রীরা সুস্থ হয়। কিন্তু মাহফূযা আখতারকে নওদাপাড়া ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যেখানে তার ভগ্ন পা প্লাস্টার করা হয়। অতঃপর ২৮ তারিখে বগুড়ার রিজার্ভ গাড়ীতে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইজতেমার ১ম দিন বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১১-টায় দিনাজপুরের বীরগঞ্জ থানার মাহতাবপুর গ্রামের রবীউল ইসলাম (৪২) ও চক দফর গ্রামের ফযলুল করীম (৩৮) অটোতে চড়ে ইজতেমা ময়দানে যাওয়ার পথে তাদের অটোরিক্সাকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে দু'জন গুরুতর আহত হন। রবীউল ইসলামের বাম হাত ভেঙ্গে যায়। সাথে সাথে তাদেরকে পার্শ্ববর্তী ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ফযলুল করীমকে সেলাই দেওয়া হয়। অতঃপর তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রবীউল ইসলামকে পরদিন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসার পর ২রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার রিলিজ দেওয়া হয়। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও মারকাযের চিকিৎসক জনাব ডা. সিরাজুল ইসলাম ও সোনামণি পরিচালক আব্দুল হালীম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমীরে জামা'আত তার জন্য আল্লাহর পথে বিপদগ্রস্ত হওয়ার বিনিময়ে উত্তম জাযা প্রার্থনা করেন।

[আমরা আল্লাহর নিকট তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।-সম্পাদক]

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

ইজতেমার ২য় দিন রাতে আমীরে জামা'আতের ভাষণের পরে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম দেশের সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত উচিয়ে সমস্বরে প্রস্তাবসমূহের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

(২) জাতি বিভক্তির প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৩) সকল রাজনৈতিক দলকে জনকল্যাণের স্বার্থে ধ্বংসাত্মক ও দেশের স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড হ'তে বিরত থাকতে হবে।

(৪) ৯০% মুসলমানের এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া থেকে সরকারকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

(৫) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত/অনুমোদিত বই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৬) সহ-শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৭) সাধারণ শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৮) মাদরাসার সিলেবাসে আরবী ও ইসলামী বিষয় সমূহের বাইরে অতিরিক্ত সিলেবাসের বোঝা হ্রাস করতে হবে। বিশেষ করে ২০০ নম্বরের সৃজনশীল ইংরেজী বিষয় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মেরুদণ্ড ধ্বংসকারী সকল নীল নকশা বাস্তবায়ন বন্ধ করতে হবে।

(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠনের সময় সভাপতি হিসাবে স্থানীয় এমপি বা তার প্রতিনিধির পরিবর্তে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী/প্রতিষ্ঠাতা/পরিচালনাকারী সংস্থার প্রধানকে সভাপতি মনোনয়ন দিতে হবে।

(১০) দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ছবি টাঙ্গানো এবং বিভিন্ন দিবস পালন ও রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন বাধ্যতামূলক করা চলবে না।

(দ্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৯শে মার্চ রবিবার, ৪র্থ পৃষ্ঠা ৩ ও ৪ কলাম ও অন্যান্য পত্রিকা)।

যেলা সম্মেলন

আসুন! সৃষ্টির সূচনায় দেওয়া স্বীকৃতি পূর্ণ করি!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

দিনাজপুর, ৪ঠা এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বিরল থানার ঢেলপীরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি জনগণের প্রতি সূরা আ'রাফের ১৭২-৭৩ আয়াত পেশ করে বলেন, প্রত্যেক মানুষই এক আদমের সন্তান। অতএব সবাইকে একত্রিত করে সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? আমরা বলেছিলাম হ্যাঁ' *(আ'রাফ ৭/১৭২)*। যার উদ্দেশ্য ছিল মানুষ দুনিয়াতে কেবল আল্লাহর দাসত্ব করবে ও তাঁর বিধান মেনে চলবে। কিন্তু আমরা এখন আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্যের বিধান মেনে চলছি। তাঁর দাসত্ব ছেড়ে অন্যের দাসত্ব করছি।

তিনি বলেন, আল্লাহর বিধান রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হদীছ সমূহের মধ্যে। এ দুই অভ্রান্ত সত্যের দিকে আমরা মানুষকে

Contents

আহ্বান জানাই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ একটি সংগঠনের নাম। আসুন! আমরা সকলে আমাদের সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি এবং সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জান্নাতের পথে আগুয়ান হই।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আজমালুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব।

কালেমা তাইয়েবার অনুসারী হউন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বগুড়া, ১১ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ঐতিহ্যবাহী আলতাফুন নেসা খেলার মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলা সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াত পেশ করে পবিত্র কালেমা ও অপবিত্র কালেমার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, পবিত্র কালেমার অনুসারী মানুষ পবিত্র জীবন লাভ করে। তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্‌র দাসত্ব করে। ফলে ইহকালে ও পরকালে তা সফলকাম হয়। পক্ষান্তরে অপবিত্র কালেমার অনুসারী মানুষ অপবিত্র জীবনের অধিকারী হয়। সে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শয়তানের দাসত্ব করে। ফলে ইহকালে ও পরকালে সে ব্যর্থকাম হয়। তিনি বলেন, যারা সফল জীবন চায়, তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র কালেমার অনুসারী হ'তে হবে। আর তা হ'ল আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ। অতএব আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলি।

তিনি কিছু মানুষের ব্যবসায়িক স্বার্থে আমদানী করা অনৈসলামী সংস্কৃতি ১লা বৈশাখ, চৈত্র সংক্রান্তি, বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ ইত্যাদিকে আবহমান বাংলার সার্বজনীন সংস্কৃতি বলার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ইসলামের অনুসারী সকলকে এসব নষ্ট সংস্কৃতির পিছনে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করার মত পাপকর্ম থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, আগামী ১৪ই এপ্রিল বাংলাদেশে ১লা বৈশাখ হ'লেও ভারতে ৩১শে চৈত্র। তারা ও এদেশের হিন্দুরা ঐদিন চৈত্র সংক্রান্তি করবে। আর তথাকথিত মুসলিমরা করবে ১লা বৈশাখ উদযাপন। অথচ বলা হচ্ছে, ১লা বৈশাখ সকল বাঙ্গালীর সার্বজনীন লোকোৎসব। ১৯৬৫ সালে প্রথম 'ছায়ানট' ১লা বৈশাখে রমনায় বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করে। অতঃপর ১৯৮৪ সালে ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ কিছু বেকার যুবক রমনা পার্কে পান্তা ভাতের দোকান দেয়। তার পর থেকেই শুরু হয় ইলিশ-পান্তার প্রথা। সেই সাথে শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা, বাঘ, সাপ, হুতোম পেচা ইত্যাদির বড় বড় মূর্তি বহন, রাস্তায় আল্পনা আঁকা ইত্যাদি অপচয় ও মূর্তি সংস্কৃতির প্রচার। এর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, বানর-হনুমান ইত্যাদি পশুর উদ্বর্তিত রূপ হিসাবে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। যা হ'ল ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ'-এর নাস্তিক্যবাদী দর্শন। তাছাড়া সেই সাথে যোগ হয়েছে নিষিদ্ধ মৌসুমে ইলিশ নিধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসের গোপন পাঁয়তারা। অতএব দেশপ্রেমিকরা সাবধান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রায্যাক, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আল-আমীন প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১১ এপ্রিল শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ১৯৯৩ সালে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে এবারেই প্রথম এর নতুন রূপায়ন ঘটল। এজন্য মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি বর্ষিয়ান সমাজনেতা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান ও তাঁর সহযোগীদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। মসজিদের সাথেই মহিলাদের পৃথক ছালাত ও ওযু খানার ব্যবস্থা করায় তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেই সাথে মসজিদের বেদখলী জমি পুনরুদ্ধার করায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে অত্র মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, এতদঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মারকায হিসাবে এই জামে মসজিদ আমরা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। বর্তমানে এটি গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার মারকায হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। যেলা আন্দোলন-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব প্রধান ছাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেদের মাধ্যমে এখান থেকে নিয়মিত মাসিক আত-তাহরীক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই-পত্র বিতরিত হয়। ফলে নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। তিনি সমবেত মুছল্লীদেরকে ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালে সকলে সমস্বরে তাঁকে সমর্থন দেন। তখন আমীরে জামা'আত আল্লাহকে তিনবার সাক্ষী রেখে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ ভাই-বোনদেরকে প্রতিজ্ঞা পূরণের তাওফীক দাও।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান এবং মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক

তরীকুয্যামান প্রমুখ। সবশেষে যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং যেলা সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ দো'আ পাঠের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, রাজশাহী হ'তে সকাল সাড়ে ৭-টায় রওয়ানা হয়ে সাড়ে ১০-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত গোবিন্দগঞ্জ পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে প্রথমে মসজিদ কমিটির বৈঠকে মিলিত হন। টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে মসজিদ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে তিনি সূধী সমাবেশে যোগদান করেন।

ইসলামী সম্মেলন

কালদিয়া, বাগেরহাট ১৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিচালিত আল-মারকাযুল ইসলামী, কালদিয়া, বাগেরহাটের উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোকতাদির। সম্মেলনে প্রধান আলোচক ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আমতলী কামিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া ও চিতলমারী আহলেহাদীছ মাদরাসার মোহতামিম মাওলানা আহমাদ আলী প্রমুখ। সম্মেলনে কৃতি ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মারকায সংবাদ

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী : এখান থেকে এবার ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৪-এ ৬ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রী সহ মোট ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি লাভ করেছে। ট্যালেন্টপুলে ৩ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী সহ মোট ৫ জন এবং ৩ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী সহ মোট ৫ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে। জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় এবার ট্যালেন্টপুলে ১ জন ছাত্রী ও সাধারণ গ্রেডে ১ জন ছাত্র সহ মোট ২ জন বৃত্তি পেয়েছে। রাজশাহী মহানগরীর ১০টি মাদরাসা থেকে এ বছর ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে মোট ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী। তার মধ্যে ১০ জনই মারকায থেকে।

(২) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এখান থেকে এবার ১১জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেছে। এদের মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ৩ জন এবং সাধারণ গ্রেডে ৮ জন। জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় এবার উক্ত মাদরাসা থেকে ৩ জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। তাদের মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ২ জন ও সাধারণ গ্রেডে ১ জন।

(৩) মাদরাসাতুল হাদীছ সাবগ্রাম, বগুড়া : এখান থেকে এ বছর ১৯ জন ছাত্র প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে ১৮ জনই বৃত্তি পেয়েছে। তাদের মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ১০ জন ও সাধারণ গ্রেডে ৮ জন।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে জাতীয় সুলতান জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন সাইফুল ইসলাম (ময়মনসিংহ), শহীদুল ইসলাম (দিনাজপুর), মুহাম্মাদ শফীক (কুষ্টিয়া), মো'আয্যম (বগুড়া), আব্দুল কুদ্দূস (পাবনা), রাকীবুল ইসলাম (মাগুরা), মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), ফযলে রাব্বী (নোয়াখালী) প্রমুখ। তাবলীগী ইজতেমায় ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আনোয়ারুল ইসলাম (রাজশাহী), আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ), আব্দুল লতীফ (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ জাবেদ (মুন্সিগঞ্জ), ইমাম হোসাইন (কুমিল্লা) ও হাসান (টাঙ্গাইল) প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও কলারোয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিনের পিতা মুহাম্মাদ রিয়াযুদ্দীন সরদার (৭৬) (আমীরে জামা'আতের ফুফাত বোনের ছেলে) গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী'১৫ শুক্রবার বেলা ২-টায় বসিরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। উল্লেখ্য, তিনি ঐ দিন স্বীয় কৃষিক্ষেতে পানি সেঁচরত অবস্থায় ব্রেন স্ট্রোক করেন। দ্রুত তাকে শাঁড়াপুল হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার আরো অবনতি হ'লে বসিরহাট হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন শনিবার বাদ যোহর তার সেজ ছেলে হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন তার জানাযার ছালাত পড়ান। অতঃপর পশ্চিম বঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা যেলার স্বরূপনগর থানার তারালী গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জীবনের শেষ ২৫ বছর তিনি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মসজিদে পেশ ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৭ পুত্র, ২ কন্যা, ২৩ পৌত্র-পৌত্রী, নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

(২) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি মোখতার হোসাইনের পিতা আব্দুল কাইয়ূম (৭৩) গত ১লা এপ্রিল'১৫ বুধবার দুপুর ২-টা ২০ মিনিটে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা, নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি গোপালনগর গ্রামের আহলেহাদীছ জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান, রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ।

[আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০১৫ ১৮তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : চার বা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম তাশাহহুদে দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করা যাবে কি?

-গোলাম রহমান, আইলাইন, বাহরাইন।

উত্তর : তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম বৈঠকে কেবল তাশাহহুদ পড়াই যথেষ্ট। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমাদের উপর তাশাহহুদ ফরয হওয়ার পূর্বে আমরা বলতাম, 'আসসালামু 'আলাল্লাহি মিন ইবাদিহী'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা এটা না বলে বরং 'আত্তাহিইয়াতু... বল' *(নাসাঈ হা/১১৬৮, ইরওয়া হা/৩১৯)*।

প্রথম বৈঠকে তাশহহুদের পরে দরূদ পাঠ না করার বিষয়টি বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়। যেমন (১) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, তাঁকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাশাহহুদ শিক্ষা দেন। ... অতঃপর তিনি ছালাতের মধ্যখানে হ'লে তাশাহহুদ পড়েই উঠে যেতেন। আর শেষ বৈঠক হ'লে তাশাহহুদের পরে ইচ্ছামত দো'আ করতেন। অতঃপর সালাম ফিরাতেন' *(আহমাদ হা/৪৩৮২, ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৭০৮, সনদ হাসান)*। (২) আবুবকর (রাঃ) যখন প্রথম বৈঠকে বসতেন, তখন তিনি যেন গরম পাথরের উপরে বসতেন' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩০৩৪, সনদ ছহীহ, ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর হা/৪০৬)*। (৩) ইবনু ওমর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩০৩৭)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রথম বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরূদ পাঠ করেছেন মর্মে কিছুই বর্ণিত হয়নি। যিনি এটাকে মুস্তাহাব বলেন, তিনি দরূদ পাঠের সাধারণ নির্দেশের উপরে ধারণা করেই সম্ভবত এটা বলেন। যদিও শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠের বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(যাদুল মা'আদ ১/২৩৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৯)*।

ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত আমল জারি রয়েছে বিদ্বানগণের নিকটে' *(তিরমিযী হা/৩৬৬-এর আলোচনা)*। তবে অনেক বিদ্বান তাশাহহুদ পাঠের 'আম' হাদীছের আলোকে প্রথম তাশাহহুদে দরূদ পাঠ করা জায়েয বলেন *(ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃঃ ১৪৬; ছহীহাহ হা/৮৭৮-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (২/২৮২) : রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রোথিতকারী (পিতা) এবং যাকে প্রোথিত করা হয়েছে (সন্তান) উভয়েই জাহান্নামী (আবুদাঊদ হা/৪৭১৭)। হাদীছটির সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আশরাফ হোসাইন
লালমাটিয়া, ঢাকা।

উত্তর : কন্যা সন্তান প্রোথিতকারিণী মাতা জাহান্নামে যাবে তার উক্ত অপরাধ ও কুফরীর কারণে। কিন্তু উপরোক্ত হাদীছ অনুযায়ী প্রোথিত সন্তান জাহান্নামে কেন যাবে তার ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, হাদীছটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হ'ল মুলায়কা নাম্নী জনৈকা মহিলার দুই ছেলে এসে তার মা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে, আমার মা জাহেলী যুগে মারা গেছেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারীণী, অতিথিপরায়ণা এবং বিভিন্ন সৎকর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের একটি বোনকে প্রোথিত করার মাধ্যমে হত্যা করেন। এমতাবস্থায় তার সৎকর্মসমূহ তার উক্ত পাপের কাফফারা হবে কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রোথিতকারিণী ও প্রোথিত কন্যা উভয়ে জাহান্নামী হবে। তবে যদি প্রোথিতকারিণী ইসলাম কবুল করত তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতেন' *(আহমাদ হা/১৫৯৬৫)*। একই মর্মে আবুদাঊদে *(হা/৪৭১৭, মিশকাত হা/১১২)* হাদীছ এসেছে। এ বিষয়ে ছাহেবে মির'আত বলেন, এটি একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। হয়তবা ঐ প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) অহীর মাধ্যমে তার জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি অবগত হয়েছিলেন *(মির'আত হা/১১২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। কেননা ইসলামী শরী'আতে নাবালকের উপর কোন বিধান প্রযোজ্য হয় না। অতএব অপরাধী মাতার কারণে তার প্রোথিত সন্তান জাহান্নামী হবে না। আল্লাহ বলেন, 'একজনের পাপ অন্যজনে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) প্রোথিত সন্তানকে জান্নাতী বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/২৫২১, মিশকাত হা/৩৮৫৬, সনদ ছহীহ)*। অতএব অত্র হাদীছ দ্বারা পূর্বের হাদীছটি 'মানসূখ' হ'তে পারে। জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে মর্মে কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে *(তাকভীর ৮১/৮৯)*। বিস্তারিত- তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, উক্ত আয়াতের আলোচনা দ্রঃ।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : মদীনার সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আলী আহসান
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : মদীনার সনদ মূলতঃ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাসের জন্য রাসূল (ছাঃ) ও মদীনার ইহূদীদের মধ্যেকার একটি চুক্তি পত্র। ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে যা সম্পাদিত হয়েছিল।

মদীনার সংখ্যাগুরু আউস ও খাযরাজ নেতাগণ আগেই ইসলাম কবুল করায় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় আগমনের পিছনে আউস ও খাযরাজ দুই প্রধান গোত্রের আমন্ত্রণ থাকায় তাদের সাথে সন্ধিচুক্তির কোন প্রশ্নই ছিল না। খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবাই নেতৃত্বের অভিলাষী থাকলেও গোত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকাশ্যে কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না। ফলে বদর যুদ্ধের পর সে এবং তার অনুসারীরা প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করে। তবে সেসময় মদীনার সংখ্যালঘু ইহূদী সম্প্রদায় মুসলমানদের নবতর জীবনধারার প্রতি এবং বিশেষভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকলেও অতি ধূর্ত হওয়ার

Contents

কারণে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়নি। সমস্যা ছিল কেবল কুরায়েশদের নিয়ে। তারা পত্র প্রেরণ ও অন্যান্য অপতৎপরতার মাধ্যমে মুনাফিক ও ইহূদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাসূল (ছাঃ) ও তার সাথীদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকে। একাজে তারা যাতে সফল না হয় সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২য় হিজরীতে সর্বপ্রথম মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার বনু যামরাহ, বনু বুওয়াত্ব, বনু মুদলিজ প্রভৃতি গোত্রের সাথে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেন।

এভাবে রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন, যেন যুদ্ধাশংকা দূর হয় এবং সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ সময় মদীনায় ইহূদী চক্রান্ত চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। যার নেতৃত্বে ছিল তাদের ধনশালী নেতা ও ব্যঙ্গ কবি কা'ব বিন আশরাফ। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কটূক্তি করাই ছিল যার স্বভাব। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। ফলে ইহূদীরা ভীত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এলে রাসূল (ছাঃ) তাঁর ও তাদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানান। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ও তাদের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে সার্বজনীন একটা দলীল লিখে দেন' *(আবুদাউদ হা/৩০০০)*।

অত্র হাদীছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, চুক্তি লিখনের এই বিষয়টি হিজরতের পরেই নয়, বরং ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের পরে তা সম্পাদিত হয়েছিল।

অতএব ছহীহ হাদীছের আলোকে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, এটি ছিল ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের পরের ঘটনা। হিজরতের পরপরই নয়। নিঃসন্দেহে চুক্তিটি ছিল পারস্পরিক সন্ধিচুক্তি। কিন্তু চুক্তিটি কি ছিল, তার ভাষা কি ছিল, সেখানে কয়টি ধারা ছিল, কিছুই সঠিকভাবে বলার উপায় নেই।

তবে পার্শ্ববর্তী নিকট ও দূরের গোত্রসমূহের সাথে সন্ধিচুক্তিসমূহ সম্পাদনের পর ইহূদীদের সাথে অত্র চুক্তি সম্পাদনের ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং মদীনা তার রাজধানীতে পরিণত হয়। অতএব মদীনার সনদ ছিল একটি আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক চুক্তি, যার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ স্বার্থে ও একক লক্ষ্যে একটি উম্মাহ বা জাতি গঠিত হয়। আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'রাষ্ট্র' বলা হয়। এই সনদ ছিল আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সর্বপ্রথম ভিত্তি স্বরূপ। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 'মদীনার সনদ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : মহিলারা পরপুরুষের সামনে সশব্দে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে কি?

-ফায়ছাল, ধামরাই, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে এটা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, 'পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে তোমরা এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়' *(আহযাব ৩৩/৩২)*। তবে প্রয়োজনের তাকীদে যেমন শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরূপায় অবস্থায় সাধারণ তেলাওয়াত পরপুরুষের নিকটে শুনানোতে বাধা নেই *(উছায়মীন, লিকাউশ শাহর প্রশ্ন নং ৫৫)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) নারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন এবং তাদের দাবীক্রমে তাদের শিক্ষা দানের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দেন *(বুখারী হা/১০১)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব কি কি?

-সায়মা, রাজশাহী।

উত্তর : সন্তানকে সার্বিক প্রতিপালনই পিতা-মাতার মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করলে তাদেরকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মহিলা ও তার স্বামী তার সন্তানের দায়িত্বশীল। অতএব তাদেরকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে *(বুখারী হা/২৪০৯, মুসলিম হা/৪৮২৮)*। সার্বিক দায়িত্ব সমূহের মধ্যে রয়েছে যেমন (১) তাদের ভরণ-পোষণের জন্য খরচ করা *(বাক্বারাহ ২/২৩৩; বুখারী হা/৫৩৬৪)* (২) আকীকা দেওয়া *(বুখারী হা/৫৪৭১)* (৩) সুন্দর নাম রাখা *(মুসলিম হা/২১৩৯, ২১৩২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৫২, ৪৭৭৮)* (৪) খাৎনা করা *(বুখারী হা/৫৮৯১; মিশকাত হা/৪৪২০)* (৫) দ্বীনী জ্ঞান ও আমল শিক্ষা দেওয়া। যেমন ছালাত শিক্ষা প্রদান এবং প্রয়োজনে প্রহারকরণ *(আবুদাউদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২, ১২৪০)* (৬) সময়মত বিবাহ দেওয়া *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৩; ছহীহাহ হা/১০৬৭)* (৭) তাদের জন্য দো'আ করা *(ইবরাহীম ১৪/৪০)* এবং (৮) তাদেরকে উপদেশ দেওয়া *(লোকমান ৩১/১৩)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : অনেক আলেমকে দেখা যায় শরী'আতের মাসআলাগত বিষয়ে বিরোধী পক্ষের প্রতি মোটা অংকের অর্থের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান ও গ্রহণ কতটুকু শরী'আতসম্মত?

-সুহাইল, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এগুলি নিতান্তই নীতি-বহির্ভূত কাজ। শরী'আতের বিষয়বস্তুসমূহ নিয়ে এরূপ করা খেল-তামাশার শামিল। যা আখেরাতে চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ *(লোকমান ৩১/৬)*। বরং এভাবে টাকার চ্যালেঞ্জ দেওয়া জুয়ার পর্যায়ভুক্ত কাজ, যা হারাম *(মায়েদাহ ৫/৯০)*। অতএব এসব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে শরী'আতসম্মত পন্থা হ'ল আন্তরিকতার সাথে সংশোধনের উদ্দেশ্যে একে অপরের ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং নিজেকে সংশোধন করা। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : ফেসবুক চ্যাটের কারণে স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের পর আমি ফেসবুক ব্যবহার করব না বলে কসম করি। বর্তমানে আমি তার সম্মতিতে ফেসবুক ব্যবহার করছি। এক্ষণে উক্ত কসম ভঙ্গের কারণে কোন কাফফারা দিতে হবে কি?

-বাবু, বাঘা, রাজশাহী।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন! (স.স)]*

উত্তর : কাফফারা দিতে হবে *(মুসলিম হা/১৬৫০, মিশকাত হা/৩৪১৩)*। কসম ভঙ্গের কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো। অথবা তাদের কাপড় দান করা কিংবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অসমর্থ হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : মসজিদের ভিতরে বিশেষ করে ছালাতরত অবস্থায় আঙ্গুল ফুটানো যাবে কি?

-মতীউর রহমান
কৃষ্ণচন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : জামা'আত চলাকালে এথেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ এতে মুছল্লীদের খুশূ-খুযূ বিনষ্ট হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম শো'বা বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের পাশে ছালাতরত অবস্থায় আঙ্গুল ফুটালে তিনি ছালাত শেষে আমাকে ধমক দিয়ে বলেন, তোমার ধ্বংস হোক তুমি ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটালে? *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৩৫৮; ইরওয়া হা/৩৭৮)*। তবে ছালাতের মধ্যে উঠা-বসা করতে যদি কোন অঙ্গ আপনা থেকেই ফুটে যায়, সেক্ষেত্রে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : সূরা ফাতিহা দ্বারা কিভাবে সাপের বিষ নামাতে হয়?

-মারূফ আহমাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তর : সূরা ফাতিহা পড়বে এবং মুখের থুথু রোগীর ক্ষতস্থানে দিবে। এভাবে বার বার পড়তে থাকলে ও দিতে থাকলে বিষ নেমে যাবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/২২০১ (৬৫), বুখারী হা/৫৭৩৭)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : আমি ছালাত আদায় করি। কিন্তু আমার পরিবার করে না এবং কেউ কেউ তা করতে অস্বীকার করে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাজমুল ইসলাম, খয়রাবাদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে সর্বাবস্থায় দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে বাধ্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। পরিবারে কেউ ছালাতকে ইসলামের ফরয বিধান হিসাবে অস্বীকার করলে সে 'কাফের' পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের। উক্ত দায়িত্ব পালন না করলে সরকার গুনাহগার হবেন, অন্যেরা নয়। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলতে হবে। আর কোনভাবেই না হ'লে অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী 'যে জাতি কোন নারীকে ক্ষমতাসীন করে সে জাতি কখনোই সফলকাম হবে না' (বুখারী)। এক্ষণে নারী নেতৃত্বাধীন দেশের পুরো দেশবাসী, না কেবল ভোটদাতারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে?

-আব্দুস সালাম, কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : কেবল ভোটদাতা বা সমর্থন দাতারাই এ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর অনেক শাসক নিযুক্ত হবে। যাদের কোন কাজ তোমরা পসন্দ করবে এবং কোন কাজ অপসন্দ করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি উক্ত অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে, সে (মুনাফেকী থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে... (সে তাদের ন্যায় গোনাহগার হবে) *(মুসলিম হা/১৮৫৪, মিশকাত হা/৩৬৭১)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : সরকারী এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় যাকাত, ফেৎরা, ওশর, কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি গ্রহণ করা এবং তা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
উনাইল আলিম মাদ্রাসা, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : সরকারী এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় এসব অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। বরং এযুগে বেসরকারী মাদরাসা সমূহের মধ্যে যারা ছহীহ আক্বীদা ও আমল প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং একদল দাঈ ইলাল্লাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং যাদের পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা নেই, কেবল তারাই এসব 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের দানগুলি গ্রহণ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে তারাবীহ্র জামা'আত প্রথম রাতে না করে শেষ রাতে করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-রাশেদুল হাসান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ২৩, ২৫ ও ২৭ যে তিনদিন জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেছেন সেই তিনদিন প্রথম রাতেই শুরু করেছেন। যা কখনো রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং শেষদিন সাহারীর আগ-পর্যন্ত ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত রাত্রির ছালাত আদায় করবে, তার জন্য সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী লেখা হবে *(আবুদাঊদ হা/১৩৭৫, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*।

ইমাম আহমাদ (রাঃ)-কে তারাবীহ্র ছালাত শেষ রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, না। বরং মুসলমানদের প্রচলিত আমলই আমার নিকটে অধিক প্রিয় *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/১২৫)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : কুরআন-হাদীছ থেকে দো'আ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি খাওয়া বা তা দিয়ে গোসল করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুল করীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন ছালাতরত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-কে বিচ্ছু দংশন করলে ছালাত শেষে তিনি বললেন, বিচ্ছুর উপর আল্লাহ্র লানত বর্ষিত হৌক! সে কাউকে ছাড়ে না এমনকি মুছল্লীকেও নয়। অতঃপর তিনি পানি এবং লবন নিয়ে ক্ষতস্থানের উপর ঘসতে লাগলেন এবং সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়তে থাকলেন *(ত্বাবারাণী ছাগীর, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৪৮)*।

আয়েশা (রাঃ) পানিতে দো'আ পাঠ করে উক্ত পানি দ্বারা রোগীর দেহ ধৌত করাকে দোষের কিছু মনে করতেন না *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩৯৭৫, সনদ ছহীহ; আব্দুল মুহসিন আব্বাদ, আবুদাঊদ হা/৩৮৮৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : কলম, প্লাস্টিক ইত্যাদি ফ্যাক্টরীর মালিকেরা যদি সূদের উপর ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালায়, সেসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে কি?

-হাসান বিন নযরুল, ঢাকা।

উত্তর : বৈধ জিনিস উৎপাদনকারী, বৈধ কোন কাজে

Contents

প্রতিষ্ঠিত যেকোন কোম্পানীতে চাকুরী করা যাবে। যদিও তার মজুরী সূদযুক্ত অর্থ দিয়ে প্রদান করা হয়। আর এজন্য দায়ী হবে উক্ত সূদের গ্রহীতা কোম্পানীর মালিক *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৫/৫৯)*। তবে সরাসরি সূদী লেনদেন হয় যেমন ব্যাংক, বীমা সহ এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : আমাদের দেশে সাধারণত সেশন জটের কারণে স্নাতক পাশ করতে ২-৩ বছর লস হয়। সেকারণ এসএসসি পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীরা বয়স কমিয়ে দেয়। এরূপ কাজ শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আরীফুর রহমান, মিয়ামী, জাপান।

উত্তর : এরূপ কাজ শরী'আত সম্মত হবে না। কারণ এটি প্রতারণা এবং মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত, যা নিঃসন্দেহে হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*। এক্ষণে এরূপ কাজ করে থাকলে এবং তা পরিবর্তন করা সম্ভব না হ'লে এজন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : ছয় বছরের শিশু সাথে নিয়ে মসজিদে ছালাত আদায় করলে ইমাম ছাহেব 'শিশুরা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে'-এই কারণ দেখিয়ে সাথে আনতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা শরী'আতসম্মত কি?

-লুৎফর রহমান, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ছালাতের শিশুদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া অন্যায় নয় এবং শিশুরা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে এটাও ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুর ক্রন্দন শ্রবণের কারণে ছালাত সংক্ষিপ্ত করেছেন *(বুখারী হা/৭০৯, মুসলিম হা/৪৭০)*। কিন্তু শিশুকে সাথে আনতে নিষেধ করেননি। উপরন্তু তিনি নিজেও নাতনীকে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করেছেন। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লোকদের ইমামতি করতে দেখেছি, এমতাবস্থায় নাতনী উমামা বিনতে আবিল 'আছ তার কাঁধে ছিল। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা হ'তে উঠতেন, তখন তাকে (পুনরায় কাঁধে) ফিরিয়ে নিতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। এছাড়া তিনি হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে কোলে নিয়ে খুৎবাও দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/১১০৯, ইবনু মাজাহ হা/২৯২৬)*। অতএব ইমাম ছাহেবের এরূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করা ঠিক হয়নি।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : মসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায়কারী জাহান্নামের আগুন ও মুনাফিকের আলামত থেকে মুক্তি পাবে মর্মে কোন বিধান আছে কি?

-ইউসুফ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার ও যঈফ। এর সনদে নাবীত্ব ইবনু ওমর নামে একজন অপরিচিত রাবী আছেন *(আহমাদ হা/১২৬০৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬৪, সনদ যঈফ-আলবানী, আরনাঊত্ব)*। অতএব উক্ত আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : স্বামী-স্ত্রী জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-আফিয়া সুলতানা, শরী'আতপুর।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে স্ত্রীকে স্বামীর পিছনে দাঁড়াতে হবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৪৪১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৭৫৪৭, সনদ ছহীহ)*। এতদ্ব্যতীত পুরুষ ও নারী একত্রে জামা'আত করার সময় নারী পিছনে দাঁড়াবে। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন আমাকে এবং আমার মা ও খালাকে নিয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন। তখন আমাকে তাঁর ডান পার্শ্বে এবং মহিলাদের আমাদের পিছনে দাঁড় করিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/৬৬০)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : একসময় গান-বাজনা করতাম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিখাতাম। এখন সেপথ থেকে ফিরে আসলেও শিখানোর কারণে ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের কৃত গোনাহের যে অংশ নিয়মিতভাবে আমার আমালনামায় যোগ হচ্ছে, তা থেকে বাঁচার উপায় কি?

-ফযলুল হক, শিবরামপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : কেউ খালেছ নিয়তে তওবা করলে আল্লাহ তার পূর্বে কৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ বলেন, যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, বস্তুতঃ আমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/১৬০)*। অতএব তাদের কৃত গোনাহ আপনার আমলনামায় যুক্ত হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে সম্ভব হ'লে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের গান-বাজনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : দোকানে সিঁদুর সহ হিন্দু ধর্মীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

-মীযানুর রহমান, দিনাজপুর।

উত্তর : ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাসের মৌলিক জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। এরূপ কাজ উক্ত ধর্মের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতার শামিল। আর আল্লাহ অন্যায় কর্মে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) খৃষ্টানদের ক্রুশ বা পৌত্তলিকদের ছবি-মূর্তি দেখলে ধ্বংস করে দিতেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৪৯১, ৪৪৯৩)*। অতএব এ সকল বস্তু ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/৪৩৭)*।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : পশুর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ পশু কুরবাণী করা যাবে কি?

-খাদেমুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় পশু কুরবাণী করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। এছাড়া উক্ত পশুর গোশত খাওয়া যাবে। এমনকি রুচি হ'লে পেটের বাচ্চাও খেতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা উটনী, গাভী ও ছাগী যবেহ করি এবং কখনো কখনো আমরা তার পেটে বাচ্চা পাই। আমরা ঐ বাচ্চা ফেলে দিব, না খাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হ'লে খাও। কারণ বাচ্চার মাকে যবেহ করা বাচ্চাকে যবেহ করার শামিল' *(আবুদাঊদ হা/২৮২৮; মিশকাত হা/৪০৯১-৯২)*।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : একজন প্রাণী চিকিৎসক হিসাবে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির চিকিৎসা করে অর্থ উপার্জন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-ডা. আনোয়ার হোসাইন, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : চিকিৎসক হিসাবে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির চিকিৎসা করা এবং তার বিনিময় গ্রহণ করায় বাধা নেই। এটি পশুদের প্রতি দয়ার নিদর্শন, যাতে প্রভূত নেকী রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এক লোক এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ছাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! প্রাণীর জীবন রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক তাযা প্রাণ রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে *(বুখারী হা/২৩৬৩, মিশকাত হা/১৯০২)*। তিনি বলেন, একজন ব্যভিচারী নারী একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে জান্নাতে যাবে *(বুখারী হা/৩৪৬৭)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : ছালাতরত অবস্থায় কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে মুছল্লীদের করণীয় কি?

-ফীরোয আহমাদ, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিয়ে কিছু মুছল্লী অজ্ঞান ব্যক্তির সেবা করবে এবং অন্যরা অন্য কাউকে ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে বাকী ছালাত আদায় করবে। কারণ এতে অজ্ঞান ব্যক্তির জীবনাবসানের আশংকা রয়েছে। যেমন এরূপ আশংকা থাকায় রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছু মারতে বলেছেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৪)*। ওমর (রাঃ) ছালাতরত অবস্থায় আহত হ'লে উপস্থিত ছাহাবীগণ তাঁকে নিয়ে তার বাড়িতে যান। বাকীদের নিয়ে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) সংক্ষিপ্ততম সূরা দিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯০৫, সনদ ছহীহ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১৩৭)*।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : জনৈক আলেম বলেন, ইবরাহীম (আঃ) আমাদের 'জাতির পিতা'-একথা ভুল। বরং তিনি কুরায়েশ বংশের পিতা। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-জুয়েল মোল্লা, ফরিদপুর।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন! (স.স)]*

উত্তর : বক্তব্যটি সঠিক নয়। ইবরাহীম (আঃ) কেবল মুসলিম জাতির পিতা নন বরং তিনি ছিলেন ইহূদী-খৃষ্টান-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। কারণ আদম (আঃ) হ'তে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল বাদে পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল তার বংশধর' *(হাদীদ ৫৭/২৬; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ২৩-২৪ ও আন'আম ৮৪ আয়াত)*। তিনি যেমন পুত্র ইসমাঈলের পিতা হিসাবে আরব জাতির পিতা ছিলেন। তেমনি অপর পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর পিতা হিসাবে বনু ইস্রাঈলেরও পিতা ছিলেন *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৬/১৮৯)*। এছাড়া মুসলিম জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত করে আল্লাহ বলেন, مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ 'তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের উপর কায়েম থাক' *(হজ্জ ৭৮)*। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যা একটি দো'আ পাঠ করতেন। যার মধ্যে তিনি বলতেন, আমি সকাল করলাম ... আমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ও আজ্ঞাবহ' *(দারেমী, আহমাদ হা/১৫৩৬৪; ছহীহাহ হা/২৯৮৯)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : যে ব্যক্তির কথা ও কাজে মিল থাকে না, তার আদেশ-নিষেধ মানা যাবে কি?

-আব্দুছ ছামাদ, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা মুমিনের অন্যতম গুণ। যার কথা ও কাজের মধ্যে মিল নেই, তার পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে *(ছফ ২; বুখারী হা/৩২৬৭, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯; 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*। নিজে সৎকাজ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন ওয়াজিব, তেমনি অপরকে সৎকাজের উপদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও ওয়াজিব। তবে একটি ওয়াজিব পালন করতে না পারলেও আরেকটি ওয়াজিব ত্যাগ করা যাবে না। সর্বদা উপদেশ দিয়ে যেতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তুমি উপদেশ দাও। কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকার করে' *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেন, 'মানুষ যদি নিজে করতে না পারার কারণে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকত, তাহ'লে সৎ-অসৎ কাজের আদেশ-নিষেধকারী খুঁজে পাওয়া যেত না' *(আলোচনা দ্রঃ ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ৪৪ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

অতএব কারো আদেশ-নিষেধ যদি শরী'আতসম্মত হয়, সেক্ষেত্রে তা মেনে চলায় কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, সুসংবাদ দাও আমার ঐ সব বান্দাদেরকে' 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে এবং তার উত্তমটি গ্রহণ করে' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*। এখানে 'উত্তম কথা' বলতে 'কুরআন ও হাদীছ'কে বুঝানো হয়েছে।

তবে শরী'আতের আদেশ-নিষেধ গ্রহণের সময় ছহীহ আক্বীদা ও আমলসম্পন্ন আলেম ও তাদের লেখনী থেকে গ্রহণ করতে হবে। শিরক বা বিদ'আতপন্থীদের নিকট থেকে নয়।

ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা রায়পন্থীদের থেকে দূরে থাক। ওরা সুন্নাতের শত্রু *(দারাকুৎনী হা/৪২৩৬, সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ হা/২৭৭)*। তাবেঈ বিদ্বান ইবনু সীরীন ও হাসান বাছরী বলেন, তোমরা কখনোই বিদ'আতী ও ঝগড়াটে লোকদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে তর্কে জড়াবে না ও তাদের কোন কথা শুনবে না *(দারেমী হা/৪০১)*। ইবনু সীরীন পরিষ্কারভাবে বলেন, নিশ্চয়ই কুরআন-হাদীছের ইলম হ'ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম, দারেমী হা/৪২৪)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : হজ্জব্রত পালনের সময় পুরুষের জন্য মাথায় ও দাড়িতে মেহেদী লাগিয়ে যাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুস সাত্তার, জামদই, নওগাঁ।

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় মেহেদী ব্যবহার করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) ইহরাম অবস্থায় রঙিন ও যাফরানযুক্ত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৫৮৪৭; মিশকাত হা/২৬৭৮)*। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, মেহেদী যাফরানের ন্যায় *(আল-মাজমূ' ১/২৯৫)*। অতএব ইহরামের পূর্বে দাড়িতে মেহেদী দেওয়া যাবে, কিন্তু পরে নয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন, পরে নয় *(বুখারী হা/২৭০)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ছেলে মারা গেলে তার অর্জিত সম্পদে পিতা-মাতা কোন অংশ পাবেন কি?

-আব্দুল ওয়ারেছ, ঘোনাপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তর : পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ছেলে মারা গেলে তার অর্জিত সম্পদে পিতা-মাতা ওয়ারিছ হবেন। প্রথমতঃ মৃত

ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তান থাকা অবস্থায় পিতা-মাতা এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবেন *(নিসা ৪/১১)*। এছাড়া আরো কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে অবস্থাভেদে নির্ধারিত অংশ পাবেন।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে প্রচার করা কিরূপ পাপের অন্তর্ভুক্ত?

-ওমর ফারূক, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : মিথ্যা অপবাদ হ'ল কারো ব্যাপারে অন্যের নিকটে এমন কথা বলা যা তার মাঝে নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)*। কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে প্রচার করা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি হচ্ছে ৮০ বেত্রাঘাত *(নূর ২৪/৪-৫)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, সতীসাধ্বী নারীর উপর অপবাদ দেওয়ার শাস্তি পুরুষের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে *(ফৎহুল বারী ১২/১৮১)*। উল্লেখ্য, শরী'আত নির্ধারিত হদ্দ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের, সাধারণভাবে অন্যদের নয়।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : আমাদের দেশে তৃতীয় পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ করে উক্ত 'উকীল বাবা'র মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো হয়। এটা কতটুকু শরী'আত সম্মত?

-মনীরুল ইসলাম, কুমিল্লা।

উত্তর : এটি শরী'আত সম্মত নয়। পিতার উপস্থিতিতে অন্য কেউ উকীল হ'তে পারে না। পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা, অতঃপর তুলনামূলক নিকটবর্তী আত্মীয়রা উকীল হবে *(মুগনী ৯/৩৫৫)*। যেমন মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) তার বোনকে বিবাহ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৫১৩০)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : মহিলাদের উপর কখন হজ্জ ফরয হবে? স্বামীর নিকট দু'জনের খরচের সমপরিমাণ অর্থ থাকলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর হজ্জ ফরয হবে কি?

-হাফীযুর রহমান, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

উত্তর : বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ্য থাকলে প্রত্যেক মুমিন নারী ও পুরুষের উপর হজ্জ ফরয হবে *(আলে-ইমরান ৩/৯৭)*। সেই হিসাবে স্বামী ও স্ত্রীর উপর পৃথকভাবে হজ্জ ফরয হবে। আল্লাহ বলেন, আমরা তোমাদের কোন পুরুষ বা নারীর কোন আমল বিনষ্ট করি না' *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*। অতএব স্বামী উভয়ের খরচ বহনে সক্ষম হ'লেই স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয হয় না। তবে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে হজ্জে নিয়ে গেলে তার উপর থেকে হজ্জের ফরযিয়াত শেষ হয়ে যাবে। পরে সক্ষম হ'লেও আর করার প্রয়োজন হবে না। উল্লেখ্য যে, নারীদের সাথে মাহরাম ব্যক্তি থাকা অপরিহার্য *(বুখারী হা/১০৮৬; মিশকাত হা/২৫১৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : এক শ্রেণীর মানুষ ১৮ই যিলহজ্জকে 'ঈদে গাদীর' হিসাবে আখ্যায়িত করে। এদিনের বিভিন্ন ফযীলত যেমন এদিনে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম পালন করেন, এদিন আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতা ঘোষণা করেন ইত্যাদি বলে থাকে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-আশরাফুল হক, প্রফেসর পাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : এগুলি সবই বানাওয়াট কথা এবং ভ্রান্ত ফিরক্বা শী'আদের অনুকরণ মাত্র। ঘটনা হ'ল এই যে, বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে বুরাইদা আসলামী (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আলী (রাঃ) সম্পর্কে কিছু অভিযোগ পেশ করেন। যা ইয়ামনে গণীমত বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে ছিল। মূলতঃ এটা ছিল বুরাইদার বুঝের ভুল। এজন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুম কূয়ার নিকটে যাত্রাবিরতি করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। যেখানে তিনি নবী পরিবারের উচ্চ মর্যাদা ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর আলীর হাত ধরে বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ 'আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু' *(তিরমিযী হা/৩৭১৩; মিশকাত হা/৬০৮২; ছহীহাহ হা/১৭৫০; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৪৩ পৃঃ)*। এই ভাষণটি ইতিহাসে খুম কূয়ার নিকটে ভাষণ (خطبة غدير خم) বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়তঃ ১৮ই যিলহজ্জ ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে শী'আরা ঈদের দিন হিসাবে ঘোষণা করে। যা আব্বাসীয় খলীফা মুতী' বিন মুক্বতাদিরের সময় তাঁর কট্টর শী'আ আমীর মুইযযুদ্দৌলা ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে উক্ত ঘোষণা করেন। ফলে তখন থেকে এই দিনটি শী'আদের মধ্যে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায় *(বিস্তারিত দ্রঃ আশূরায়ে মুহাররম পৃঃ ৬-৭)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : আমার ইচ্ছা আলেম হওয়া। কিন্তু পিতা-মাতা আমাকে মাদরাসায় পড়াতে রাযী নন। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আফযাল শরীফ, মাটিয়ানী, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : এরূপ ইচ্ছা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ যারা দ্বীনের জ্ঞানার্জন করে, তারা আল্লাহ্র নিকট উচ্চ মর্যাদা লাভ করে *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*। যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম শিক্ষা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৫৫, হাদীছ ছহীহ)*। এক্ষণে আপনার পিতা-মাতাকে নিজে কিংবা কোন ভাল আলেমের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : আমাদের এলাকায় লাশ বহনের খাটে কালো কাপড় দেওয়া হয়, যাতে আয়াতুল কুরসী লেখা থাকে। এটা শরী'আত সম্মত কি?

-আব্দুর রশীদ, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : লাশের খাটে আয়াতুল কুরসী লিখলে এতে মৃতব্যক্তির কোন উপকারে আসার প্রশ্নই আসে না। এগুলি মনগড়া ও বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলিম কবরপূজা সহ বিভিন্ন প্রকার শিরকী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে অমুসলিমদের মত চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে কি?

-উম্মে সুলতানা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : কবরপূজা সহ শিরকে আকবর বা বড় শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। তিনি বলেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। তার ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে তোমার সকল আমল অবশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

এক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে তাদের পার্থক্যকরণের কোন সুযোগ নেই। কারণ মক্কার কুরায়েশরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও অসীলা পূজার কারণে তাদের কোন আমলই গৃহীত হয়নি। তারা বলত আমরা মূর্তিকে এজন্য পূজা করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছে দিবে' *(যুমার ৩৯/৩)*। তারা বলত যে, এগুলি আল্লাহ্র নিকটে আমাদের জন্য সুফারিশকারী' *(ইউনুস ১০/১৮)*। যারা কবরপূজারী, তারা একই আক্বীদা পোষণ করে যে, মৃত পীর তাদের জন্য সুফারিশ করবে এবং তার অসীলায় তারা মুক্তি পাবে। তবে যদি মৃত্যুর পূর্বে কেউ শিরক থেকে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে, তাহ'লে সে অন্যান্য পাপের শাস্তি ভোগ করে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের মাধ্যমে একসময় জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী হা/৭৪১০; মুসলিম হা/১৯১)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : তাবলীগের ভাইয়েরা তাদের চিল্লার দলীল হিসাবে একটি হাদীছ বলে থাকেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হিজরত দু'প্রকার বা-ত্তাহ ও বাদিয়াহ। তারা ২য় প্রকার হিজরত করার জন্য দেশের বাইরে যান ও ফিরে আসেন। এ হাদীছটির সত্যতা এবং সঠিক ব্যাখ্যা কি?

-মুহাম্মাদ শোভন, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ত্বাবারাণী কাবীর, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯৪৮)*। বিষয়টি এই যে, ওয়াছেলা বিন আসক্বা' (রাঃ) মদীনায় হিজরতে করে আসলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বা-ত্তাহ অর্থাৎ এখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এসেছ? নাকি বাদিয়াহ অর্থাৎ পুনরায় তোমার দেশে ফিরে যাবে?...। বিষয়টির সাথে তাবলীগ জামা'আতের বিদেশ সফরের কোনই সম্পর্ক নেই। এগুলি নিজেদের বিদ'আতী রীতিগুলিকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার জন্য হাদীছের দোহাই দেওয়া মাত্র।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সর্বাধিক দাওয়াতী সফর করেছেন। কিন্তু তারা ৩, ১০, ৪০, ১২০ ইত্যাদি কোন সীমা নির্ধারণ করেননি। এগুলি সবই তাবলীগী নেতাদের মনগড়া রীতি বৈ কিছুই নয়। উল্লেখ্য, এ জামা'আতটির অধিকাংশ প্রচারণাই শিরক ও বিদ'আতী কাহিনী ও জাল-যঈফ বর্ণনায় ভরা। তাদের মূল পাঠ্য বই 'তাবলীগী নেছাব' যার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অতএব এসব থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : এক বিঘা জমি ৯০ হাযার টাকার বিনিময়ে কট নিয়েছি বছরে ১ হাযার টাকা করে কর্তন হওয়ার শর্তে। এরূপ চুক্তি শরী'আতসম্মত কি?

-আব্দুল্লাহ, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : টাকার বিনিময়ে জমি কট নিয়ে সেই জমি থেকে ফায়দা গ্রহণ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময় লাভ করা হয়, তা সূদ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। এই প্রকার সূদকে জায়েয করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ মাসে মাসে কিছু টাকা কর্তনের চুক্তি করেন। এটি হারামকে হালাল করার কৌশল মাত্র। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ীর সকলেই হানাফী হওয়ায় ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিলে সবাই দুর্ব্যবহার করে। আমাকে লুকিয়ে ছালাত আদায় করতে হয়। এক্ষণে আমার জন্য 'খোলা' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে কি?

-ছাফিয়া সুলতানা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় 'খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কারণ যথাযোগ্য কারণে স্বামী থেকে 'খোলা' করা অর্থাৎ মোহর ফিরিয়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া শরী'আতসম্মত *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪)*। মাযহাবী ভাইদের অনেকের মধ্যে গুরুতর সমস্যা রয়েছে। যেমন (১) আক্বীদাগত দিক থেকে তাদের নিকটে আল্লাহ 'নিরাকার'। (২) তাদের মতে শেষনবী (ছাঃ) 'নূরের তৈরী' এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। (৩) তারা মৃত পীরের অসীলায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করেন এবং কবর পূজা করেন। (৪) তাদের মতে পীর-আউলিয়ারা কবরে যিন্দা থাকেন ও ভক্তের আহ্বান শোনেন। (৫) তারা ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায় করেন না। (৬) তারা একসাথে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করেন এবং (৭) হিল্লা করাকে জায়েয বলেন ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : জনৈকা মহিলার মাথায় জট আছে। তা কেটে ফেললে তার ক্ষতি হবে বলে ধারণা করা হয়। শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে ক্ষতির কোন আশংকা আছে কি?

-কামাল হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : ঐ মহিলার চুলের জট আগে কাটতে হবে এবং এর মাধ্যমে তার কুসংস্কারপূর্ণ আক্বীদার জট ছাড়াতে হবে। 'জট কারু উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত' এই আক্বীদা তার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অতঃপর তার চুলের যত্ন নিতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসা করাতে হবে। কেননা সাধারণতঃ চুলের অযত্নের কারণেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার চুল আছে, সে যেন স্বীয় চুলকে সম্মান করে অর্থাৎ যত্ন নেয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৫০)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : জনৈক হিন্দু ৫০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন তাকে সুন্নাতে খাৎনা করতে হবে কি?

-আলমগীর, নরসিংদী।

উত্তর : খাৎনা করা মুস্তাহাব। জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, তুমি কুফরীর চুল ফেলে দাও এবং খাৎনা কর *(আবুদাউদ হা/৩৫৬, সনদ হাসান, ইরওয়া হা/৭৯)*। খাৎনা করা মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবজাত পাঁচটি বিষয়ের অন্যতম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২০ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। এটি ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য স্বরূপ। এর মধ্যে যে স্বাস্থ্যগত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে সকল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী একমত। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬)*।